বর্ত্তী কালিঞ্জর পর্ব্বতে গিয়া বাস করে, সে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও অনেক দূর হইতে দৃষ্ট হয়, এবং তথা গমন নিমিত্তে এতাদৃশ এক গুহ্য পথ আছে, যে বিজ্ঞাত লোক ভিন্ন অন্য কেহ কোন মতে সে পর্ব্বতারূঢ় হইতে পারে না, পারকর দেশের প্রধান অধ্যক্ষের নাম পুঞ্জাজী, এই ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তর ময় এক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট রাজকর উৎপন্ন হয়, এই মূর্ত্তি প্রায় দুই হস্ত পরিমিত এবং বঙ্গদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ৩১১॥

পারনেলা ॥ বিজয়পুর প্রদেশে পারনেলা নামে এক নগর আছে, এ নগর মহারাষ্ট্র দেশের তাবৎ স্থান অপেক্ষা আরোগ্য দায়ক, ইং ১৭০১ বাং ১১০৮ শালে ইংলণ্ডীয় লোক কর্তৃক সর উইলেম নরিস এই নগরে বাণিজ্য করণের অনুমতি গ্রহণ নিমিত্তে আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়া উক্ত বাদশাহের সৈন্যাগারে আগমন পূর্ব্বক বাস করত, কার্য্য সাধন নিমিত্তে বিবিধ সন্ধান করিয়া ও ফলোৎপাদন না হওয়াতে বিষণ্ণ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডীয়দিগের ৬৪০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তৎকালে ঐ বাদশাহ এই পারনেলা নগরে বাস করিতেন। ৩১২॥

পারসনাথ ॥ বাহার ও বঙ্গদেশের মধ্যস্থ পর্ব্বতোপরি পারসনাথ নামে এক দেবমূর্ত্তি আছে, মেজর রেনেলসাহেব আপন দেশ নিরূপণ পত্রে এই পর্ব্বতকে সামেত সিচারা নামে ব্যক্ত করেন, এ স্থানে নানা দূর দেশীয় তীর্থ প্রদর্শকেরা আগমন করে, জেন জাতীয় লোকেরা এই মূর্ত্তিকে ত্রয়োবিংশতি অবতার কহে ও অতিশয় মান্য করে, কারণ তিনি এই জাতির সৃজন

করিয়াছিলেন, এই পারসনাথ বারাণসীর অন্তঃপাতি কোন স্থানে প্রথম অবতীর্ণ হইয়া ১০০ বৎসর গত হইলে সাম্য পর্ব্বতোপরি দেহ ত্যাগ করেন। ৩১৩॥

পারাগ্রাম॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ভূতান প্রদেশের রাজধানী পারাগ্রাম নামে এক নগর আছে, এ স্থান তিব্বত দেশের সীমা অবধি আরম্ভ হইয়া বঙ্গদেশের সীমাতে তাহার দৈর্ঘ্য শেষ হইয়াছে, এবং লক্ষ্মী দ্বার নামক পর্ব্বতের নিম্নস্থ তাবৎ স্থান এ নগর ভুক্ত আছে. এই স্থানে দেবমূর্ত্তি ও নানাবিধ অস্ত্র ও তীরের ফলা অতিশয় প্রসিদ্ধ নির্ম্মিত হয়। ৩১৪॥

পালপা॥ উত্তর হিন্দুস্থানে নেপালের গুড়খালির রাজ্যাধীন পালপা নামে এক ক্ষুদ্র দেশ এবং তাহার প্রধান নগর ও তন্নামে প্রসিদ্ধ আছে. ইহার দক্ষিণ দিগস্থ এক বৃহন্নিবিড় বন দ্বারা এ দেশ অযোধ্যা হইতে পৃথক হইয়াছে, এবং যে পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন ভাগে এ দেশ স্থাপিত আছে, সে পর্ব্বত এ দেশের ও ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের সম্মুখস্থ এমত ব্যক্ত আছে, এ স্থানের প্রধান নদী গণ্ডকী। ৩১৫॥

পালানাথ॥ উত্তর সরকারে গণ্টুর দেশের পশ্চিমে কৃষ্ণানদীর নিকট পালানাথ নামে এক দেশ আছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এ দেশ কর্ণাটের নবাব দ্বারা ইংলণ্ডীয় দিগকে প্রদত্ত হইয়া গণ্টুর দেশ ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কর্ণাট রাজ্যান্তর্গত ছিল, ইহার প্রধান নগর মাচরলা, তাইমোরীকোটা: ও করমকুণ্ডা, উক্ত দেশের রাজস্ব বিষয়ে কিছু স্থৈর্য্য নাই। ৩১৬॥

পালামৌ॥ বাহার দেশে পালমৌ নামক এক দেশ, ও এক নগর আছে, এ দেশ প্রায় পর্ব্বত ও বনেতে আবৃত

ইহার উত্তর দিগে রহৎতাশ দেশ, পশ্চিম দিগে গণ্ডওয়ানা রাজ্যের নানাগ্রাম, পূর্ব্ব দিগে বামগড়, ইহার আর এক প্রধান নগরের নাম জয়নগর এ দেশে যথেষ্ট লৌহ জন্মে, এবং তথা কোন বৃহৎ নদী নাই কিন্তু খাড়ি আছে। ৩১৭॥

পালার॥ মহীসুর দেশে নন্দি দুর্গ স্থানের পর্ব্বত মধ্যে ও পোনার নদীর নিকটে পালার নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এ নদী মহীসুর ও কর্ণাট দেশ দিয়া গমন পূর্ব্বক সাদ্রা নামক স্থানের নিকট সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, ইহার দীর্ঘতা সর্ব্ব শুদ্ধা ২২০ ক্রোশ হইবেক। ৩১৮॥

পালিঘাট॥ মালাবার প্রদেশে শ্রীরঙ্গ পত্তন হইতে ১১০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে পালিঘাট নামক এক নগর আছে, হায়দর বাদশাহের মালাবার দেশ জয় করণ কালীন এ নগরের দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই দুর্গের চতুর্দ্দিগে নানা হট্ট ও গ্রাম এবং বহু সংখ্যক বসতি আছে, কিন্তু সে তাবতের বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত ইহাকে প্রায় নগর বোধ হয় না, এ নগরের কিয়দংশে নিবিড় বন আছে, তথা লোকালয় নাই, এবং সেই বন দিয়া পানিয়ানি নদীর নানা শাখা গমন করিয়াছে, বর্ষাকালে সেই সকল শাখা দিয়া এতাদৃশ বৃহৎ কাষ্ঠ সমুদ্রে আনীত হয়, যে হস্তী গণ দ্বারা সেই কাষ্ঠ জল হইতে উদ্ধার করাইতে হয়, ইং ১২৯২ বাং ৬৯৯ শালের সন্ধিদ্বারা টীপু শাহ পালিঘাট নগর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করে তৎকালে ৩৫২০০০ মুদ্রা ইহার উপস্বত্ব ছিল। ৩১৯॥

পাহরি॥ তিব্বত দেশের দক্ষিণাংশে ও ভূতানের সীমার নিকট প্রস্তর নির্ম্মিত পাহরি নামক এক দুর্গ আছে,

তাহার নামান্তরদ্বয় পারিজঙ্গ ও পারিসদঙ্গ, ইহার গঠন সুদৃশ্য নহে, কিন্তু অতিশয় পুসিদ্ধ, এবং ইহার উত্তর পশ্চিম দিগে বৃহৎ উপনগর, দক্ষিণ দিগে পুসিদ্ধ এক জলাশয় আছে, উক্ত দুর্গে পাহরিলামা নামে এক ব্যক্তি বসতি করেন, তিনি এ স্থানে সামান্য রূপে গণ্য অর্থাৎ এক দেবালয়ের অধ্যক্ষ এবং জোর পর্ব্বতস্থ কতিপয় স্থানের ও বনের অধিপতি, শীতকালে সেই বন মধ্যে দীর্ঘ লোমস বন্য গো সমূহের সমাগম হয়, তাহার দিগের লাঙ্গুলে ও অতিশয় লোম হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন এই বনে কালসার যথেষ্ট দৃষ্ট হয়, অপর পাহরি দুর্গে এবং চুমুলারি পর্ব্বতে ক্রমাগত শিশির পতিত হওয়াতে অতিশয় শীত বোধ হয়, তন্নিমিত্তে এই দুর্গের নিকটস্থ গ্রামে গোধূম পক্ব হয় না, তথাচ পশ্বাদির আহারের নিমিত্তে তথাকার লোকেরা তাহার চাস করিয়া থাকে, ঐ চুমুলারি পর্ব্বত বঙ্গ দেশীয় রাজমহল ও পূর্ণিয়া হইতে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, ইহার গঠন অতিশয় সুদৃশ্য, এবং উক্ত দুর্গের নিকটস্থ পর্ব্বতে ও তাবৎ ক্ষেত্র ভূমিতে হরিণ কালসার, খরগোস, ও যাহার লোম দ্বারা শাল বস্ত্র প্রস্তুত হয় সেই ছাগ, এবং গো সকল ও নানা প্রকার পক্ষী আগমন করে, কিন্তু কথিত আছে, যে এ স্থানে হিমের আতিশয্য হেতুক উক্ত পশু পক্ষী সকল অনাবৃত স্থানে থাকিলে অবশ্যই নষ্ট হয়, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে চিন দেশীয় লোকেরা ত্রিবৃত দেশের দক্ষিণাংশে ভূতান রাজ্যের নিকটে এক সৈন্যাগার স্থাপিত করাতে বঙ্গদেশীয় লোকের সহিত এই দুর্গের উত্তর রাজ্যের যে বাণিজ্য ছিল, সে বন্ধ হইয়াছিল। ৩২০ ॥

পিরোত্তম ॥ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে ও হয়দরাবাদের ১১৮ ক্রোশ দক্ষিণে এক বনময় দেশ মধ্যে পিরোত্তম নামে এক গ্রাম আছে, তথা প্রায় চুনশুয়ার জাতীয়েরা বাস করে, ইহার নিকটস্থ যে পর্ব্বত সে কৃষ্ণ বর্ণ কিন্তু তাহাতে রক্ত বর্ণের ও ঈষদাভা দৃষ্ট হয়, এই পর্ব্বতে পূর্ব্বকালে যে হীরক উৎপন্ন হইত, সে কদাচিৎ প্রাপ্য ও তাহার আসাদনে অধিক পরিশ্রম অপেক্ষা করে, তন্নিমিত্তে বহুকাল হইল, ঐ কর্ম্মরহিত হইয়াছে, এ স্থানের এক দেবালয়ে মেলিকারজী নামক এক দেবতা স্থাপিত আছে, তথাকার লোকেরা ঐ দেবালয়ের স্থান বিশেষে এক থান চতুষ্কোণ বৃহৎ পিত্তল সংস্থাপন করিয়াছে, তাহার আভা ঐ দেবতায় সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহাকে তেজোময় দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তিনি এক লিঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন, এ স্থানে তীর্থ যাত্রি দ্বারা যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা এ দেবালয়স্থ এক অধ্যক্ষ দ্বারা সংগ্রহ হইয়া থাকে, উক্ত দেবতা ভিন্ন এ গ্রামে বুদ্ধারেম্ব সংজ্ঞক প্রভৃতি নানা দেবমূর্ত্তি আছে। ৩২১ ॥

পিলিবিত ॥ দিল্লী প্রদেশে বরেলি নামক স্থানের ৩৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ঐ বরেলি সম্মৃক্ত পিলিবিত নামক এক নগর আছে, এ স্থানে রোহিলা দিগের রাজ্যকালে যথেষ্ট বাণিজ্য হইত, এবং হাফেজ রহমত কর্ত্তৃক ৪ ক্রোশ পরিসর এক পুরী নির্ম্মিত হওয়াতে এ নগরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, আলমোরার পর্ব্বত হইতে এ স্থানে সোহাগা, আলকাতরা, মোম, মধু এবং গাছড়া ইত্যাদি আনীত হয়, অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এ নগর অধিকৃত হইলে, ইহার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে পুনর্ব্বার উন্নতি হইয়াছে। ৩২২ ॥

পুণ্য ॥ বিজয়পুর প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় পেসওয়ার পুণ্য নামে এক রাজধানী নগর আছে, এ নগর ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে ও বোম্বাই হইতে ১০০ ক্রোশ এবং সমুদ্র তীর হইতে ৭৫ ক্রোশ অন্তর হইবেক, পুণ্য নগরের নামের যাদৃশ গৌরব বস্তুত তদ্রূপ নহে, কেননা ইহার ব্যাস ২ ক্রোশ এবং পারিপাট্য রূপে স্থাপিত নহে, ও অনাবৃত স্থান অর্থাৎ কোন প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ নাই, এ স্থানে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ ২ অনেক গৃহ আছে, কিন্তু ইষ্টকালয় সকল অতিশয় অনু ত্তম যেহেতু বৃষ্টিপাত দ্বারা তাহার চূর্ণকাদি ক্ষরিত হইয়া পড়ে কিন্তু তথা যে হট্ট আছে, তাহাতে তাবৎ দ্রব্যাদি সুলভ, এ নগ রের প্রাচীন রাজপুরী অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, সেই প্রাচীরে চারি মন্দির আছে, কিন্তু গমনাগমনের নিমিত্তে এক পথ ভিন্ন পথান্তর নাই, উক্ত পুরীতে পেসওয়ার মাতা স্বপরিবারে বাস করেন, তদ্ভিন্ন নগরের মধ্যে তাহার আর এক বাস স্থান আছে, পার্ব্বতী পর্ব্বত হইতে এই নগর ও ইহার উদ্যান ও ভূম্যাদি এবং সঙ্গম নামক স্থানের ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যাগার দৃষ্ট হয়, আর এই পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রশস্ত চতুষ্কোণ স্থান আছে, পেসওয়ার রাজা প্রতি বৎসর বর্ষকালে সেই স্থানে ব্রাহ্মণ ভোজন করান, এই পুণ্য নগরে মুতানদী মুলানদীর সহিত একত্র হইয়া বিশেষ ২ অন্তরে ভীমা ও কৃষ্ণা নদীতে যুক্তা হইয়াছেন, বর্ষাকালে ঐ নদী দিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমাবধি ৭৫ ক্রোশ অন্তর বঙ্গ দেশের মহনাতে নৌকা গমন করিতে পারে, অপর পুণ্য নগর যেমত বৃহৎ তদ্রূপ তাহাতে লোকের বাহুল্য নাই, কিন্তু এক লক্ষের অধিক হইবেক, পূর্ব্বকালে দশহরা পূজার সময়ে মহা

রাষ্ট্রীর ভাগ্যবান লোকেরা বিস্তর মনুষ্য সমভিব্যাহারে এই নগরে সমাগত হইয়া উৎসব করণান্তর ধনাপহরণ নিমিত্তে নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামে গমন করিত, তৎকালে তাহারা শত্রু, মিত্র বিশেষ জ্ঞান না করিয়া ধনাদি গ্রহণে প্রবর্ত্ত হইত, পুণ্য নগর হয়দরাবাদ হইতে ৩৮৭ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ৪৪২ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৪৮৬ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ৯১৩ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে নাগপুর দিয়া গমনে ১২০৮ ক্রোশ অন্তর। ৩২৩॥

পুনাখা।। উত্তর হিন্দুস্থানের ভূতান রাজ্যে চাক্ষু নদীর পূর্ব্ব দিগে পুনাখা নামে এক নগর আছে, এ স্থান ভূতান রাজ্যের তাবৎ স্থান অপেক্ষা উত্তম, তৎপ্রযুক্ত দক্ষিণ দেশীয় নানাবিধ বৃক্ষ আনীত হইয়া অর্জ্জিত হয়, এ নগরে দেব রাজার বসতি আছে। ৩২৪॥

পুন্দরপুর।। বিজয় পুর প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বিমলা নদীর উত্তর তীরে ও পুণ্য নগরের ৮৬ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে পুন্দরপুর নামে এক নগর আছে, এ বৃহৎ নগর নহে, কিন্তু সমান ভূমির উপরে উত্তম রূপে স্থাপিত, ইহার পথ প্রশস্ত এবং তাবৎ ভাগ্যবান মহারাষ্ট্রীয়দিগের উত্তম২ গৃহ দ্বারা এ নগরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তন্মধ্যে পেসওয়ার ও তকোজী হুলকরের গৃহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদ্ভিন্ন নানাফরনাবেসির, রাস্তিয়ার, পরুষরাম ভৌএর ও সিন্ধিয়ার ও তাহার মাতার এবং অন্য২ লোকের বিস্তর প্রধান২ গৃহ আছে, এ নগরের প্রধান হট্টে স্বদেশীয় শস্য ও বস্ত্রাদি এবং ইউরোপীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্য হয়, পূর্ব্বকালা বধি এ স্থানে এক বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং ইহার দক্ষিণ দিগে উত্তম বন ও এক জলাশয় আছে। ৩২৫॥

পুরবন্দর ॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে পুরবন্দর নামে এক নগর আছে, এ স্থানে লৌহ প্রস্তুত করণার্থে বৃহৎ গৃহ আছে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে উক্ত নগরের রানা সরনজী ও কোএর হালাজীর সহিত বোম্বাই অধিপতির সন্ধি হওয়াতে এই স্থির হইয়াছিল, যে এই উভয় স্থানের লোকদিগের পরস্পর বাণিজ্য হইবেক, তাহাতে কাহার উপর কেহ দুষ্টাচরণ করিবেন না। ৩২৬ ॥

পুষ্কর ॥ আজমিয়ার প্রদেশে ও আজমিয়ার নগর হইতে ৪ ক্রোশ অন্তর পুষ্কর জলাশয় নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, তাহার নামানুসারে তৎতীরস্থ নগরের নাম ও পুষ্কর হইয়াছে, এ নগরে ঐ পুষ্কর তীর্থের নিকট এক ক্ষুদ্র সুগঠিত প্রাচীন মন্দিরে মনুষ্যের ন্যায় দীর্ঘকায় এবং চতুরানন বিশিষ্ট যোগাসনোপবেশিত ব্রহ্মার এক প্রতি মূর্ত্তি আছে, তদ্ভিন্ন সেই স্থানে নানা দিগ্‌দেশীয় রাজাগণ কর্তৃক অনেক ক্ষুদ্র২ দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয়াবতারের মূর্ত্তি যে এক সর্ব্বোচ্চ প্রধান মন্দিরে স্থাপিত ছিল, সেই মন্দির আওরঙ্গজেব বাদশাহ কর্তৃক ধ্বস্ত হইয়া এইক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়, এই পুষ্কর নগর দুই খণ্ডে বিভক্ত সে উভয় খণ্ডে ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন, এ স্থানে আকবর বাদশাহের শিক্ষক বায়রাম খাঁ কর্তৃক এক জাবনিক দেবালয় স্থাপিত আছে, তাহার নির্ম্মাণার্থে যত প্রস্তরের আবশ্যক হইয়াছিল, সে তাবৎ প্রায় সাত ক্রোশ অন্তরস্থ এক খনি হইতে খনন করিয়া আনীত হইয়াছে। ৩২৭ ॥

পূর্ণিয়া ॥ বঙ্গদেশে এক বৃহৎ দেশ ও তাহার এক প্রধান নগর পূর্ণিয়া নামে ব্যক্ত আছে, ইহার উত্তর দিগে নেপালীয় মোড়ং পর্ব্বত, দক্ষিণ দিগে মুঙ্গের ও রাজমহল, পূর্ব্ব দিগে

দিনাজপুর, পশ্চিম দিগে ত্রিহুত ও ভাগলপুর, আবুল ফজল ঐ পুর্নিয়া দেশের নাম সেরপুর ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার পরিসর ৫১১৯ ক্রোশ, এই দেশের তাবৎ ভুমি উর্ব্বরা ও নিম্ন এবং সর্ব্বত্র জল সেচনের উত্তম সুভিতা আছে, তৎপ্রযুক্ত ধান্য, সর্ষপ, কলয়, গোধূম প্রভৃতি শস্য ও নানাবিধ ফলমূলাদি জন্মে, তদ্ভিন্ন এ দেশে জাত আফিম, সোরা, গোঘৃত ও মহিষ ঘৃত যথেষ্ট স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, এ স্থানে উত্তম২ বলদ জন্মে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে উক্ত দেশে ১৪৫০০০০ প্রজা সংখ্যা করা গিয়াছিল, তন্মধ্যে সাত অংশ জবন ও দশ অংশ হিন্দু, এ স্থানে মহানদ নামে এক প্রধান নদ ও কোশা নাম্নী এক নদী আছে, আর পূর্ণিয়া ভিন্ন এ দেশের অন্য এক প্রধান নগর তাজ্রিপুর, জাফের শুজার ও আলিবরদী খাঁর রাজত্বের পর সেইফ খাঁ এ দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, এই ব্যক্তি ইং ১৭৩২ বাং ১১৩৯ শালে বাহার দেশের দিগে কোশা নদীর অতীত স্থান এবং মোড়ং পর্ব্বতের নিকটস্থ অধিকাংশ গ্রাম জয় করিয়া এ দেশ ভুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরাধিকারী সৌলত জঙ্গের মৃত্যু হইলে সৌকত জঙ্গ বল দ্বারা এ দেশ গ্রহণ করিল, ইহার নামান্তর খাদেস হোসেন খাঁ, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান নবাব কাশেমআলি খাঁ কর্ত্তৃক ঐ বলাৎকারি ব্যক্তি শাসিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। ৩২৮॥

পেগু॥ বর্ম্মাদিগের রাজত্বাধীন পেগু নামে এক নগর আছে, ইহার নামান্তর বগু, এ স্থানের যে প্রাচীন পেগু নগর সে ইদানীং দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইং ১৫৭৪ বাং ৯৮১ শালে বর্ম্মাদেশীয় আলমপ্রা রাজা হইয়া নগরস্থ দেবালয় ব্যতি

রেকে তাবদ্গৃহাদি ভগ্ন করত, পুজাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল, তৎকালে উক্ত নগর বাসী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও রাজকর্ম্মকারী এবং মুখ্য লোক সকল ঐ বাদশাহের মহোপদ্রুবে ক্লিষ্ট হইয়া তঙ্গ ও মার্ত্তাহান ও তানোমিয়ন দেশে পলায়ন করিয়াছিল. কিন্তু বর্ত্তমান রাজা মিন্দুয়াজী প্রায় ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে সেই সকল পলায়িত পুজাদিগকে স্বদেশে আনিয়া উত্তমাবাস স্থান প্রদান করিলেন, ও অনেকের গৃহাদি স্বীয়ব্যযে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এই পুজারা যে স্থানে বসতি করিল, তাহার নাম নূতন পেগু নগর হইল, এই নূতন নগর রাঙ্গুন হইতে ৯০ ক্রোশ অন্তর এবং তাহাতে ৭০০০ হাজার পুজা আছে, এই নগরের তাবৎ পথ প্রশস্ত ও প্রাচীন পেগুর ভগ্ন গৃহাদির ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, এবং নগরস্থ তাবৎ লোকের গৃহ কাষ্ঠ ও বংশাদিদ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং অগ্নিদাহের আশঙ্কাতে প্রত্যেক গৃহের নিকট একটা উচ্চ বাঁশ আছে, সেই বাঁশে বদ্ধ এক গাছ লৌহ শৃঙ্খল গৃহের সহিত এতাদৃশ রূপে যুক্ত থাকে, যে তাহা আকৃষ্ট হইবা মাত্র সেই গৃহ পতিত হয়, তাহাতে অল্পায়াসেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারা যায়, দ্বিতীয়তঃ অগ্নি নির্ব্বাণ নিমিত্তে কতিপয় লোক নিরন্তর প্রস্তুত আছে, তাহারা রাত্রিযোগে ও সর্ব্বত্র অবলোকন করত ভ্রমণ করে, উক্ত নগরস্থ সুমেদুর মন্দির অতি সুদৃশ্য ও ২৪০ হস্ত উর্দ্ধ, তথাকার ব্রাহ্মণেরা কহে যে এ মন্দির ২৩০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এই নগরের অনেক বিগ্রহ অমরাপুরের নিকটস্থ স্থানের পাষাণ দ্বারা সংগঠিত এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও দারুময় অনেক বিগ্রহ ও আছে, এই নূতন পেগুর চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামে কৃষি কর্ম্ম অল্প হয়, এবং লোকেরা বহুবিধ পশ্বাদি প্রতিপালন করে কিন্তু দুগ্ধ কিম্বা মাংস পানাহার করে না, কর

মেওলে যে প্রকার গাভী জন্মে, তদপেক্ষা এই স্থানের গাভীর খর্ব্বাকৃতি হয়, এবং হিন্দুস্থানাপেক্ষা এখানে বৃহদ্বৃহৎ মহিষ জন্মে, তদ্ভিন্ন রেশমবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়, উক্ত নগরের ৪০ ক্রোশান্তরে যে পর্ব্বত আছে, তাহাতে অতিশয় পীড়া জনক জল ও বায়ু থাকাতে সে পর্ব্বত খ্যাত হইয়াছে, নগরস্থ রাজকর্ম্মকারিরা স্বীয়২ বাস স্থানে থাকিয়া বিচারাদি করে, কিন্তু দুরূহ বিচার্য্য হইলে অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। ৩২৯॥

পেটাহান॥ উত্তর হিন্দুস্থানে নেপালীয় গুড়খালি রাজার অধিকারস্থ পেটাহান নামক এক দেশ আছে, ইহার অধিকাংশ স্থানে বন এবং সম্মুখে যে নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, সে সকল পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র২ ঝিল বহির্গত হইয়া ঐ দেশ দিয়া গমন করিয়াছে, এ স্থানে বসতি অল্প এবং পর্ব্বত ও বনের আধিক্য হেতুক ভূমির অল্পতা হইয়াছে, কিন্তু সে সকল ভূমি উর্ব্বরা। ৩৩০॥

পেদলাবালাবারম॥ মহিসুর রাজার রাজ্য মধ্যে ও শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৮৪ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে পেদলাবালা বারম নামে এক নগর আছে, বিশেষ২ দেশীয় লোক কর্ত্তৃক ইহার বিশেষ২ নাম ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তৈলঙ্গীয় লোকেরা পেদ্দাবালাপুর, কর্ণাটীয়েরা দোদা বালাপুর, ইংলণ্ডীয়রা বড় বালাপুর যবনেরা বড়া বালাপুর কহে, ইহার দুর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ কিন্তু মৃন্ময়, তাহার এক দিগে নানা উদ্যান এবং আর এক দিগে এই নগর স্থাপিত আছে, উক্ত নগর মৃন্ময় প্রাচীর ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত, তন্মধ্যে ২০০০ গৃহ আছে, এবং বাণিজ্য অল্প হইয়া থাকে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আহারীয় ফল ও

দির ক্ষেত্র এবং জলাশয় কিন্তু তথাকার ভূমি উর্ব্বরা নহে, বিজয় নগরের রাজধানী ধ্বংস হইলে মহারাষ্ট্রীয় রাম স্বামী নামক এক ব্যক্তি এ নগর স্বাধীন করিয়াছিলেন, পরে মোগল জাতীয় বাদশাহের সেনাপতি কাসিম খাঁর অধীন সৈন্যেরা জয় করিল, পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়েরা জয় করিয়া পানিপত্তের যুদ্ধ পর্য্যন্ত অধিকারী ছিল, পরে নিজাম খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমে হায়দর জয় করিল, এই নগরে টীপু শাহের অমাত্য মির সাদক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৩১ ॥

পেসাওয়ার ॥ কাবুল দেশে তদ্দেশীয় কামে নামক নদীর দক্ষিণে ও সিন্ধু নদীর ৪০ ক্রোশ পশ্চিমে আফগানদিগের পেসাওয়ার নামে এক বৃহৎ নগর আছে, তাহাতে যথেষ্ট বসতি কিন্তু সে স্থান নিম্ন, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে জলাশয় আছে, তৎ প্রযুক্ত অতিশয় পীড়াকর স্থান হইয়াছে, এবং গ্রীষ্মকালে অতিশয় গ্রীষ্ম হয়, সিন্ধু নদীর তীর হইতে এ স্থানের দক্ষিণ পশ্চিম দিগ দিয়া এক পথ আছে, এবং আকোরা নামক স্থানের অতীত যে সকল স্থান আছে, তথা প্রস্তর ও বালুকাময় ভূমি কিন্তু সে অবধি পেসাওয়ার পর্য্যন্ত স্থানে ২ কৃষি কর্ম্ম হয়, এই নগর আকবর বাদশাহ্ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি এ নগরে আফগানদিগের বাণিজ্য কর্ম্মকরণে অনভিমত জানিয়া পঞ্জাব দেশের লোক সমূহকে যথোচিত ধন প্রদান করত সে স্থানে বাস করাইয়াছিলেন, এ নগরে হিন্দু ও জবন ও এহুদিরা বাস করে, আর এ স্থানে যত সংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আছে, তন্মধ্যে শাল বস্ত্র ব্যবসায়ী অধিক, এ নগরের হট্টে খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। ৩৩২ ॥

পোলুনসাহ্‌॥ হায়দরাবাদ রাজ্যে রাজামন্ত্রি নামক স্থানের ৭০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে পর্ব্বতোপরি প্রায় ৪ ক্রোশ প্রশস্ত নিজামের অধীন পোলুনসাহ্‌ নামে এক নগর আছে, তন্মধ্যস্থ যে দুর্গ তাহার বিস্তার প্রায় ৬০০ হস্ত হইবেক, এই দুর্গের প্রত্যেক কোণে এক২ বৃহৎ মন্দির আছে, এবং তন্মধ্যে গভীর খাত বেষ্টিত এক গৃহ্‌ আছে, এ স্থান বলবন্ত এমত বিবেচিত হয়, কিন্তু তথা অত্যন্ত শিশির পতিত হইয়া থাকে, এই নগরে বসতি অনেক তন্মধ্যে যে সকল দুঃখি তৈলঙ্গীয়েরা বাস করে, তাহারদিগের কুটির গৃহ্‌, এই স্থানে তলওয়ার, বড়শা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং তথাকার রাজার যুদ্ধ বিষয়ক ৬ টা পিত্তলের কামান আছে। ৩৩৩॥

প্লাসি॥ বঙ্গদেশে মোরসিদাবাদের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে নবদ্বীপ সম্পৃক্ত প্লাসি নামে এক নগর আছে, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে কলনেল ক্লাইব সাহেবের অধীন ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ২০০০ হিন্দু সৈন্য একত্র হইয়া নবাবের ৫০০০০ পদাতিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল। ৩৩৪॥

ফতেপুর॥ আগরা প্রদেশে ও আগরা নগর হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে আকবর বাদশাহের স্থাপিত প্রস্তরময় প্রাচীর বদ্ধ ফতেপুর নামে এক নগর আছে, ইহার নিকটবর্ত্তী এক শুভ্রবর্ণ পর্ব্বতের প্রস্তর দ্বারা উক্ত নগরের প্রাচীর ও গৃহাদি সকল নির্ম্মিত হয়, বোধ হয় না যে এ স্থানে কোন কালে ঘনরূপে বসতি ছিল, এবং এইক্ষণে ইহার যে স্থানে বসতি আছে, সে অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, ঐ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে সাহ্‌ সলিম চিস্তির এক মৃতাগার আছে, তাঁহার স্বস্ত্যয়ন দ্বারা

আকবর বাদশাহের স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া এক পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ যোগির সম্মানার্থে এই জাত বালকের নামও সলিম সংস্থাপিত হইল, পশ্চাৎ তিনি হিন্দুস্থানের সিংহাসনোপবেশন করিলে জাঁহাঙ্গির বাদশাহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ৩৩৫ ॥

ফররুকাবাদ ॥ আগরা প্রদেশে যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনা নদী সম্মীলন পূর্ব্বক এক বাহিনী হইয়াছেন, তাহার নিকটে অর্থচ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অযোধ্যার নবাবের রাজ্য মধ্যবর্ত্তী ফররুকাবাদ নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, প্রায় ১০০ বৎসর হইল, পাঠান জাতি কর্তৃক এ দেশ স্থাপিত হয়, ঐ পাঠানেরা উক্ত নবাবকে কর প্রদান করত কর্ত্তৃত্ব করিত, কিন্তু ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে ঐ দেশ ইংলণ্ডীয়রা অধিকার করাতে ঐ কর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিতে হয়, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ঐ দেশে ১৮০০০০ টাকা উপস্বত্ব হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারের প্রাক্কালে এ দেশ অতিশয় ঔৎপাতিক ছিল, প্রায় সর্ব্বদা মনুষ্য সকল নষ্ট হইত, তন্নিমিত্তে তথাকার লোকেরা সায়ংকালের পরে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিতে অত্যন্ত শঙ্কা করিত কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে এ দেশের ঐ সকল দুরাত্মা হন্তারকেরা শাসিত হইয়াছে। ৩৩৬ ॥

ফলতা ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে ফলতা নামক এক বৃহৎ গ্রাম আছে, এ স্থান কলিকাতা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সমরেখায় ২০ ক্রোশ অন্তর কিন্তু জলপথে গঙ্গার বক্রতা প্রযুক্ত অধিক দূর হইতে পারে, এ স্থানের জলমগ্ন মৃত্তিকা হইতে নির্গক্ষিপ্ত নঙ্গর উত্থিত করণ অতি দুষ্কর তন্নিমিত্তে সমুদ্রের স্রোত ও তরঙ্গ ভয়ে অনেক জাহাজ এ স্থানে রক্ষিত হয়। ৩৩৭ ॥

ফৈজাবাদ ॥ অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ণৌ হইতে ৮০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে ও গগরা নদীর দক্ষিণ তীরে ফৈজাবাদ নামে এক নগর আছে, শুজাউদ্দৌলার রাজ্যকালে এ নগরে তাহার রাজধানী ছিল, পরে তাহার পুত্র এ স্থানের রাজকর্ম্ম লক্ষ্ণৌ নগরে সংস্থাপন করিল, ঐ ফৈজাবাদে অদ্যাপি শুজাউদ্দৌলার গৃহ ও এক দুর্গের ভগ্ন চিহ্ন আছে, এ নগর অতি বৃহৎ এবং এ স্থানে যথেষ্ট বসতি আছে, কিন্তু প্রায় তাবতেই দৈন্য, যৎকালীন এ স্থানের রাজকীয় কর্ম্ম লক্ষ্ণৌ নগরে স্থাপিত হইল, তৎকালে নগরস্থ ভাগ্যবান্ লোকেরা ও সেই স্থানে গিয়া বাস করিল, এই ফৈজাবাদ নগরের এক পার্শ্বে অযোধ্যা, তথা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩৩৮॥

বক্সার ॥ বাহার দেশে গঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে সাহাবাদ নগর সংযুক্ত বক্সার নামক এক নগর আছে, ইহার দুর্গ বৃহৎ নহে, এবং এইক্ষণে তাহার হ্রাসাবস্থা হইয়াছে, ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে এ নগরে ইংলণ্ডীয়দিগের সর হেক্তর মনরোর অধীন সৈন্যরা আসফউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল, তাহাতে পরাভূত সৈন্য সকল এ নগর হইতে পলায়ন করত কতিপয় সৈন্য এক নালাপার হওনে জলমগ্ন হইল, এবং অল্পাবশিষ্ট সৈন্যরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত দ্বারা কাল প্রাপ্ত হইল, এ নগর বারাণসী হইতে ৭০ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে মোরিসদাবাদ দিয়া গমনে ৪৮৫ ক্রোশ, কিন্তু বীরভূমি দিয়া গমনে ৪০৮ ক্রোশ হইবেক। ৩৩৯॥

বগলানা ॥ আওরঙ্গাবাদে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য মধ্যে বগলানা নামক এক বৃহদ্দেশ আছে, তথা অনেক পর্ব্বত তথাচ মধ্যে২ অনেক উর্ব্বরা ভূমি ও আছে, এ স্থানের তাবৎ

দুর্গ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং তথাকার লোকেরা অতিশয় বলবিশিষ্ট তৎপ্রযুক্ত বোধ হয় যে দক্ষিণ দেশস্থ মোগল জাতীয় কোন বাদশাহ কর্তৃক এ স্থান প্রকৃত রূপে জিত হয় নাই, এ স্থানের প্রধান নগর চাণ্ডিয়ার, তারাবাদ, ও ইঙ্গা, এ সকলের প্রশংসাসূচক কোন বৃত্তান্ত নাই, তথা যে সকল নদী আছে, সে তাবৎ ক্ষুদ্র, আওরঙ্গজেব বাদশাহ এই নগরের রাজাকে অতিশয় শাসন করিয়া ওঁ রীতি ক্রমশঃ কর গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইং ১২৯৬ বাং ৭০৩ শালে আলাউদ্দিন বাদশাহের রাজ্য কালীন এ নগরে প্রথম জবনাধিকার হয়, পরে ইং ১৫০০ বাং ৯০৭ শালে কোন রাজা কর্তৃক এ নগর শাসিত হইত, তিনি আহমদ নগরের নিজামসাহ কুলোদ্ভবকে কর প্রদান করিতেন, তৎপরে উক্ত নগরে দিল্লীর বাদশাহ গণের নাম মাত্র অধিকার হইয়াছিল, পরে মহারাষ্ট্রীয় শিবজী অধিকার করিল। ৩৪০॥

বঙ্গদেশ ॥ ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশ নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে, ইহার উত্তর সীমা ভূতান ও নেপাল দেশ, দক্ষিণ সীমা বঙ্গদেশীয় সমুদ্র মহনা, পূর্ব্ব সীমা আশাম ও আবা রাজ্য, পশ্চিম সীমা বাহার দেশ, যদ্যপি মেদিনীপুর এই দেশ মধ্যে ধৃত হয়, তবে ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ৩৫০ ক্রোশ এবং প্রস্থ ৩০০ ক্রোশ হয়, আবুল ফজল কর্তৃক ব্যক্ত আছে, যে যৎকালীন উড়িস্যা রাজ্য বঙ্গদেশে ভুক্ত ছিল, তৎকালীন দীর্ঘ ৪৩ ক্রোশ ও প্রস্থ ২০ ক্রোশ অধিক হইয়াছিল, এ দেশের অন্তঃপাতি ২৪ সরকার ও ৮৭ খণ্ড আছে, ঐ ২৪ সরকারের নাম এই ২ ঔদম্বর অর্থাৎ টাণ্ডা, জেনতাবাদ, ফতেবাদ, মহম্মদাবাদ, খালিফাবাদ, বোকলা, পূর্ণিয়া, তাজিপুর, গোরাঘাট, পিঞ্জারা, বারবক্কাবাদ, বাজুহা, স্বর্ণগ্রাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, সরিফাবাদ, সলিমাবাদ,

সপ্তগ্রাম, মাদরণ, জলেশ্বর, ভদ্রুক, কটক, কলংভনপত, রাজি মাহিন্দ্র, তন্মধ্যে জলেশ্বরাদি পাঁচ সরকার উড়িস্যা ভুক্ত, উক্ত ব্যক্তি আইন আকবরীতে উড়িস্যা ও কটক বঙ্গদেশ ভুক্ত লিখিয়া ছিলেন, ইহা ঐ ২৪ সরকার দর্শন প্রমাণে প্রামাণ্য হয়, এই দেশ ও ইহার নিকটবর্ত্তী বাহার দেশ এই উভয় দেশের বিস্তার ১৪৯২১৭ ক্রোশ কিন্তু বারাণসী শুদ্ধা একত্র করিলে ১৬২০০০ ক্রোশ হইবেক, অনেকানেক বিজ্ঞ লোক দ্বারা পরিমিত হইয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে, যে ঐ সমুদয় ভূমির ২৪ অংশের ৩ অংশ নদী ও খাল, এবং মরু ও নিরংশী ভূমি ৪ অংশ, নগর গ্রাম, ও রাজপন্থা ও পুষ্করিণী ইত্যাদি ১ অংশ, নিষ্কর ভূমি ৩ অংশ, ক্ষেত্র ভূমি ৯ অংশ, পতিত ভূমি ৪ অংশ, পূর্ব্ব কালে এই দেশে যত ভূমিপতি ছিল, তাহারা প্রায় তাবতেই কায়স্থ জাতি, তৎকালে এ স্থানে ১৪৯৬৬১৪৮২ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইত, এ দেশের মধ্যে যে স্থান বঙ্গ অথবা বাঙ্গালা নামে খ্যাত সে স্থান গঙ্গার বন্যাতে প্লাবিত হয়, এবম্বিধ এই বঙ্গ দেশস্থ যে সকল ভূমিতে বন্যা জল উত্থিত হয় সেই সকল ভূমি উর্ব্বরা হইয়া তাহাতে যথেষ্ট ধান্য জন্মে, সেই ধান্য তাবৎ দক্ষিণ দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত দেশের স্থানে২ শিশির পতিত হইয়া শস্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক হয়, এ দেশে ধান্য, যব গোধূম, কলয়, মটর, তিল, মসীনা, সর্ষপ, প্রভৃতি শস্য এবং নারিকেল, নীল, তূতফল, পোস্ত বৃক্ষ, তাম্রকূট, চিনি ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, উক্ত শস্য সকল রোপণাদির বিশেষ২ সময় নির্দ্ধারিত আছে অর্থাৎ কৃষকেরা এক বৎসরে দুই বার ধান্য প্রাপ্তীচ্ছাতে এক প্রকার ধান্য বর্ষকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারে এমত বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সময়ে

রোপণ করে, এবং আর এক প্রকার ধান্য ঐ বর্ষাকালে রোপণ করত শীতকালে তাহার পক্বতা দেখিয়া ছেদন করে, তদ্ভিন্ন যব, ও গোধূম উক্ত দ্বিতীয় প্রকার ধান্য রোপণ সময়ে রোপিত হইয়া বসন্ত কালারম্ভে পরিপক্ক হয়, এবং কলয়, মটর, ও পায়রামটর, এই তিন শস্য ভিন্ন ২ সময়ে রোপণ করিয়া শীত কালে ছেদন করে, অপর আমেরিকা দেশ ব্যক্ত হওনের পূর্ব্ব কালে ইউরোপে ও ভারতবর্ষে তামুকূট অপ্রাপ্য ছিল, জাঁহাঙ্গির বাদশাহের রাজ্য কালে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে উক্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন, তৎকালে ইহার নাম কাষ্ঠ মদরিকা ছিল, এইক্ষণে তামাকু বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতে ইহার কোন সংজ্ঞা নাই, এই বঙ্গদেশে এতাদৃশ বালুকাময় ভূমি আছে, যে তাহাতে শস্যোৎপন্ন করণাভিপ্রায়ে ৩০ বৎসর পরিশ্রম করিলে ও শস্যাদি না হইয়া শ্রম নিরর্থক হয়, এই বঙ্গ দেশে প্রায় মহামারী হইত তন্মধ্যে ইং ১৭৭০ বাং ১১৭৭ শালে এই বঙ্গদেশে যত লোক ছিল, সেই বৎসরে এক মহামারী হইয়া তাহার পাঁচ অংশের একাংশ লোক নষ্ট হয়, এবং ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালের আর এক প্রবল মহামারীতে অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়, পশ্চাৎ ইং ১৭৮৭ বাং ১১৯৪ শালের অত্যন্ত জলপ্লাবনে এবং ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে মন্বন্তর হইয়া অনেক লোক সংহার হইয়াছিল, তথাচ ইং ১৭৮৯ বাং ১১৯৬ শালে বঙ্গ ও বাহার দেশে ২২০০০০০০০ লোক গণিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে সর উইলেম জোন্স চব্বিশ কোটি সংখ্যা করেন, এবং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালের সংখ্যাতে ৩২০৯২৭৫০০ ও ইং ১৭৯৩ বাং ১২০০ শালে মেং কোলব্রুক সম্পূর্ণ মনো

যোগ দ্বারা যে গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে বারাণসী শুদ্ধা ২৭০০০০০০০ কোটি লোক নিশ্চয় হইয়াছিল, পরন্তু কালিক ওমর আপনার রাজত্ব কালীন মোগল ভিন্ন বঙ্গ দেশস্থ তাব লোকের প্রতি কর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছিল, এবং হিন্দুস্থানের কোন২ বাদশাহ হিন্দুরা জবন ধর্ম্মাবলম্বী নহে, এই নিমিত্তে কেবল হিন্দু জাতীয় মনুষ্যের প্রতি রাজস্ব স্থির করিয়াছিল, কিন্তু আকবর বাদশাহ তাহা নিবারণ করেন, তৎপরে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়া পুনর্ব্বার তদ্রূপ কর গ্রহণে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল না, এবং কোন২ বাদশাহ ব্রাহ্মণ তপস্বী ভাট কবী ভিক্ষুক ও রাজকর্ম্মকারী প্রভৃতি লোকদিগকে অনেক ভূমি নিষ্কর রূপে দান করিয়াছিলেন, ইং ১৭৯০ বা ১১৯৭ শালের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যত টাকা রাজস্ব নিরূপিত ছিল, তাহার অর্দ্ধেক টাকা রাজশাহী বর্দ্ধমান দিনাজপুর, নদীয়া বীরভূমি ও কলিকাতা এই কএক স্থানে সংগৃহীত হইত, ইদানীং উক্ত দেশ বাকরগঞ্জ বীরভূমি বর্দ্ধমান চট্টগ্রাম হুগলি যশোহর ময়মন সিংহ মোরসিদাবাদ নদীয়া রাজসাহী রঙ্গপুর পূর্ণিয়া শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ও চব্বিশ পরগণা এই পঞ্চ দশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে কলিকাতা মোরসিদাবাদ ও ঢাকা এই তিন প্রসিদ্ধ নগর এবং এই দেশে হুগলি ভগবানগোলা নারায়ণগঞ্জ কাসিমবাজার নদীয়া মালদাহ মঙ্গলঘাট ইত্যাদি প্রধান২ বাণিজ্য স্থান আছে- বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন, তাহার রাজধানী নবদ্বীপে ছিল, ইং ১২০৩ বাং ৬১০ শালে দিল্লীর বাদশাহ কতবদ্দিনের রাজ্যকালে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী বঙ্গদেশ জয় করণার্থে আগমন করণা নন্তর কৃত কার্য্য হইয়া লক্ষ্মণ সেনকে রাজ্য হইতে বহিষ্করণ

করত নবদ্বীপের রাজধানী গৌড় নগরে সংস্থাপন করিল, উক্ত রাজা লক্ষ্মণ সেন শ্রীশ্রী ৺ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, যাবনিক পুস্তকে লিখে যে মুসলমানেরা এক বৎসর মধ্যে বঙ্গ দেশের সমুদয় স্থান জয় করে, ঐ বক্তিয়ার খিলজীর আগমনাবধি ই° ১৩৪০ বা° ৭৪৭ শাল পর্য্যন্ত তদ্রূপে দিল্লীর বাদশাহ্ গণের প্রেরিত নবাবেরা বঙ্গ দেশের অধ্যক্ষ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিল, পরে ফকীরদ্দিন নামক এক ব্যক্তি আপন নবাবকে নষ্ট করিয়া বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য করত অল্পকালের মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হইলে ই° ১৩৪৩ বা° ৭৫০ শালে এলাইশ খাঁর রাজ্য হইল, এবং ই° ১৩৫৮ বা° ৭৬৫ শালে সেকন্দরসাহ্ বাদশাহ্ হইয়া আপন পুত্রের সহিত যুদ্ধ করত প্রাণ ত্যাগ করিল, ই° ১৩৬৭ বা° ৭৭৪ শালে গয়াসদ্দিন বাদশাহ্ হইল, এই ব্যক্তি আপন ভ্রাতা গণের চক্ষুরুৎপাটন করিয়াছিল, ই° ১৩৭৩ বা° ৭৮০ শালে সোলতান আস্‌লাতিন বাদশাহ্ হয়, ইহার রাজত্বের পরে ই° ১৩৮৩ বা° ৭৯০ শালে সমসদ্দিন বাদশাহ্ হইয়া রাজা কংশ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত ও বিনষ্ট হইলে ই° ১৩৮৫ বা° ৭৯২ শালে ঐ রাজা বঙ্গ দেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং ই° ১৩৯২ বা° ৭৯৯ শালে উক্ত রাজার পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া জবন ধর্ম্ম আশ্রয় করত চেতমল জালালদ্দিন নামে খ্যাত হইয়াছিল, ই° ১৪০৯ বা° ৮১৬ শালে মহম্মদ খাঁ বাদশাহ্ হয়, ই° ১৪২৬ বা° ৮৩৩ শালে নাসের সমহ্ আপন পুত্র দ্বারা বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ হইয়াছিল, ই° ১৪৫৭ বা° ৮৬৪ শালে বারবেক সাহ্ বাদশাহ্ হইয়া সময়ানুসারে

এবিসিনীয় ক্রীত দাস এবং কাফ্ জাতীয় মনুষ্যদিগকে সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, ইং ১৪৭৪ বাং ৮৮১ শালে উক্ত বাদশাহের পুত্র আপন পিতৃব্য দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হইল, ইং ১৪৮২ বাং ৮৮৯ শালে ফতেশাহ্ বাদশাহ হইলে তাহার মুস্কমুক্ত অর্থাৎ ছিন্ন পুংস্ত ভৃত্যেরা তাহাকে নষ্ট করত এক জন দেশাধিপতি হইয়া শাহজাদা নামে খ্যাত হইল, এই ব্যক্তি আট মাস রাজ্য করিয়া ইং ১৪৯১ বাং ৮৯৮ শালে গুপ্তাঘাতে নষ্ট হইল, এই বৎসরে ফিরোজ শাহ্ হাবসি নামক এক জন ক্রীত দাস আপন পুত্রের বাহুবলাশ্রয়ে বঙ্গদেশ অধিকার করিল, ইং ১৪৯৪ বাং ৯০১ শালে মহম্মদ শাহ্ বাদশাহ হইলে তাহার মন্ত্রী তাহাকে নষ্ট করত ইং ১৪৯৫ বাং ৯০২ শালে আপনি সিংহাসনাভিরূঢ় হইয়া কোন যুদ্ধে কাল প্রাপ্ত হইল, এই ব্যক্তি অতিশয় নির্দয় ও দুরাত্মা ছিল, ইং ১৪৯৯ বাং ৯০৬ শালে সৈয়দহোসেন শাহ্ বাদশাহ্ হইয়া এবিসিনিয়ার সৈন্যদিগকে পদচ্যুত করাতে তাহারা দক্ষিণ দেশে ও গুজরাটে গমন পুর্ব্বক সিদিশ নামে খ্যাত হইল, এবং এই বাদশাহ্ কামরূপ ও আশাম দেশের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অতিশয় অপমান গ্রস্ত হইয়াছিলেন, ইহার পুত্র নসিরৎ সাহ্ ইং ১৫২০ বাং ৯২৭ শালে উত্তরাধিকারী হইয়া আপনার পুংস্ত রহিত ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক গুপ্তাঘাতে হত হইল, পশ্চাৎ তাহার পুত্র ফিরোজ সাহ্ সেই সিংহাসনে উপবেশন করত তিন মাস রাজ্য করিলে তাহার পিতৃব্য তাহার প্রাণ নষ্ট করিল, ইং ১৫৩৩ বাং ৯৪০ শালে মহম্মদ শাহ্ দেশাধিপতি হইয়া ইং ১৫৩৮ বাং ৯৪৫ শালে আফগান জাতীয় সেরশাহ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াতে বঙ্গ দেশের স্বাধীন বাদশাহের পরিশেষ

হইল, ঐ মহম্মদশাহের সাহায্য নিমিত্তে ইং ১৫৩৬ বাং ৯৪৩ শালে পোর্ত্তুগিশ দিগের নয় জাহাজ পোর্টুগেল হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত না হওয়াতে কার্য্য সিদ্ধি হইল না, সুতরাং ঐ সেরশাহের অধিকারাবধি বঙ্গদেশ দিল্লীর সিংহাসনাধীন হইল, এবং ইং ১৫৭৬ বাং ৯৮৩ শাল পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারিরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিল, তৎপরে আকিবর বাদশাহের সেনাপতি কর্ত্তৃক এ দেশ জিত হয়, এবং ইং ১৫৮০ বাং ৯৮৭ শালে রাজা তুদ্‌রমল অধিকার করাতে এই বঙ্গদেশ মোগল রাজ্যাধীন হইয়া এক সুবা হইল, মোগল জাতির রাজ্য কালাবধি যে সকল লোক বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ ইং ১৫৭৬ শালে খাঁ জাঁহান, ইং ১৫৭৯ শালে মোজাফ্ফুর খাঁ, ইং ১৫৮০ শালে রাজা তুদর মল, ইং ১৫৮২ শালে খাঁ আজিম, ইং ১৫৮৪ শালে শাহবাজ খাঁ, ইং ১৫৮৯ শালে রাজামান সিংহ, ইং ১৬০৭ শালে জাঁহাঙ্গির কুলি, ইং ১৬০৮ শালে সেখ ইসলাম খাঁ, ইং ১৬১৩ শালে কাসিম খাঁ, ইং ১৬১৮ শালে এব্রেহেম খাঁ, ইং ১৬২২ শালে শাহাজাঁহান, ইং ১৬২৫ শালে খালিজাদ খাঁ, ইং ১৬২৬ শালে মকররম খাঁ, ইং ১৬২৭ শালে ফেদে খাঁ, ইং ১৬২৮ শালে কাসিম খাঁ জোবঙ্গ, এই সকল লোক ক্রমানুযায়িক নবাব হইয়াছিলেন, ইং ১৬৩২ বাং ১০৩৯ শালেআজিম খাঁ নবাব হয়, এই নবাব কর্ত্তৃক ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শালে ইংলণ্ডীয়েরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আজ্ঞাপিত হইয়া পিপলি নামক স্থানে বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লির শাহ জাঁহান বাদাশহের আজ্ঞাক্রমে তাহা ধ্বংস হইয়া তথা এক কারা

গার স্থাপিত হইল, ইং ১৬৩৯ বাং ১০৪৭ শালে শাহ জাঁহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা, যিনি আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা ছিলেন, তিনি সিংহাসনাভিষিক্ত হয়েন, ইং ১৬৪২ বাং ১০৪৯ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্য বিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ মেং ডে, সাহেব, যে ব্যক্তি তৎকালে মান্দরাজে বাস করিতে ছিলেন, তিনি বালেশ্বরে গমন করিয়া তথা বাণিজ্যাগার স্থাপিত করণের অনুমতি প্রার্থনা সূচকএক পত্র ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, ইং ১৬৫৬ বাং ১০৬৩ শালে ইংলণ্ডীয়েরা নানা উপদ্রবে ক্লেশিত হইয়া এবং ধনাপচয় বোধ করিয়া আপনারদিগের বঙ্গদেশস্থ তাবৎ বাণিজ্যাগার বন্ধ করিল, ইং ১৬৬০ বাং ১০৬০ শালে মিরজোমলা বঙ্গ দেশাধ্যক্ষ হইলেন, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে শাএস্তা খাঁ, এই ব্যক্তি আরাকেন দেশীয় মগেরদিগকে সন্দিব উপদ্বীপ হইতে বহিষ্করণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার রাজ্য কালীন ফ্রান্স ও ওলন্দাজেরা বঙ্গদেশে আগ মন করত বসতি করিল, ইং ১৬৭৭ বাং ১০৮৪ শালে ফেদে খাঁ, ইং ১৬৭৮ বাং ১০৮৫ শালে আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সোলতান মহম্মদ আজিম, ইং ১৬৮০ বাং ১০৮৭ শালে পূর্ব্বোল্লেখিত শাএস্তা খাঁ পুনর্ব্বার বঙ্গদেশের নবাবের পদে নিয়োজিত হয়, এই বৎসরে মেং জব, চারনাক পুনর্ব্বার কাসিম বাজারে বাণিজ্যাগার করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৬৮১ বাং ১০৮৮ শালে ইংলণ্ডীয়রা মান্দরাজের ও বঙ্গ দেশের বাণিজ্য করণে লিখন পঠনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন, ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে এতদ্দেশীয় ফৌজদার অর্থাৎ সৈন্যাধিপতির।সহিত ঐ সাহেবের কিঞ্চিৎ অসূয়া হওয়াতে তিনি হুগলি হইতে সুতানুটীতে গমন করিলেন, পরে ইং

১৬৮৯ বা‍ং ১০৯৬ শালে এব্রেহেম খাঁ নবাব হইল, ইং ১৬৯৩ বাং ১১০০ শালে মেং জব চারনক বাণিজ্য বিষয়ক কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া পর লোক প্রাপ্ত হইলে, মেং আইয়র তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, তৎকালে ইংলণ্ডীয়রা ঐ সুতানুটীতে থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন, ঐ শালে গোলডিসবরা ইংলণ্ড হইতে তাহার দিগের বঙ্গ দেশস্থ তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিয়োগ হইয়া এ দেশে আগমনানন্তর ইং ১৬৯৪ বাং ১২০১ শালে তাহার মৃত্যু হওয়াতে ঐ মেং আইয়র তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৬৯৬ খাং ১১০৩ শালে শুবা সিংহ ঐ এব্রেহেম নবাবের বিদ্রোহী হওয়াতে চুঁচুঁড়া নিবাসি ওলন্দাজেরা ও চন্দ্র নগরের ফ্রান্সরা এবং সুতানুটীর ইংলণ্ডীয়েরা স্ব২ বাণিজ্যাগার রক্ষার স্তম্ভিতা করণে ঐ নবাবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, নবাব সম্মত হইলেন, পরে তাহারা উত্তম প্রাচীর দ্বারা স্বকীয়২ স্থান বদ্ধ করিল, তথাচ ওলন্দাজদিগকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইং ১৭৯৭ বাং ১১০৪ শালে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসান, এই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় লোকের দত্ত কোন বহু মূল্যের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে তাহারদিগকে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন নগর ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন এই দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ মেং আইয়র সাহেব ছিলেন, তিনি ঐ সুতানুটীতে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশীয় উইলেম বাদশাহের সম্মানার্থে দুর্গের নাম ফোর্ট উইলেম ব্যক্ত করিলেন, ইং ১৭০৪ বা ০১১১১ শালে মোরসদ কুলি ইহার নামান্তর জাফের খাঁ, এই ব্যক্তি নবাব হইয়া সেই বৎসরে মোরসিদাবাদ বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রযুক্ত ঢাকার রাজ

ধানী তথা সংস্থাপন করিলেন, এবং তিনি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এ স্থানের রাজস্ব বিষয়ের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ অবধি এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্য দিল্লীর বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করিতেন, ইং ১৭০৬ বাং ১১১৩ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের বঙ্গ দেশস্থ তাবৎ স্থানের বাণিজ্য কর্ম্মাদি কলিকাতায় আনীত হইল, তৎকালে ঐ দুর্গ মধ্যে কেবল ১২৯ জন সৈন্য ছিল, ইং ৪৭২৫ বাং ১১৩২ শালে ঐ মোরসোদ কুলির জামতা শুজাউদ্দিন আপন পুত্র দ্বারা দেশাধিকারী হইল, ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে সরফরাজ খাঁ নবাব হইয়াআলিবরদির যুদ্ধে বিনষ্ট হইলেন, পরে ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালে ঐ আলিবরদি নবাব হইয়া যে কএক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন বৎসরে রাজস্বের অল্পাংশ ও দিল্লিতে প্রেরণ করেন নাই, ইং ১৭৪৬ বাং ১১৫৩ শালে আহম্মদশাহ আবদালি কর্তৃক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হইলে, এবং তাহার পর বৎসরে মহম্মদ শাহ লোকান্তর গমন করিলে দিল্লির সিংহাসনাধীন মোগলদিগের রাজত্ব প্রায় পরিশেষ হইল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে ঐ মহম্মদ শাহের পৌত্র সিরাজউদ্দৌলা নিষ্কণ্টকে বঙ্গদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক আষাঢ় মাসে কলিকাতা অধিকার করত এক গৃহে ১৪৬ মনুষ্য বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল ২৩ জন জীবিত ছিল, উক্ত নবাব এই বঙ্গদেশ অধিকার করণের নিমিত্তে দিল্লির বাদ শাহের কোন সহায়তা প্রাপ্ত হয়েন না, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা ও করেন নাই, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে এডমিরেল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব সাহেব ঐ কলিকাতা পুনর্ব্বার অধিকার করত আষাঢ় মাসে প্লাসি নামক

স্থানে উক্ত সেরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, পরে শ্রাবণ মাসে ঐ নবাব আপন উত্তরাধিকারির পুত্রের আজ্ঞানুসারে কোন লোক দ্বারা ২০ বৎসর বয়ক্রম সময়ে গুপ্তাঘাতে হত হইলেন, এই নবাব সেরাজউদ্দৌলা ১৫ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন, তৎপরে যে নবাব বঙ্গ দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, তাহার বৃত্তান্ত মোরসিদাবাদের বিবরণে ব্যক্ত আছে, অপর এই কালাবধি বঙ্গ দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ হইল, কিন্তু তখন দেওয়ানি অধিকার হয় নাই, ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে লার্ড ক্লাইব শাহ্ আলম বাদশাহের নিকট বৎসর২ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে ও উত্তর হিন্দুস্থানের কএক রাজ্য তাঁহার হস্তগত করিয়া দিতে স্বীকার করিয়া দেওয়ানি ভার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালে উক্ত বাদশাহ্ মহারাষ্ট্রীয়দিগের চাতুর্য্য দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাহা অস্বীকার করাতে উক্ত দুই লাভেই বঞ্চিত হইলেন, পরে ঐ সাহেব অনায়াসে দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি এই নিমিত্তে ইংলণ্ডের কিম্বা এখানকার ইংলণ্ডীয়দিগকে একবার ও জ্ঞাত করান নাই, ইং ১৭৬৭ বাং ১১৭৪ শালে ঐ সাহেব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, মেং বেরেলিষ্ট ও কারটীয়ার তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে মেং হেষ্টীং সাহেব ইংলণ্ডাধিপতির আজ্ঞাক্রমে বঙ্গদেশাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হইয়া ইং ১৭৮৫ বাং ১১৯২ শালের পুর্ব্বাবধি এ দেশে প্রভুত্ব করিলেন, পরে সর জান মেকফরসন তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৮৭ বাং ১১৯৪ শালে লার্ড করণওয়ালিসের আগমন পর্য্যন্ত রাজ্য করিছিলেন, পরে লার্ড করণ ওয়ালিস বঙ্গদেশাধিপতি হইয়া ইং

১৭৯৩ বাং ১২০০ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, ইহার রাজ্য কালে ভূম্যাদির আইন রচনারম্ভ হইয়া লার্ড টেনমৌথ কর্তৃক সম্পূর্ণ হইল, এবং মার কুইস ওএলিসলি সেই আইন সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন, এই ব্যক্তি ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালের বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ৭ বৎসর ৫ মাস পরে মান্দরাজ হইতে ইংলণ্ডে গমন করিলেন ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালের পূর্ব্বকালে অযোধ্যার নবাব ইংলণ্ডীয় দিগকে যে কতিপয় দেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সে তাবৎ কলিকাতাধ্যক্ষ দ্বারা শাসিত হইত, তৎকালে বঙ্গ বাহার ও উড়িস্যা এবং আলাহাবাদের ও বারাণসীর নিকটস্থ দেশ সকলের কিয়দংশ তদ্ভিন্ন মোগলদিগের রাজত্বের উন্নতি কালে মোড়ং পর্ব্বতের ও কোচবেহারের কিয়দংশ ও অন্যান্য দেশ প্রভৃতি যাহা মোগল রাজ্য ভুক্ত ছিল সে সমুদয় স্থান কলিকাতা ভুক্ত হইয়াছিল, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে উক্ত মার কুইস ওএলিসলি পুনর্ব্বার কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক বারাণসীর নিকটস্থ গাজিপুর নামক স্থানে কাল প্রাপ্ত হইলেন, পরে সরজর্জ্জ হেনরিবারলো সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে লার্ড মিণ্টো বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া ইং ১৮১৩ বাং ১২২০ শালে ইংলণ্ডে গমন করিলেন ও তৎপদে আরল আফ ময়রা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩৪১ ॥

বটুল ॥ অযোধ্যার উত্তর সীমাবচ্ছিন্ন বটুল নামক এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগস্থ পর্ব্বত ও নিবিড় বন দ্বারা নেপালের গুড়খালি রাজার রাজ্য হইতে এ দেশ পৃথক্ হইয়াছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাবের সহিত মারকুইস ওএলিসলির সন্ধি হওয়াতে ইংলণ্ডীয়দিগকে বটুল দেশ অর্পিত হইয়াছে ৩৪২ ॥

বদরিকাশ্রম॥ উত্তর হিন্দুস্থানের উত্তর সীমাতে বদরিকাশ্রম নামে এক দেশ আছে, ইহার দক্ষিণ দিগে শ্রীনগর, ঐ দেশের পর্ব্বত শ্রেণী হিমালয় পর্ব্বতের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তীর্থ যাত্রিরা কহে যে এ স্থানে অহরহঃ শিশির পতিত হয়, এবং তথা গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এবম্বিধ যে কতিপয় বৃত্তান্ত তাহারা ব্যক্ত করে তদ্ভিন্ন এ স্থানের আর কোন বিশেষ বিবরণ প্রকাশ নাই, উক্ত দেশে যথেষ্ট বদরিকা বৃক্ষ শ্রেণী থাকাতে তাহার নাম বদরিকাশ্রম হইয়াছে। ৩৪৩॥

বন্দেলখণ্ড॥ আলাহাবাদ প্রদেশে কেন ও বেটুয়া এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে বন্দেলখণ্ড নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, এই দেশের স্থানে২ যে সকল উর্ব্বরা ভূমি আছে তাহাতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম রূপ হয় না, এবং এ দেশের সম্মুখের বৃহন্নিবিড় বনে যে ভিন্ন জাতীয় সেগুণ বৃক্ষ আছে সে প্রকৃত সেগুণের অনুরূপ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বিশেষ, উক্ত দেশের চতুঃপার্শ্ব নানা পর্ব্বত দ্বারা এতাদৃশ রূপে বদ্ধ হইয়াছে, যে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে তদ্রূপে বদ্ধ আর কোন দেশ নাই, আকবর সাহের রাজত্ব কালীন এই দেশের পান্না নামক স্থানে এক হীরকের খনি ছিল, তাহাতে ৮ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত, চতুর্শাল রাজার রাজ্য কালে বন্দেলখণ্ড তৎকালিক ফরক্কাবাদ নগরস্থ সৈন্যের অধ্যক্ষ পাঠান জাতীয় মহম্মদ খাঁ বঙ্গিশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে দক্ষিণ দেশস্থ পেশোয়া দেওবাজিরাও উক্ত রাজা কর্তৃক আহূত হইয়া তথা গমন পূর্ব্বক ঐ মহম্মদ খাঁ বঙ্গিশকে পরাভূত করত নিরাকরণ করিল, তাহাতে চতুর্শাল রাজা আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া বাজিরাওয়ের দুই পুত্রকে অর্পণ করিলেন, তদবধি

তাহারদিগের বংশোদ্ভবেরা ক্রমাগত ভোগ করিতেছিল, অব শেষে পরিবার মধ্যে পরস্পরের বিরোধোৎপত্তি হওয়াতে সকলে ছত্র ভঙ্গ হইল, অনন্তর ই০ ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের রাজত্বাধীন হইয়া বারাণসী ভুক্ত হইয়াছে। ৩৪৪ ॥

ববুরার ॥ সিন্ধু প্রদেশে হয়দরাবাদ হইতে লকপত বন্দরে গমনের পথের সন্নিকটে অথচ লকপত বন্দরের ২৪ ক্রোশ উত্তর দিগে রণ নামক স্থানের সম্মুখে ববুরার নামক এক গ্রাম আছে, এ গ্রাম অত্যন্ত মরু ও লবনাম্বু, তৎপ্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে তথা কার লোকেরা স্থানান্তরে গমন করে, এই গ্রামের দেড় ক্রোশ উত্তর দিগে নির্ম্মল জল বিশিষ্ট এক জলাশয় আছে। ৩৪৫ ॥

বযবজিয়া ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পূর্ব্ব দিগে বযবজিয়া নামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, এ নগর কলিকাতা হইতে দক্ষিণ দিগে ১০ ক্রোশ অন্তর কিন্তু জল পথে গঙ্গার বক্রতা প্রযুক্ত প্রায় দ্বিগুণ দূর হইবেক, সিরাজ উদ্দৌল্লার রাজ্যকালে এ নগর সংযুক্ত যে এক দুর্গ ছিল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে এডমিরেল ওয়াটসন ও কনেল ক্লাইব তথা গমন করিয়া প্রথমতঃ তাহার এক দিগ ভগ্ন করিলেন, এবং পর দিবস প্রত্যূষ সময়ে যুদ্ধ করি বেন, এমত মানস করত তথা বাস করিলেন, কিন্তু রাত্রিকালে ষ্ট্রেহন নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় নাবিক মদিরামত্ত হইয়া ঐ দুর্গের ভগ্ন স্থানে গমন করিয়া পিস্তলের শব্দ করিল, তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্যেরা শত্রু দলের আগমন অনুভব করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। ৩৪৬ ॥

বরাহ নগর ॥ কলিকাতার ৩ ক্রোশ অন্তরে বরাহ নগর নামে এক ক্ষুদ্র নগর আছে, পূর্ব্ব কালে এ স্থানে পোর্তু

গীশ জাতির বসতি ছিল, ও ওলন্দাজদিগের অধিকার হইয়া ছিল, এবং তথা এক প্রকার মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ৩৪৭ ॥

বর্দ্ধমান ॥ বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান নামক এক দেশ আছে, তাহার উত্তর দিগে বীরভূমি ও রাজশাহি, দক্ষিণ দিগে মেদিনী পুর ও হুগলি, পূর্ব্ব দিগে গঙ্গা, পশ্চিম দিগে মেদিনীপুর ও পাচিটী, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল পরি মাণ দ্বারা সকল বন শুদ্ধা বর্দ্ধমানের ব্যাস ৫১৭৪ ক্রোশ স্থির করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় ৩২৮১ ক্রোশ ভূমিতে লোকালয় আছে, ওঁ কৃষি কর্ম্ম হয়, এ দেশে নানাবিধ শস্য তুলা, রেশম, নীল, ও চিনি যথেষ্ট জন্মে, আর সূত্র ও রেশম মিশ্রিত যে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় সেই বস্ত্র ইহার নানাগ্রামে চলিত আছে, ইং ১৭২২ বাং ১১২৯ শালে এই দেশ কিরাত চাঁদ নামক এক ক্ষত্রীয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বর্দ্ধমানের রাজাদিগের আদি রাজা, এই বর্দ্ধমানে কোন দুর্গ নাই কিন্তু পূর্ব্বকালে মহারাষ্ট্রীয় দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এইক্ষণে স্থানে ২ তাহারদিগের চিহ্ন আছে, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ইংলণ্ডীয়েরা এই দেশের রাজস্ব ৪৩৫৮১২৬ টাকা এবং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে ৩২০০০০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ দেশের প্রধান নগর বর্দ্ধমান বিষ্ণুপুর, ও ক্ষীরপায়ী এবং প্রধান নদের নাম দামোদর ও প্রধান নদী গঙ্গা, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে উক্ত দেশে ১৭৮০০০০ মনুষ্য গণনা করত ১৫ অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন স্থির করা গিয়াছিল। ৩৪৮ ॥

বলোচস্থান ॥ সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগে বলোচস্থান নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে পারস্য দেশীয়

কান্ধার ও সিস্তান নগর, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র, পূর্ব্ব দিগে সেকার পুর ও সিন্ধিয়ার প্রদেশ, পশ্চিম দিগে মেকরান নগর, ঐ দেশে জালওয়ান, সারওয়ান, জক, মেকরান, লস, ও মচ ইত্যাদি প্রদেশ আছে, কিন্তু এই মচ দেশের সমুদয় স্থান ঐ বৃহদ্দেশীয় কিলাত নামক রাজধানীর অধ্যক্ষ মহম্মদ খাঁর অধিকার নহে, আর বেয়ানার ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগস্থ কোহিনী নামক স্থান হইতে বলোচস্থানের দক্ষিণ দিগ আরম্ভ হইয়াছে, ব্যক্ত আছে যে বলোচস্থান পর্ব্বত ময় এবং তথা গমনাগমনের নিমিত্তে নানা ক্ষুদ্র নদী দিয়া পথ আছে, এ দেশের উত্তর দিগের সারও য়ান নগর ও তাহার দক্ষিণ দিগস্থ ঝালওয়ান নগর এই দুই নগরের প্রায় তাবৎ স্থান পর্ব্বত দ্বারা ব্যাপ্ত আছে, ঐ দুই স্থান লস নগরের সম্মুখের কোহনওয়ান নামক পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এই পর্ব্বতের উপরিস্থ ভূমি সকল অত্যন্ত মরু এবং তাহার জল ও বায়ু ইউরোপের ন্যায় বোধ হয়, তথা সূর্য্যোত্তাপের প্রখরতা নাই তন্নিমিত্তে পৌষমাসাবধি ফাল্গুণ পর্য্যন্ত অতিশয় শীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ওয়দ, খোজ দর ও সোহরাব নামক স্থানে কালানুসারে গোধূম, যব ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, আর বলোচস্থানের তাবৎ দিগে গো, মহিষ, মেষ প্রভৃতি পশু যথেষ্ট জন্মে, এবং ঐ দেশের কিলাত নগরের পর্ব্বতোপরি ৩৬ ক্রোশ পরিসর নুস্কি নামক এক বালুকাময় স্থান আছে, তাহার কোন২ স্থানে লোকালয় আছে, এবং কৃষি কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত অত্যন্ত মরু ভূমি হয়, এবং কোন২ ভূমির বালুকা সকল নিরন্তর উড্ডীয় মান হইতেছে, গ্রীষ্মকালে উক্ত স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, এবং তথাকার লোকেরা স্থানান্তরে গিয়া বাস করে, অধিক

কি বলিব, তথা হইতে যে এক ক্ষুদ্রানদী আরম্ভ হইয়া নিম্নে পতিতা হয়, গ্রীষ্মকালে তাহার ও পতন রহিত হইয়া থাকে, ঐ বালুকাভূমিস্থ লোকেরা দীর্ঘকায় ও অলসস্বভাব, তাহার দিগের অনেকে দস্যুবৃত্তি করিয়া কাল ক্ষেপণ করে, এবং কখন ২ অন্যান্য স্থানের লোকদিগকে আনয়ন করিয়া কিলাত ও কান্ধার নগরে বিক্রয় করে, ও কোন ২ লোককে স্বগণ ভুক্ত করে, বলোচস্থানের জবনেরা পরস্পর যুদ্ধ করে এবং তাহারা স্বদেশের অধ্যক্ষদিগের নিকটে যে কিঞ্চিৎ অধীনত্ব স্বীকার করে সেও পরিচয় মাত্র, তদ্ভিন্ন বলোচস্থানে ব্রাহুইস নামক যে এক জাতি মনুষ্য আছে, তাহারা অত্যন্ত বলবান ও শ্রমী, তাহার দিগের গোলমুণ্ড এবং হস্ত পদাদি ইংলণ্ডীয় লোকের ন্যায় কিন্তু শরীরের অস্থি সকল ক্ষুদ্র ২, ঐ দেশের লোকেরা কচগণ্ডবা ও সিস্তান নগর হইতে শস্যাদি ও মকওয়ান হইতে খর্জ্জুর আনয়ন করে, উক্ত দেশে কোন বাণিজ্য হয় না, কারণ তথাকার তাবৎ দুশ্চরিত্র লোকদিগের সৎকর্ম্মে কিম্বা যাহাতে তাহারদিগের উন্নতি হয় এমত বাণিজ্যাদিতে অভিলাষ করে না, সুতরাং তথা শস্যাদি এতাদৃশ জন্মে না যে স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে, বলোচস্থানে সোহরাব নামক যে এক নগর আছে, সে নগর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ২০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১২ ক্রোশ, ইহার মধ্য বর্ত্তী পর্ব্বত হইতে যে নদী বহির্গমন করিয়াছে, তাহার জল দ্বারা তথা কৃষি কর্ম্ম উত্তম হয়, বলোচস্থানে অনেক হিন্দুজাতি ছিল, কিন্তু জবনদিগের অধিকার হইলে তাহারদিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা উক্ত হিন্দুরা ছত্রভঙ্গ হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল কি জবন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই দেশে অবস্থান করিল ইহার নিশ্চয় পাওয়া যায় না, ১০০ বৎসরের অধিক হইল তথা ঐ

জবনদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এইক্ষণে সে দেশে যে অল্প সংখ্যক হিন্দু আছে, তাহারা ও প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় পবিত্রাচরণ না করিয়া খাদ্যাখাদ্য বিষয়ের বিবেচনা শূন্য হইয়াছে, বলোচস্থান কম্বর বাদশাহ প্রথম আক্রমণ করেন তৎপরে সম্বর বাদশাহ অধিপতি হইয়াছিলেন, ইহার রাজত্বের পরে নাসের খাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁ আপন ভ্রাতা হাজি খাঁকে বধ করিয়া সিংহাসনোপবেশন করিয়াছিলেন, এই বাদশাহ নাদের শাহের কোন তুষ্টি জনক কর্ম্ম করাতে তদ্দ্বারা এ দেশের নিকটবর্ত্তী কএক দেশ উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি আপন বুদ্ধির কৌশল ক্রমে বলোচস্থানের উন্নতি করিয়া যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে রাখিয়াছিলেন, ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এই ব্যক্তি আপন পিতা অপেক্ষা অল্প ক্ষমতাবান্, তৎপ্রযুক্ত এ দেশের অনেক স্থান সিন্ধু দেশীয় আমিরদিগের হস্তগত হইয়াছে, উক্ত মহম্মদ খাঁর ভ্রাতা মোস্তফা খাঁ, এই ব্যক্তি সর্ব্বদা মৃগয়াতে আশক্ত ও ক্রোধী, কিন্তু অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ, তিনি যে সকল দুর্বৃত্ত লোক দ্বারা পিতৃ রাজ্যের হ্রাসাবস্থা হইয়াছে, তাহারদিগকে শাসন করত রাজত্বের উন্নতি করণে নিরন্তর যত্নবান্ আছেন, এইক্ষণে ঐ মহম্মদ খাঁর অধীনে সুইস্তানের পর্ব্বতীয় দেশ ও কচগণ্ডবার নিম্ন স্থান তদ্ভিন্ন তাহার পূর্ব্বদিগের আনন্দদাজিল প্রভৃতি নানা দেশ আছে, তন্মধ্যে কচগণ্ডবা ও আনন্দদাজিল ও কিলাত নগরস্থ প্রাত্যহিক হট্ট, এই কএক স্থানে তিন লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হয়, উক্ত আনন্দদাজিল রাজ্যের উত্তর দিগে খোরশান, দক্ষিণ দিগে লস ও সিন্ধু, পশ্চিম দিগে মেকরান এবং পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু, বলোচস্থানাধ্যক্ষ ঐ খাঁ

বংশীয়েরা কাবোল বাদশাহের অধীন কিন্তু রাজস্ব প্রদানকালে তাহার সহিত প্রায় যুদ্ধ করে অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যতিরেকে সহজে কর প্রদান করে না, তাহারা সংগ্রাম কালে ২৫০০০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। ৩৪৯ ॥

বাইয়ানা ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগরের ৪৪ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে বাইয়ানা নামক এক নগর আছে, এ নগর আগরার রাজধানী ছিল, আবুল ফজল কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে, যে যৎকালীন সোলতান সেকন্দর লোদি এ স্থানে রাজ্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎকালীন আগরা নগর বাইয়ানা নগরের অধীনে এক গ্রাম মাত্র ছিল, ইং ১১৯৭ বাং ৬০৪ শালে বাইয়ানা নগরে প্রথম জবনাধিকার হয়, এ নগর অদ্যাপি বর্দ্ধিষ্ণু আছে, তন্মধ্যে অনেক বৃহৎ প্রস্তর গৃহ এবং তাহার পর্ব্বতোপরি এক দুর্গ আছে, সে দুর্গের স্তম্ভ সকল অতিশয় উচ্চ তন্নিমিত্তে দূর হইতে দৃষ্ট হয়, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এ নগর ও ইহার অন্তঃপাতি তাবৎ গ্রাম ভরতপুরের রাজা রণজিৎ সিংহের অধিকার হইয়াছিল। ৩৫০ ॥

বাকরগঞ্জ ॥ ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে বঙ্গদেশে ঢাকাজালালপুরের দক্ষিণাংশে বাকরগঞ্জ নামে এক নগর স্থাপিত হয়, ইহার পুর্ব্বকালে এ স্থান সামান্য ছিল, ইং ১৫৮৪ বাং ৯৯১ শালে একবার বন্যা হইয়া এবং তৎপরে চট্টগ্রাম নিবাসি পোর্ত্তুগীশ দিগের অভিমতানুসারে মগ জাতিরা ক্রমাগত দৌরাত্ম্য করাতে এই স্থান ভয় দূষিত হইয়া অদ্যাবধি তাহাতে বসতির আধিক্য হয় নাই, কিন্তু ভূমির উত্তমতা প্রযুক্ত প্রতি বৎসর দুইবার যথেষ্ট ধান্য জন্মে, সেই ধান্য কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়, এই বাকরগঞ্জ ও

সুন্দরবন নামক যে এক বৃহৎ অরণ্য আছে, এই উভয়ের মধ্য স্থান দিয়া নানা নদী গমন করিয়াছে, উক্ত বন মধ্যে বৃহৎ ২ ব্যাঘ্র ও সেই সকল নদীতে অনেক কুম্ভীর আছে, এবং বাকর গঞ্জ মধ্যে শত বৎসরাবধি যে সকল পোর্তুগীশ জাতিরা বাস করিতেছে, তাহারা নির্ধন ও দুর্বল ও ঘৃণার্হ এবং তদ্দেশীয় লোকাপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ তৎপ্রযুক্ত তথাকার লোকেরা অবজ্ঞা করত তাহারদিগকে কালা ফৃঙ্গি বলে। ৩৫১ ॥

বাকের ॥ মুলতান প্রদেশে সিন্ধু ও দামোদরের মিলন স্থানে সিন্ধু নদীদ্বারা যে এক উপদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উপরে বাকের নামে এক নগর আছে, আবুল ফজল আপন পুস্তকে তথাকার দুর্গের ও নাম বাকের বলিয়া প্রকাশ করেন, লাহোরের ছয় নদী একত্র হইয়া আগমন পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে দুই ধারা হইয়া উক্ত দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করিয়াছে, এ নগরে বৃষ্টি অল্প হইয়া থাকে, কিন্তু নানাবিধ উত্তম ২ ফল জন্মে, ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে দারাসেকো আপন ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে পলায়ন করত সিন্ধু নদীর দিগে গমন করিয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ করাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ৩৫২ ॥

বাঘমতী ॥ নেপাল দেশীয় কাটামুণ্ড নগরের উত্তর দিগস্থ পর্ব্বতোপরি বাঘমতী নাম্নী এক নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিগে গমন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারস্থ ত্রিহুত ও বাহার দেশে প্রবেশ করিয়া মুঙ্গেরের উত্তরে গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, এনদী দীর্ঘে প্রায় ৩০০ ক্রোশ হইবেক। ৩৫৩ ॥

বাঙ্গালোর ॥ মহীসুর রাজ্যে হয়দরআলির স্থাপিত বাঙ্গালোর নামে এক নগর আছে, এ নগরের দক্ষিণ দিগে

কিঙ্গারা ও বিরদির নিকটস্থ কোন নিবিড় বন মধ্যে যথেষ্ট ব্যাঘ্র বাস করে, বাঙ্গালোর নগরে ও ইহার নিকটস্থ দেশে পাট জন্মে, সেই পাট দ্বারা এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন যে অল্প এরণ্ড তৈল জন্মে, সে তৈল দীপে ও ঔষধের নিমিত্তে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে, এ নগরে হয়দর কর্ত্তৃক জাবনিক রীতি ক্রমে যে এক উত্তম দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে দুর্গ ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত যুদ্ধোপযুক্ত হয় নাই, তৎপ্রযুক্ত তাহার পুত্র টীপুশাহ সেই দুর্গ স্থানে২ ভগ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে তাহার অঙ্গরাজ হইয়াছিল, এ নগরে দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ফল যথেষ্ট জন্মে, এবং হয়দর ও টীপুর যে এক বৃহৎ উদ্যান আছে, তন্মধ্যে গোলাব পুষ্প ও দাড়িম্ব ইত্যাদি অনেক আছে, হয়দরের রাজ্যকালে এ নগরে অনেক বসতি ছিল, কিন্তু টীপুশাহ হয়দরাবাদ ও আড়কট নামক স্থানের অধিকারিদিগকে অবজ্ঞা করত ঐ উভয় স্থানের লোকের সহিত এ নগরস্থ লোকের যে বাণিজ্য ছিল তাহা বন্ধ করাতে নগরের হ্রাসাবস্থার প্রথম সূত্র হইল, দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্যবসায়ি দিগের নিকট বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করত উপযুক্ত মূল্যাপেক্ষা বল দ্বারা অধিক গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং লার্ড করণওয়া লিসের আজ্ঞাক্রমে এই নগর আক্রমিত হইয়া প্রজাদিগের ধনাদি অপহৃত হইয়াছিল, বাঙ্গালোর নগর এই প্রকার উৎ পাৎগ্রস্ত হইলেও অনেক ধনবান লোকেরা তথা বাস করি তেছে, অপর পশ্চিমঘাট নামক পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগস্থ বাঙ্গা লোরের লোকেরা প্রায় মাঙ্গালোর দেশীয় লোকের সহিত বাণিজ্য করে, এ নগর হইতে পট্টবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্র নিজামের ও

মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্যে প্রেরিত হইয়া তথা হইতে সূত্র ও লোম মিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্র আনীত হয়, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্যাধীন নিম্নকর্ণাট হইতে লবণ, যবক্ষার, টিন, শিশা, তাম্র, ইংলণ্ডীয় বাসন ও ইস্পাত এবং কাগজ দর্পণ ও নানাবিধ চিত্র করণীয় রঙ্গ ও কর্পূর এবং চিন দেশীয় মিছরি ও বঙ্গ দেশীয় শর্করা ও নীল, রেশম, কৌষেয়বস্ত্র, কেনবিস, জায়ফল, খর্জ্জুর বাদাম, ইত্যাদি দ্রব্য বাণিজ্যার্থে বাঙ্গালোরে আনীত হয়, এবং এ স্থান হইতে যথেষ্ট গুবাক ও চন্দনকাষ্ঠ ও গোল মরিচ, এলাইচ, তিন্তিড়ী ইত্যাদি কর্ণাটে প্রেরিত হয়, এবং তানজোরের লোকেরা উত্তম মুক্তা আনয়ন করিয়া এ নগরে বিক্রয় করে, উক্ত নগরস্থ অনেক জবনেরা রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছে, বাঙ্গালোর নগরে কলিযুগের ও শালিবাহন রাজার শাল প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষ এই যে ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালের সহিত কলিযুগের আরম্ভাবধি ৪৮৯৩ বৎসর ও শালিবাহনের ১৭২২ বৎসর গণিত হয়, পরন্তু ইং ১৬৮৭ বাং ১০৯৪ শালে চিক দেও রাজার রাজ্য কালীন এ নগর প্রথম মহিসুর রাজ্যাধীন হইয়াছিল, এ নগর শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৭৪ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ২১৫ ক্রোশ, হায়দরাবাদ হইতে ৩৫২ ক্রোশ। ৩৫৪ ॥

বাড়ি ॥ আগরা প্রদেশে চম্বল নদীর ১০ ক্রোশ উত্তর দিগে বাড়ি নামে এক নগর আছে, ইহার অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রযুক্ত ধুলপুরের রাণার রাজ্য মধ্যে এ নগর গণ্য হইয়াছে, ইহার পথ সকল অপ্রশস্ত কিন্তু রক্ত বর্ণ প্রস্তরের অনেক গৃহ আছে, এ নগরে বহুকাল ব্যাপিয়া পাঠানেরা বাস করিয়াছিল, তৎ প্রযুক্ত অদ্যাবধি তাহারদিগের অনেক উত্তম ২ দেবালয় আছে,

ইহার নিকটস্থ সকল স্থানে সর্ব্বদা দস্যুর উপদ্রব হওয়াতে কৃষি কর্ম্মের ও ব্যাঘাত হইয়াছে। ৩৫৫ ॥

বারমহল ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে দ্রাবিড় রাজ্য মধ্যে বারমহল নামে এক দেশ আছে, বারমহল নামের তাৎ পর্য্যার্থ এই যে তাহার অধীনে বার গ্রাম আছে, ইহার পশ্চিম দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী, এবং পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে শ্রীরঙ্গপত্তন ধ্বংস হইলে কর্ণাটের নানাদেশ এ দেশ ভুক্ত হইয়াছিল, বারমহল দেশে বর্ষাকালে অতিশয় শীত হয়, তন্নিমিত্তে লোকেরা তৎকালে তথা বাস করে না, এই দেশের অধিকাংশ পতিত ভূমি এবং তথা ধান্য অল্প জন্মে, কিন্তু অন্যান্য শস্য ও নারিকেল ইত্যাদি যথেষ্ট উৎ পন্ন হয়, তথাকার নিষ্কর ভূমিভোগী ভাগ্যবান লোকের প্রতি রাজার এই এক আদেশ আছে, যে ক্ষেত্র ভূমিতে জল দিবার জন্যে তাহারা স্ব ২ ব্যয় দ্বারা পুষ্করিণী খনন করাইবেন, তাহার জল দ্বারা যে সকল ভূমি সেচিত হইবেক, সেই তাবৎ ভূমির চতুর্থাংশের একাংশ ঐ ব্যয় কারিরা পুরুষানুক্রমে অধিকার করিতে পারিবেন, এবং সময়ানুসারে সেই পুষ্করিণীর পঙ্কো দ্ধারাদি করিবেন, অপর আনাগুণ্ডি নামক স্থানের অধ্যক্ষ রায়া রুর পতন হইলে এই বারমহল ও রাইকোটা এবং অন্যান্য দেশ চিনাপত্তনের জগদেবের অধীন হইল, এবং তাহার পরে এই জগদেবের বংশ ধ্বংস হইলে কৃপা নামক স্থানের নবাব ও মহসুরের রাজা কর্ত্তৃক কৃতাংশ হইয়া ঐ নবাব বারমহল দেশ ও মহীসুরের রাজা চিনাপত্তন প্রাপ্ত হইলেন, তৎপরে হয়দর শাহ এ দেশ মহীসুর রাজ্যভুক্ত করিয়া ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল

তৎকালে এই দেশের হ্রাসাবস্থা ছিল, কিন্তু কলোনেল আলেক জন্দর রিড সাহেবের চেষ্টা দ্বারা ইহার এতাদৃশ উন্নতি হইল, যে প্রজাদিগের নিকট ভূমির কর পুর্ব্বাপেক্ষায় অল্প লইয়া ও দ্বিগুণ রাজস্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, বারমহল দেশে ১৯ অংশ হিন্দু ও একাংশ অন্যান্য জাতি আছে, এই দেশ উক্ত নবাবের পুর্ব্বে কখন প্রকৃত রূপে জবনাধিকার হয় নাই। ৩৫৬ ॥

বারাণসী ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে বারাণসী নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে, তথা শীতকালে অতিশয় শীত হয়, এবং চৈত্র মাসাবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এতাদৃশ গ্রীষ্ম ও হইয়া থাকে, যে তাহাতে লোকেরা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়, এ নগরে এবং তৎসংযুক্ত পাটনা বক্সার গাজিপুর ও মেরজাপুরে যব, গোধূম, মটর, মসিনা প্রভৃতি শস্য যথেষ্ট ও উত্তম ২ জন্মে, কিন্তু ধান্য অল্প হয়, কারণ তথাকার লোকেরা রবিশস্যের প্রতি যাদৃশ পরিশ্রম করে, ধান্যোৎপত্তি নিমিত্তে তাদৃশ যত্নবান হয় না, বারাণসীতে যথেষ্ট ইক্ষু জন্মে, এবং আম্র বৃক্ষের বাহুল্যে উক্ত নগর বনের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এ অতি ধনাঢ্য নগর, ইহার উত্তর দিগে সূক্ষ্মবস্ত্র, পশ্চিম দিগে বাফ্‌তা পূর্ব্ব দিগে শাল প্রস্তুত হয়, এবং নগর বাসি লোকেরা ও স্বর্ণ এবং রৌপ্য যুক্ত নানাবিধ সূত্রবস্ত্র প্রস্তুত করে, এ নগরের প্রধান নদী গঙ্গা, গোমতী, ও কর্ম্মনাশা, এবং শোণ নামে এক প্রধান নদ আছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিস্‌লির আজ্ঞানুসারে বারাণসীতে ৩০০০০০ লক্ষ প্রজা সংখ্যা হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাঁচ অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন, পূর্ব্বকালে মধুরাম নামে এক ব্যক্তি গাংপুরের অর্দ্ধাংশ স্থানের অধিকারী হইয়া ক্রমে বারাণসী ও হস্ত গত করিয়াছিল, ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালে ঐ ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে

তাহার পুত্র বলবন্ত সিংহ ত্রিশ বৎসর বয়সে উত্তরাধিকারী হইয়া এই বারাণসীর যে প্রকার উন্নতি করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সেই ভাবেই আছে, ঐ বলবন্ত সিংহের পুত্র চেত সিংহ ইং ১৭৭০ বাং ১১৭৭ শালে নগরাধ্যক্ষ হইয়া ইং ১৭৮১ বাং ১১৮৮ শালে রাজচ্যুত হইলেন, ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে অযোধ্যার নুবাব কর্ত্তৃক এই নগরের চতুরশ্রীয় ভূমি ১২০০ ক্রোশ পরিমিত হইয়া ৬২ খণ্ডে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে গঙ্গার উভয় তীরে ১০০০০ ক্রোশ উর্ব্বরা ভূমি ছিল। ৩৫৭॥

বালাঘাট॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে প্রাচীরবৎ সমান রেখাতে এবং ছত্রাকারের ন্যায় উপরি ভাগ যে ঘাট নামক এক প্রশস্ত পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার উপরে কৃষ্ণা নদী অবধি মহিসুর রাজ্যের দক্ষিণ দিগ পর্য্যন্ত যে স্থান, সেই স্থান ব্যাপিয়া বালাঘাট নামক এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে, এই দেশ হিন্দু দিগের প্রাচীন কর্ণাট রাজ্য ইদানীং বালাঘাট শব্দে কথিত হইয়াছে, যদ্যপি ঐ কর্ণাট রাজ্যের কোন অংশ ঘাট পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে নাই, তথাচ জবন ও ইংলণ্ডীয়দিগের কথিতানুসারে ঘাটের উপরিস্থ কর্ণাটকে না বুঝাইয়া এই কর্ণাট তাহার নিম্নে আছে এমত অনুভব হয়, ইহার অধিক ভূমিতে শস্য জন্মে, তদ্ভিন্ন তুলা ও নীল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই নীল বাণিজ্যার্থে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, যৎকালীন বালা ঘাট স্বদেশীয় লোকের অধীনে ছিল, তৎকালে কারণৌল, আদলি, কমিম, হারপনলি, রাইদুর্গ, বলহরি, গুতিয়ণ্ডি, চোটা, কৃপা, গরমকুণ্ড, পঙ্গানুর, ও সিদ্ধৌত, এই কএক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, এই দেশের সম্মুখের উচ্চ স্থানে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নামে যে দুই নদী আছে তদ্ভিন্ন আর কোন বৃহৎ নদী নাই,

ইহার প্রত্যেক গ্রামে এক২ জন মণ্ডল থাকে, তাহার পরামর্শানুসারে কৃষিকর্ম্মের তাবৎ বিষয় নিষ্পন্ন হয়, প্রতি বৎসর রাজস্ব প্রদানের প্রাক্কালে সেই সকল মণ্ডলেরা স্ব২ গ্রামস্থ কৃষক দিগের সহিত এক২ দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক কর সঞ্চয়ের নিয়ম বদ্ধ করে, পশ্চাৎ তন্নিয়ম ক্রমে সমগ্র প্রজারা দেবালয়ে স্বীকৃত বাক্যের অন্যথা হইলে দেবতা সমীপে অপরাধি হইবে এই আশঙ্কাতে অবাধে রাজস্ব প্রদান করে, জবনদিগের শেষ রাজত্ব সময়ে তাহারা এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু সম্যক্ রূপে আয়ত্ব করিতে পারে নাই, তৎকালে এই স্থানে যত হিন্দু বাস করিত তাহার পঞ্চদশাংশের একাংশ জবন জাতি ছিল, মোগল জাতির হ্রাস হইলে উক্ত দেশ আদনি ও কৃপা নগরের পাঠান নবাব প্রভৃতি কএক ব্যক্তির অধীনে নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং মহিসুর রাজ্যের লোকদিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রবগ্রস্ত হইত, তাহার পর ইং ১৭৬৬ এবং ১৭৮০ শালে এই দেশের প্রায় তাবৎ স্থান হয়দর কর্ত্তৃক জিত হয়, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে নেজামের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হওয়াতে উক্ত দেশ এবং ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে শ্রীরঙ্গপত্তনাধিপতির দ্বারা তুম্বদ্র ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিগস্থ যে সকল রাজ্য ও ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে মহিসুর দেশাধ্যক্ষ দ্বারা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমুদয় তিনি ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিলে ইহারা বালাঘাটের অধিকারী হইয়া বেলজরি ও কৃপা নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত করত কলোনেল তামস মনরোর অধীনে স্থাপন করিল, তৎকালে কারণৌল নগর এই দেশ মধ্যে ধরিয়া স্কাটলেণ্ড দেশাপেক্ষা বৃহৎ গণ্য হইত, তন্মধ্যে ২০০০০০ লক্ষ গৃহস্থের

অধিক ছিল, এবং ইহার রাজস্ব ১৬৫১৫৪৫ টাকা উৎপন্ন হইত, তৎপরে ই° ১৮০৮ এবং ১৮০৯ শালে কেবল ভূমির কর ১৬৬৯৯০৮ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ে ১৩২৬৬২ সর্ব্বশুদ্ধা ১৮০২৫৭০ টাকা করিয়া বার্ষিক উপস্বত্ব হইয়াছিল, কিন্তু অনীশ্বরতা প্রযুক্ত অর্থাৎ রাজা শূন্য হইয়া ক্রমে হ্রাস হই য়াছে। ৩৫৮॥

বালিয়াঘাট॥ কলিকাতার পূর্ব্ব দিগস্থ খালের নিকট বালিয়াঘাট নামে এক স্থান আছে, এ স্থানে নানা দেশ হইতে সমাগত জাহাজের দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়, পূর্ব্বকালে এই স্থানে অতি শয় বন ছিল, এবং সেই বনে অনেক ব্যাঘ্র বাস করিত তন্নিমিত্তে লোকেরা কলিকাতায় গমনাগমনে অত্যন্ত সশঙ্কিত হইত, কিন্তু এইক্ষণে সে বন পরিষ্কৃত হইয়া বালিয়াঘাট ও কলিকাতার পথের পার্শ্বভাগে উদ্যান ও গৃহ স্থাপিত হইয়াছে, এই বালিয়াঘাট ও চাঁদপালের ঘাটের নিকট দিয়া যে এক খাল গমন করিয়া ছিল, সে বৈঠকখানার দক্ষিণ দিগের খালের সহিত যুক্ত ছিল, ইহা কলিকাতাস্থ প্রাচীন লোকদিগের অদ্যাবধি স্মরণ হইতে পারে। ৩৫৯॥

বালেশ্বর॥ কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ১১০ ক্রোশান্তরে উড়িস্যা প্রদেশে বুড়িবিলন নদী তীরে ময়ূর ভঞ্জ সম্পৃক্ত বালেশ্বর নামে এক নগর আছে, তথা ঐ নদীতে ২৫০০ মোনের অধিক ভারবাহী জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে না, তাহার জল জোয়ারকালে ৭॥০ হস্ত ঊর্দ্ধে গমন করে, পূর্ব্ব কালে বালেশ্বর নগর অতি প্রধান বাণিজ্য স্থল ছিল, এবং তথা পোর্তুগীস ওলন্দাজ ও ইংলণ্ডীয়দিগের যে সকল বাণিজ্যাগার ছিল সে তাবৎ বহুকাল হইল নষ্ট হইয়াছে, ই° ১৬৮৮

বাং ১০৯৫ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের যুদ্ধে কাপ্তেন হিট এক দল সৈন্য ও কতিপয় নাবিক লোকের সাহায্যে কেবল ৩০ টা কামান লইয়া যুদ্ধ করত নগর আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার ধনাদি অপহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে ঐ নগরাধ্যক্ষ তথাকার ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যাগারে অগ্নি প্রদান করিল, এবং তাহারদিগের বেতনিক ভৃত্যদিগকে হিন্দুস্থানে লইয়া গেল, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে মারকুইস ওএলিসলির কর্তৃত্ব সময়ে নাগপুরস্থ মহারাষ্ট্রীয় রাজা কর্তৃক উড়িস্যা দেশের এই নগরীয় অংশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছে; এ নগর কলিকাতা হইতে তটবর্ত্মে ১৪১ ক্রোশ অন্তর। ৩৬০ ॥

বাহার ॥ হিন্দুস্থানে বাহার নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে এক বৃহৎ পর্ব্বত যদ্দ্বারা এই দেশ নেপাল রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে গণ্ডওয়ানা রাজ্যস্থ অসভ্য হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রদেশ, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশ, পশ্চিম দিগে আলাহাবাদ অযোধ্যা ও গণ্ডওয়ানা, এই বাহার দেশ অতিশয় উর্ব্বরা, তথা শস্যাদির ক্ষেত্র ২৬০০০ ক্রোশ এবং অধিক বসতি আছে, উক্ত দেশ উত্তর দক্ষিণ খণ্ডে বিভক্ত, তন্মধ্যে উত্তর বাহারের নাম মগধ, ও দক্ষিণ বাহারের নাম মিথিলা অর্থাৎ ত্রিহুত প্রসিদ্ধ আছে, এই উত্তর খণ্ডের পরিসর নেপাল ও মডং পর্ব্বত পর্য্যন্ত ৭০ ক্রোশ, এবং তাহার পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশীয় পূর্ণীয়া নগর, আকবর বাদশাহ কর্তৃক এই আদি খণ্ড অর্থাৎ মগধের তাবৎ ভূমি পরিমিত হইয়া ত্রিহুত হাজিপুর, সারন ও চম্পানিয়ার এই খণ্ড চতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়, বাহার দেশের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণী, ইহার পরিমাণ ৬০ ক্রোশ হইবেক, উক্ত বিন্ধ্যাচলের পশ্চিম দিগের কর্ম্মনাশা নদী

তাহাকে আলাহবাদের চুনার নগর হইতে পৃথক করিয়াছে, বাহার দেশের উর্ব্বরা ভূমি প্রযুক্ত যত শস্যোৎপন্ন হয়, তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশ আফিম জন্মে, উক্ত দেশে ৮০০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতীয় দেশ আছে, তথা শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, এবং তাহার আরো দক্ষিণদিগের যে উচ্চ স্থান তাহার বিস্তার ১৮০০০ ক্রোশ, এই উচ্চ স্থানে পালামৌ, রামগড়, ছোটনাগপুর ও আলাহাবাদ এই কএক স্থান আছে, উক্ত উচ্চ ভূমির দক্ষিণ দিগে উড়িস্যা, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গদেশ, ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালে আকবর বাদশাহের আজ্ঞানুসারে আবুল ফজল বাহারদেশের বিবরণে লিখিয়াছেন, যে গড়হর অবধি রহুতাস পর্য্যন্ত তাহার দীর্ঘতা বাং ১২০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ত্রিহুত অবধি উত্তর দিগের পর্ব্বত পর্য্যন্ত ১১০ ক্রোশ, বাহার দেশের প্রধান নদ শোণ, ও প্রধান নদী গঙ্গা, এবং গণ্ডকীনদী উত্তর দিগ হইতে আগমন পূর্ব্বক হাজিপুরের নিকটে গঙ্গাতে মিলিতা হইয়াছে, গ্রীষ্মকালে এই দেশে অতিশয় উত্তাপ হয়, কিন্তু শীতকালে তাদৃশ শীত হয় না, আর তথা বর্ষা ছয় মাস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, মুঙ্গের দেশে গঙ্গাতীর অবধি বাহারের উত্তর দিগস্থ পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যন্ত যে এক প্রস্তরময় প্রাচীর আছে, সেই প্রাচীর বঙ্গ ও বাহার দেশের সীমা চিহ্ন করিয়াছে, এবং তিনি আর লিখেন যে এই দেশ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত অর্থাৎ বাহার, মুঙ্গের চাম্পারণ, হাজিপুর, সারণ, ত্রিহুত, ও রহুতাস এই সপ্ত খণ্ডের অন্তঃপাতি প্রধান ২ একশত নিরানব্বই গ্রাম আছে, সে সমুদয়ের রাজকর ৫৫৪৭১৯৮৫ টাকা উৎপন্ন হইত, এতাবন্মাত্র, এই বাহার দেশের মধ্যস্থলবর্ত্তী যে স্থান বাহার নামে ব্যক্ত আছে, সেই

স্থান এবং হিন্দুস্থান ও বঙ্গ দেশ এই তিন স্থানে সুগম পথ থাকাতে সুন্দর বাণিজ্য হইয়া নিজ বাহারের বৃদ্ধি হইয়াছে, এ দেশে নানা স্থানে শস্যোৎপত্তি হয়, কিন্তু তথাকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য আফিম, এই আফিম ইংলণ্ডীয় লোকেরা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতাতে প্রেরণ করে, তদ্ভিন্ন হাজিপুরে ও শাহরণে যবাক্ষর প্রস্তুত হয়, এই যবাক্ষর বাহার দেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রায় প্রস্তুত হয় না, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা বোধ হইয়াছে, যে উষ্ণ বায়ুর প্রাচুর্য্যকালে যবাক্ষর যথেষ্ট জন্মে, এই বায়ু পূর্ব্বকালে পশ্চিম হইতে আগমন পূর্ব্বক বাহার দেশের পূর্ব্ব সীমাতীত স্থান পর্য্যন্ত আগত হইত না, কিন্তু প্রায় ৩০ বৎসর হইল উক্ত বায়ু বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আগমন করে, তন্নিমিত্তে অনুভব হয় যে চেষ্টা করিলে বঙ্গ দেশের অনেক স্থানে যবক্ষার প্রস্তুত হইতে পারে, অল্পকাল হইল বাহার দেশে যবনাধিকার হইয়া ক্রমাগত তাহারদিগের রাজ্য হইয়াছে ও অদ্যাবধি এ দেশে জবন জাতি অনেক আছে। ৩৬১॥

বিকানিয়ার ॥ আজমের প্রদেশে দীল্লি হইতে ২২০ ক্রোশ পশ্চিম দিগে বিকানিয়ার নামে এক বৃহৎ নগর আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিগে হিন্দুস্থানের ন্যায় এক বলবন্ত দুর্গ আছে, সেই দুর্গ অত্যন্ত গম্ভীর পরিখাতে বেষ্টিত আছে, তন্মধ্যে বিকানিয়ারের রাজা ও তাহার বেতন ভোগী ইউরোপীয় লোকেরা বাস করে, এ নগরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে জলকষ্টতা হেতুক নগরের ও দুর্ণাম হওয়াতে ভিন্ন দেশী য়েরা সে স্থান গ্রহণেচ্ছা করেনা, তন্নিমিত্তে এ স্থানে কখন যুদ্ধো পস্থিত হয় নাই, সুতরাং দুর্গস্থ লোকেরা নিষ্কণ্টকে বাস করি য়াছে। ৩৬২॥

বিজয়গড় ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে চুনার নগর সম্মৃক্ত বিজয়গড় নামে এক নগর আছে, ইহার যে দুর্গ সে দুই ক্রোশ উচ্চ এবং পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, ঐ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল পীড়াকর স্থান, তৎপ্রযুক্ত অন্যান্য দেশাধিকারিরা উক্ত নগর আক্রমণে বাঞ্ছিত হয়েন নাই সুতরাং সেই দুর্গকে অজেয় বলিতে হয়, উক্ত পর্ব্বতোপরি ৩ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, দুর্গস্থ লোকেরা তাহার জল ব্যবহার করে, ইং ১৭৮১ বাং ১১৮৮ শালে চেতসিংহ তথাকার রাজার বিদ্রোহী হইলে ইংলণ্ডীয়েরা সে নগর অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ইহারদিগের অনবধানতা প্রযুক্ত বিজয়গড় হ্রাস হইয়াছে, এ নগর বারাণসী হইতে ৫৬ ক্রোশ। ৩৬৩ ॥

বিজয়নগর ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে বালাঘাট পর্ব্বত মধ্যে বিজয় নগর নামে এক নগর আছে, এ নগর হিন্দু জাতির প্রধান রাজধানী ছিল, এইক্ষণে অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তুম্বদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরে আনাগুণ্ডী নামক স্থানের সম্মুখে ঐ নগর সম্মৃক্ত ৮ ক্রোশ পরিমিত স্থান অদ্যাবধি প্রবল আছে, উক্ত নগরের পূর্ব্ব দিগ প্রস্তর ময় প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ, পশ্চিম দিগে তুম্বদ্রা এই নদী কোন স্থানে ৩২ হস্তের অধিক প্রশস্তা নহে, তাহাতে প্রস্তর ময় এক সেতু আছে, ঐ বালাঘাট পর্ব্বতো পরি ৬০ হস্ত অবধি ৯০ হস্ত পর্য্যন্ত প্রশস্ত অনেক পথ আছে, এবং সেই সকল পথে নানা সুদৃশ্য মন্দির আছে, আর বিজয় নগরের যে স্থানের হ্রাসতা হইয়াছে, তন্মধ্যে আলাপাটনা নামক স্থান হইতে নানা ঝিল গমন করিয়াছে, ইং ১৩৩৬ বাং ৭৪৩ শালে আকাহরিহর ও বকাহরিহর নামক দুই ভ্রাতা এই বিজয় নগর স্থাপনে প্রবর্ত্ত হইয়া ইং ১৩৪৩ বাং ৭৫০

শালে সম্পন্ন করত জেষ্ঠ আকাহরিহর ইং ১৩৫০ বাং ৭৫৭ শালের পূর্ব্বকালপর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় ভ্রাতা ইং ১৩৭৮ বাং ৭৮৫ শালের প্রাক্‌কালপর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, তৎকালে এই নগরের নাম বিদ্যা নগর ছিল, তৎপরে বিজয় নগর নাম হইয়াছে, এ স্থানের নরসিংহ ও কৃষ্ণরাজা কর্ত্তৃক তানজোর ও মাদুরার তাবৎ রাজবংশোদ্ভবেরা পরাভূত হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয়দিগের দিগ্বিরূপক চিত্রিত পত্রে এই বিজয় নগর ঘাট নামক পর্ব্বতের উপর ও নিম্নস্থ কর্ণাট ভুক্ত এবং নরসিংহ ও বিষ্ণুনগর বলিয়া প্রকাশিত আছে, সিজর ফ্রেডরিক সাহেব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে এই বিজয় নগরের ভূমি পরিমাণ ২৪ ক্রোশ এবং তাহার চারি দিগ প্রাচীর বদ্ধ ও তন্মধ্যে নানা পর্ব্বত ও মন্দির আছে, তদ্ভিন্ন ফেরেস্তা কর্ত্তৃক ব্যক্ত আছে, যে এ স্থানের দেবরায় প্রায় ইং ১৪৪০ বাং ৮৪৭ শালে জবনদিগকে আপনার অধীন রাজ্য কর্ম্মেনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত জাতিরা দেবালয় স্থাপন পূর্ব্বক দেবর্চ্চনাদি করিলে কোন লোকে তাহার বিঘ্নাচরণ করিবেক না, ইহাও ঐ রাজা কর্ত্তৃক ভরসান্বিত হইয়াছিল, এই জবনেরা হিন্দুজাতি অপেক্ষা তীর চালক বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হইত, পূর্ব্বকালাবধি এই নগরাধ্যক্ষদিগের সহিত দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহেরা ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইং ১৫৬৪ বাং ৯৭১ শালে আহমদ নগর বিজয়পুর, গোলকন্দ ও বিদর, এই স্থান চতুষ্টয়ের চারি বাদশাহ একত্র হইয়া বিজয় নগরের রাম রাজাকে তেলিকোটার রণস্থলে পরাভব করত তাহার রাজধানীতে গমন করিয়া তাবৎ ধনাপহরণ করিল, তাহাতে নগরের বসতি ছিন্ন ভিন্ন হইল, এবং রামরাজার বংশীয়েরা এ স্থানের বসতি পরিত্যাগ করিল, বোধ হয়, যে উক্ত শালাবধি ইং ১৬৬৩

বাং ১০৭০ শাল পর্য্যন্ত বিজয় নগরের রাজ্য কাহারো দ্বারা আক্রমিত হয় নাই, যেহেতুক জবনদিগের যুদ্ধের পরে এ নগরের আর কোন যুদ্ধ প্রকাশ নাই, বিজয় নগর মান্দ্রাজ হইতে ৩৮৬, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২৬০, কলিকাতা হইতে ১১২০, দিল্লী হইতে ১১৫৬, হয়দরাবাদ হইতে ২৬৪ ক্রোশ অন্তর। ৩৬৪ ॥

বিজাগাপাটাম ॥ উত্তর সরকারের সমুদ্র তীরে বিজাগাপাটাম নামে এক রাজধানী নগর আছে, এ নগর বৃহৎ নহে, ইহার উত্তর দিগে ওয়ালুর নামক এক গ্রাম আছে, ইউরোপীয়েরা তথা সচরাচর গমন করিয়া বাস করে, এই নগরের উত্তর দিগ হইতে এক নদী বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিগে সমুদ্রে মিলিয়াছে, ঐ নদীর এক পার্শ্বে বিজাগাপাটামের দুর্গ আছে, এ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ দেশে পর্ব্বত ও বন এবং কৃষি কর্ম্ম হয় না, কিন্তু ইহার নিকটবর্ত্তী এক নগরে যথেষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ও চেলম নামক স্থানের দেবালয়ে এক দেবমূর্ত্তি আছে, এবং এই বিজাগাপাটামের লোকেরা হস্তিরদন্ত ও অস্থি নির্ম্মিত বাক্সের উপর উত্তম ২ রঙ্গ করে, ও উক্ত নগর হইতে কলিকাতায় মোম, লবণ ও নারিকেলছোবড়া এবং মালদিব উপদ্বীপে তণ্ডুল প্রেরিত হয়, ইং ১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে তাহার সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের যুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজেব কর্তৃক ইহারদিগের তাবৎ বাণিজ্যাগার আক্রান্ত হয়, এবং অনেক ইংলণ্ডীয়েরা হত হইয়াছিল, তৎপরে ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে এম বুসি কর্তৃক কেবল এই নগর অধিকৃত হয়, পরে ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে লার্ড ক্লাইবের কর্তৃত্ব দ্বারা তাহার তাবৎ গ্রাম শুদ্ধা হস্তগত হইয়াছে, এবং ইং ১৮০৩

বাং ১১১০ শালে উত্তর সরকারের পাঁচ খণ্ড মধ্যে এই নগর এক খণ্ড বিবেচিত হইয়াছে, এই নগর মান্দরাজ হইতে ৪৮৩ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৩১৪ ক্রোশ, হায়দরাবাদ হইতে ৩৫৫ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ৫৫৭ ক্রোশ অন্তর। ৩৬৫॥

বিদর॥ দক্ষিণ দেশে বিদর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে আওরঙ্গাবাদ ও নান্দিয়ার, দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণানদী, পূর্ব্ব দিগে হায়দরাবাদ, পশ্চিম দিগে বিজয়পুর, এ দেশের দীর্ঘ পরিমাণ ১৪০ ক্রোশ ও প্রস্থ সর্ব্বশুদ্ধা ৬৫ ক্রোশ হইবেক, ইহার সম্মুখের ভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, এ দেশের প্রধান নগর বিদর, কালবর্গা, ও কালিয়ানি এবং তথাকার প্রধান নদী কৃষ্ণা, ভীমা, গোদাবরী, এই সকল নদীর জল দ্বারা এই দেশে কৃষি কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, বিদরের রাজধানীর নিকট তৈলঙ্গীয়, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটীয়, এই তিন ভাষা মিশ্রিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে, যৎকালীন এই দেশে হিন্দুদিগের অধিকার হইয়াছিল, তখন ইহাতে যথেষ্ট লোকালয় ছিল, এইক্ষণে ন্যূনতা হইয়াছে, এ স্থান অনেক কাল ব্যাপিয়া জবনাক্রান্ত হইয়া ও অদ্যাবধি তথা অনেক হিন্দু জাতির বাস আছে, এই দেশে যে সকল বাদশাহ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইং ১৩৪৭ বাং ৭৫৪ শালে সোলতান আলাউদ্দিন হোসেন কাঙ্গা ভামিনী প্রথম বাদশাহ হয়েন, তাহার রাজধানী এ দেশের কালবর্গা নগরে হইয়াছিল, তৎপরে নিজামশাহি, আদেলশাহি ও কোতব শাহির বংশোদ্ভবেরা ভামিনীদিগের ভগ্ন রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৩৬৬॥

বিষ্ণুপুর॥ বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান ভুক্ত বিষ্ণুপুর নামে এক অতিপ্রাচীন দেশ আছে, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে

মেজররেনেল এ দেশের ভূমি পরিমাণ ১২৫৬ ক্রোশ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তথা ৩৮৬৭০৭ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত, এ স্থানের রাজারা ক্রমাগত ১০৯৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছে, পূর্ব্ব কালে ইহারা প্রায় স্বাধীন রাজা ছিল, কিন্তু ইং ১৭১৫ বাং ১১২২ শালের পূর্ব্বকালাবধি জাফের খাঁকে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিত, ঐ রাজারা ক্রমানুয়ে ৫৬ পুরুষ রাজ্য করিয়াছে, ঐ জাফের খাঁ কর্তৃক এ দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়া ছিল। ৩৬৭॥

বিষ্ণুপ্রয়াগ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের শ্রীনগর প্রদেশে অলকনন্দা সহিত দৌলি অর্থাৎ লাতি নদীর মিলন স্থানের নিকট বিষ্ণুপ্রয়াগ নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থান দেবপ্রয়াগের অপেক্ষা বৃহৎ নহে, ইহার উত্তর দিগে বৃহৎ উচ্চ পর্ব্বত সমূহ আছে, তাহারা পরস্পর ভিন্ন হইয়াও শিকড় দ্বারা যুক্ত আছে, ঐ উভয় নদীর যুক্ত স্থানের নিকট অলকনন্দা বিষ্ণুগঙ্গা নামে খ্যাতা হইয়াছে, যেহেতুক বৈদ্যনাথে এই অলকন্দা নদী বিষ্ণুপদ হইতে নির্গতা হইয়াছে, এই নদী উত্তর দিগ হইতে বেগে আগমন করাতে কোন স্থানে ৫০ হস্ত ও কোন স্থানে ৬০ হস্ত প্রশস্তা হইয়াছে। ৩৬৮॥

বীরভূমি॥ বঙ্গদেশে বীরভূমি নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে মুঙ্গের ও রাজমহল, দক্ষিণ দিগে বর্দ্ধমান ও পাচিটী, পূর্ব্ব দিগে রাজশাহি, পশ্চিম দিগে মুঙ্গের ও পাচিটী, আবুল ফজল এই দেশকে মাদারন নামে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে এ দেশের ভূমি সংখ্যা অনুমান দ্বারা ৩৮৫৮ ক্রোশ স্থির করা যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমিতে বন ও পর্ব্বত এবং তৎকালে ইহার রাজস্ব ৬১১৩২১ টাকা

উৎপন্ন হইত, এ অতিশয় জলকষ্ট স্থান, তন্নিমিত্তে বোধ হয় যে বঙ্গ দেশের তাবৎ স্থান অপেক্ষা অপকৃষ্ট, এ দেশের কৃষি কর্ম্ম ও বসতি পূর্ব্ব দিগস্থ বঙ্গদেশ অপেক্ষা মন্দ, এ স্থানে কেবল গড়া বস্ত্র অধিক প্রস্তুত হয়, ইহার প্রধান নগরের নাম শুরুল, শুরু, ও নাগর, এই বীরভূমি জবনদিগের এক প্রধান রাজ্য, পূর্ব্ব কালের ঝাড়খণ্ডি নামক স্থানের নিচজাতিরা এই দেশে আসিয়া প্রজাদিগের ধনাদি অপহরণ করিয়া অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত, তন্নিমিত্তে সেরসাহ আপন রাজ্যকালে এই দেশ উক্ত উপদ্রবে রক্ষিত হইতে বদরউল্লা জেমনের পিতা আদউল্লাকে অর্পণ করিলেন, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে এ দেশের লোক সংখ্যা ৭০০০০০ লক্ষ স্থির হইয়াছিল, তাহার ৩০ অংশ হিন্দু আর একাংশ জবন। ৩৬৯॥

বুণ্ডি॥ আজমিয়ার প্রদেশে হারৌতি দেশ সম্পৃক্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন বুণ্ডি নামে এক নগর আছে, এই নগর এক বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণাংশে স্থাপিত, তথাকার রাজারা হারা নামক জাতি, পূর্ব্বকালে ইহারদিগের বৃহৎ রাজ্য ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় রাজাগণ কর্ত্তৃক কোন ২ অংশ অধিকৃত হইয়া তাহার খর্ব্বতা হইয়াছে, উত্তর হিন্দুস্থান গমনে ঐ স্থান দিয়া এক প্রধান পথ আছে, ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে অর্থাৎ যৎকালীন কলনেল মনসন আপনি অপ্রকাশ রূপে বাস করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া এই নগরস্থ রাজা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, এবম্প্রকারে তিনি ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতি অশেষ রূপে সদাচার প্রকাশ করেন, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে, উক্ত রাজা মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোপে পতিত হইলে ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ৩৭০॥

বেরার॥ দক্ষিণ দেশে বেরার নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে খান্দেস ও আলাহাবাদ, দক্ষিণ দিগে আওরঙ্গাবাদ ও গোদাবরী নদী, পূর্ব্ব দিগে গণ্ডওয়ানা, পশ্চিম দিগে খান্দেস ও আওরঙ্গাবাদ, ঐ দেশের পরিমাণ প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ এই যে নব্য মান্দিয়ারের ক্ষুদ্র প্রদেশ একত্র করিলে ইহার দীর্ঘতা ২৩০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২০ ক্রোশ হইবেক, আবুল ফজল আকবর বাদশাহের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করেন যে এই দেশ কাবোল, পুনার, কহবলি, কর্ণালা, কলেমবাসন, মাহোর, মাণিকদুর্গ, পাটনা, তিলঙ্গানা, রামগড়, ভিকর, ও পফইএলে, এই ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইদানীং যে স্থান বেরার নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে আবুল ফজল যাহা লিখিয়াছেন সে প্রকৃত নহে, দ্বিতীয়তঃ দৌলতাবাদ ও উড়িস্যার মধ্যবর্ত্তী এই যে বেরার দেশ ইহার কথা দূরে থাকুক আকবর বাদশাহ উড়িস্যা দেশের পূর্ব্বাংশ কখন জয় করেন নাই, সুতরাং ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি অজ্ঞাত ছিলেন, অতএব তাঁহার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বিবরণ সন্দিগ্ধ হইতে পারে, এই বেরার দেশের সম্মুখে পর্ব্বত ও গড়গোয়ালিয়ার প্রভৃতি নানা দুর্গ আছে, তথাকার প্রধান নগরের নাম এলিচপুর, গোয়ালিয়ার, নরনালা পুনার, মান্দিয়ার ও পেটিরি এবং উক্ত দেশে গোদাবরী তপতী পূর্ণা বরদা ও কেতনা প্রভৃতি নদী আছে, তাহাতে সে স্থানে জলকষ্ট নাই, এই দেশে ধান্য, গোধূম, যব, তুলা, আফিম, চিক, ও চিনি এই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষের তাবৎ স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জন্মে, নানা কারণ বশতঃ এ দেশের প্রজাবৃদ্ধি হয় নাই, তথাচ অনুমান

২০০০০০ লক্ষ লোক আছে, তাহার দশ অংশের একাংশ জবন, আর সমুদয় হিন্দু, ইং ১৫১০ বাং ৯১৭ শালে দক্ষিণ দেশীয় ভামিনী রাজ্য বিনষ্ট হইলে যে সকল খণ্ডে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে এই বেরার দেশের দক্ষিণ দিগস্থ উম্মেদশাহি নামক স্থান উম্মেদ উল্‌মুল্ক দ্বারা স্থাপিত হয়, তাহার নামানুসারে উক্ত স্থান খ্যাত হইয়াছে, তাহারা চারি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল, তন্মধ্যে শেষ বাদশাহ বোরহান উম্মেদ শাহের নিকট হইতে তাঁহার অমাত্য ওফাল খাঁ বল দ্বারা রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহার নিকট হইতে মুরতিজা নিজাম শাহ অধিকার করিয়া ইং ১৫৭৪ বাং ৯৮১ শালে আওরঙ্গাবাদ ভুক্ত করিল, তাহার রাজত্বের পরে অর্থাৎ ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে এ দেশ মোগল রাজ্যাধীন হইল, পূর্ব্ব কালে এ দেশের কোন২ লোক নর্ম্মদা ও তপতী নদীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতোপরিস্থ কাল ভৈরব নামক দেবমূর্ত্তির সম্মুখে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণ ত্যাগ করিত। ৩৭১॥

বেরিলি॥ দিল্লী প্রদেশে জুয়া ও শঙ্করা নদী যে স্থানে পরস্পর যুক্তা হইয়াছে, তথা হইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে রোহেল খণ্ড সম্পৃক্ত বেরিলি নামে এক বৃহন্নগর আছে, তথা অনেক বসতি ও এক প্রাচীন দুর্গ আছে, উক্ত নগরে কোনকালে রোহিলার সৈন্যাধ্যক্ষ হাফেজ রহমতের রাজধানী ছিল, তিনি কাটিরা নামক স্থানের যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন, তাঁহার সমাজ এই নগরে আছে, উক্ত নগর মধ্যে তৈজস পাত্র যথেষ্ট প্রস্তুত হয়, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে ঐ হাফেজ রহমত বেরিলিনগর ও অযোধ্যা রাজ্য ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ইহারা ঐ হাফেজ রহমতকে উক্ত নগর

পুত্যর্পণ করিয়াছেন, বেরিলি নগর দিল্লী হইতে ১৪২ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে মোরসিদাবাদ দিয়া গমনে ৯১০ ক্রোশ, কিন্তু বীরভূমি দিয়া গমনে ৮০৫ ক্রোশ এবং লক্ষ্নৌ হইতে ১৫৬ ক্রোশ অন্তর। ৩৭২॥

বৈদ্যনাথ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে গড়ওয়াল দেশের নিকট কুমাইউন দেশ সম্পৃক্ত বৈদ্যনাথ নামে এক গ্রাম আছে, তথাকার বৈদ্যনাথ নামক এক পুংলিঙ্গ শিবলিঙ্গের নামানুসারে এই গ্রামের নাম বৈদ্যনাথ হইয়াছে, উক্ত দেবতার মন্দির গোমতী নদী তীরে স্থাপিত, এইক্ষণে সেই মন্দির ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে, কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা এই দেবতার পরিচর্য্যা করে, এবং তীর্থ যাত্রিরা যৎকালে হরিদ্বারে গমন করে তথন এই গ্রামে অনেক যাত্রির সমাগম হয়, এই স্থানে গর্গরা ও গোমতী নদী পরস্পর মিলিতা হইয়াছে। ৩৭৩॥

বোড়চ॥ গুজরাট দেশে নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে অথচ এই নদী যে স্থানে সমুদ্রে পতিতা হইতেছে তথা হইতে ২৫ ক্রোশান্তরে বোড়চ নামে এক দেশ আছে, এই স্থানে ভৃগু মুনির আশ্রম ছিল, তন্নিমিত্তে এই দেশ ভৃগুক্ষেত্র ও ভৃগুপুর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, ইং ১৫৭২ বাং ৯৭৯ শালে আকবরশাহ উক্ত দেশ অধিকার করিলে তথাকার বাণিজ্যের অতিশয় আধিক্য হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৮ শালে একবার মহামারীতে ৮০৯২২ জন প্রজার মধ্যে ২৫২৯৫ জনের মৃত্যু হয়, তন্নিমিত্তে ২৩৫৫ গৃহস্থ প্রজারা তথাকার বসতি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিল, ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে এ দেশের ও ইহার দুর্গস্থ লোক শুদ্ধা এ দেশে ২২৪৬৮ জন প্রজা সংখ্যা করা যায়, কিন্তু তৎকালাবধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি

হইয়া এইক্ষণে এক লক্ষ গণিত হইয়াছে, এই দেশে পশ্বাদির চিকিৎসা করণ নিমিত্তে হিন্দুদিগের এক চিকিৎসালয় আছে, তাহার ব্যয়ার্থে বাণিজ্য বিষয়ের কিঞ্চিদুপস্বত্ব এবং বৈবাহিক উপস্বত্ব সংগ্রহ হয়, উক্ত দেশে বাপ্তা প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে জেনেরেল ওএডর ব্রোণ এই দেশ অধিকার করণার্থে বোম্বাই হইতে আগমন করিয়া তথা কাল প্রাপ্ত হইলেন, তথাচ তাঁহার সৈন্যেরা হঠাৎ দুর্গ বেষ্টন করিয়া দেশাধিকার করিল, এবং ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালের প্রাক্ কালাবধি এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে রক্ষিত হইয়া কিয়দ্দিবস পরে মাধজী সিন্ধিয়াকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইল, যেহেতু ওয়ারগাম নামক স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা যৎকালে কারাগারে বদ্ধ ছিল তখন এই মাধজী সিন্ধিয়া ঐ কারাগারস্থ সৈন্যদিগের অনেক তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন, উক্ত দেশ পুরস্কার করণের বিশেষ অভিপ্রায় এই যে হয়দর শাহ যখন ইংলণ্ডীয়দিগের কর্ণাট দেশ আক্রমণ করিলেন। তৎকালে ঐ মাধজী সিন্ধিয়া যদ্যপি দ্বিতীয় বিদ্রোহী হয় এই নিমিত্তে ইংলণ্ডীয়েরা তাহার পূর্ব্বকৃত উপকারের প্রত্যুপকার ছলে উক্ত দেশ প্রদান করিয়া তাহাকে বশীভূত করিলেন ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে কলনেল উডিংটনের অধীন সৈন্যেরা এই মাধজীর উত্তরাধিকারি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার নিকট হইতে পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছে, এবং তৎকালাবধি এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের রাজত্বাধীন হইয়াছে. বোড়চ দেশ বোম্বাই হইতে ২২১ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ২৬৬ ক্রোশ, পুণ্যগ্রাম হইতে ২৮৭ ক্রোশ অন্তর। ৩৭৪ ॥

বোম্বাই॥ ভারত বর্ষের পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে বোম্বাই নামে এক উপদ্বীপ ও তদুপরি পোর্তুগীসদিগের স্থাপিত ১০ ক্রোশ দীর্ঘ ও ৩ ক্রোশ প্রস্থ পরিমিত বোম্বাই নামে এক নগর আছে, এই নগর সমুদ্রের দিগে যে রূপে বদ্ধ তদ্রূপ ইহার আর কোন দিগে নাই, অতএব বোধ হয় যে কোন শত্রু দল উপস্থিত হইয়া প্রকৃত রূপে যুদ্ধ করিলে জয়ী হইতে পারে, উক্ত নগরীয় দুর্গের উত্তরাংশে পারসিজাতিদিগের বসতি আছে, তাহারা প্রত্যূষ ও সায়ঙ্কালে এক প্রান্তরে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চনা করে কিন্তু তাহারদিগের স্ত্রী লোকেরা সেই মাঠে গমন করে না, উক্ত জাতীয়দিগের আর এই এক রীতি আছে যে তাহারদিগের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহারা সেই মৃতদেহ এক ছত্রহীন মণ্ডলাকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রক্ষা করে, পশ্চাৎ গৃধ্রাদিতে সেই শবের মাংস ভক্ষণ করাতে অস্থি সকল স্থানে২ নিঃক্ষিপ্ত হয় কিয়দ্দিবস পরে তাহার কোন আত্মীয় বান্ধব তথা গমন করিয়া সেই অস্থি সকল এক স্থানে সংস্থাপন করে, ইং ১৫৩০ বাং ৯৩৭ শালে বোম্বাই উপদ্বীপে পোর্তুগীসদিগের প্রথম রাজত্ব হয়, ইহারা তৎকালে আপনারদিগের গোয়া নামক স্থানের রাজধানীর নিকটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু সে দুর্গ বোম্বাই নগর হইতে দূর প্রযুক্ত তাহাতে পোর্তুগীসদিগের কোন উপকার হইল না, ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে কুইন কেথরিন বিবাহ কালে এই উপদ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্তা হওয়াতে দ্বিতীয় চারলস নামক বাদশাহ তাহার অধিকারী হইলেন, ইং ১৬ ৬২ বাং ১০৬৯ শালে উক্ত বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষের আজ্ঞানুসারে সর এব্রেহেম শিপমেনের অধীন ৫০০ শত অশ্বারূঢ় সৈন্য

আগমন করিয়া বোম্বাই ও ইহার নিকটবর্ত্তী সালসত্তি উপদ্বীপ এবং তানা নগর অধিকার করণে বাঞ্ছিত হইলে পোর্ত্তুগীসেরা কহিল যে আমরা কেবল বোম্বাই উপদ্বীপ যৌতুক প্রদান করিয়াছি কিন্তু তোমরা অন্যান্য স্থান ও গ্রহণেচ্ছা করিয়াছ অতএব প্রাদত্তও যে বোম্বাই উপদ্বীপ তাহাও প্রদান করিব না, এমতে উক্ত সৈন্যেরা প্রাপ্ত বিষয়ে নৈরাশ হইয়া আঞ্জিদিব উপদ্বীপে গিয়া বাস করিল, পশ্চাৎকুক সাহেব ইং ১৬৬৫ বাং ১০৭২ শালে বোম্বাই উপদ্বীপ অধিকার করিয়া ইং ১৬৬৬ বাং ১০৭৩ শালে তথাকার প্রভুত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং সেই বৎসরে সর জেরবিস লুকেশ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৬৬৭ বাং ১০৭৪ শালে ইহার মৃত্যু হওয়াতে কাপ্তেন হেনরি জিএরি তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরা আনন্দরাও গুইকুণ্ডারের নিকট গুজরাটের অন্তঃপাতি বোড়চ সুরাষ্ট্র কেম্বে গোয়ালোয়ার প্রভৃতি কএক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে ডঙ্কন সাহেব সায়ন নামক স্থানের সমুদ্র খাড়ি পারাবার হওন নিমিত্তে যে পথ করিয়াদিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায়ী অর্থাৎ যাহারা অন্যস্থান হইতে বোম্বাই নগরের হট্টে বিক্রয় করণার্থে দ্রব্যাদি আনয়ন করে তাহারদিগের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, কিন্তু ঐ পথ হওয়াতে কেবল খাড়ি দিয়া নৌকা গমনাগমনের ব্যাঘাৎ জন্মিয়াছে, উক্ত খাড়ি দ্বারা বোম্বাই ও শালসত্তি উপদ্বীপ পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে, বোম্বাই নগরে কলিকাতার রীত্যনুযায়িক এক বিচারালয় আছে, তথা এক জন বিচারকর্ত্তা ও তাঁহার তিন জন সহকারী এবং আটজন উকিল কঁৌনলিদ্বারা বিচারাদি সম্পন্ন হয়, ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ শালে

এই নগরে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজকর্ম্ম সম্পর্কীয় যে সকল লোক ছিল, তাহারদিগের বেতনাদিতে ১১৯১২১ টাকা ব্যয় হইয়া ছিল, তৎকালে বোম্বাই উপদ্বীপে ২২০০০০ প্রজা ছিল, তন্মধ্যে চারি হাজার য়িহুদী ও আট হাজার পারসি এবং আট হাজার মুসলমান তদ্ভিন্ন অবশিষ্টাংশ পোর্তুগীস ও হিন্দু, এই হিন্দু উক্ত সমূহ লোকের চতুর্থাংশের তিনাংশ ছিল, ব্যক্ত আছে যে বোম্বাই উপদ্বীপাধিপতি দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ এবং পারস্য ও আরব্যের সমুদ্র তীরস্থ তাবদ্দেশ শাসিত হয়, কিন্তু বোম্বাই উপদ্বীপের প্রকৃত রাজ্য সীমা মান্দরাজ ও বঙ্গদেশাপেক্ষা ন্যূনপরিমিত হইবেক, যেহেতু ইহার চতুরশ্রীয় ভূমি পরিমাণ ১০০০০ ক্রোশ, এ স্থানের জল ও বায়ু উত্তম নহে, তন্নিমিত্তে লোকদিগের হৃদয় মধ্যে মাংস বৃদ্ধি হইয়া যে এক ব্যাধি জন্মে, তাহাতে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হয়, তদ্ভিন্ন জ্বর ও সচরাচর হইয়া থাকে, উক্ত উপদ্বীপের হট্ট সকলে ফল কন্দাদির মধ্যে পোটেটসআলু ও পলাণ্ডু এবং ক্ষুদ্র মৎস্য যথেষ্ট আনীত হয়, কিন্তু বৃহৎ মৎস্য ততোধিক নাই, এবং এই স্থানে যে একপ্রকার বৃহদ্ভেক জন্মে, তাহা পোর্তুগীস ও মগজাতীয়েরা ভক্ষণ করে, এখানে যে সকল সেগুন কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, সেই কাষ্ঠ ঘাট নামক পর্ব্বতের পশ্চিম দিগস্থ বন ও তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত এবং বাসিন নামক স্থানের উত্তর দিগ হইতে আনীত হইয়া থাকে, এই উপদ্বীপে বাণিজ্য করণের প্রধান নগর বোম্বাই বোড়চ সুরাষ্ট্র কেম্বে ও গোগো, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ ও পারস্য মহনার উত্তর দিগস্থ লোকদিগের সহিত বোম্বাই উপদ্বীপের লোকেরা বাণিজ্য করে, এবং এই উপদ্বীপ ও সুরাষ্ট্র হইতে তুলা, চন্দনকাষ্ঠ, মরিচ, এবং মালাবার

হইতে গোঁদ, ও গাছড়া, এবং আরব্য এবিসিনিয়া, ও পারস্য হইতে মুক্তা এবং কেম্বে হইতে হস্তিদন্ত ও আকিক নামক প্রস্তর বিশেষ আর মালদিব ও লাকদিব উপদ্বীপ হইতে পক্ষীর নীড় ও হাঙ্গরের কানুকা ইত্যাদি দ্রব্য চীন দেশে প্রেরিত হয়, পরন্তু বোম্বাই নগর মধ্যে ও তাহার সীমাতীত স্থানে পোর্তুগীস আর মানি ও রিহুদি জাতীয়দিগের নানা দেবালয় আছে, আর এ স্থানের দুর্গের দেড় ক্রোশান্তরে ব্ল্যাক টৌন নামক স্থানে বোম্বা দেবীর যে এক মন্দির আছে, সে এ স্থানের তাবৎ দেবালয় অপেক্ষা বৃহৎ এবং এই বোম্বাই নগরের রাজগৃহ অতি উৎকৃষ্ট। ৩৭৫ ॥

বুদ্রা ॥ গুজরাট দেশে চম্পানিয়ার দেশ সংযুক্ত মহারাষ্ট্রীয় গুইকুণ্ডার বংশোদ্ভব এক প্রধান ব্যক্তির বুদ্রা নামক এক রাজধানী নগর আছে, এই নগর গুজরাট দেশ মধ্যে বৃহৎ ও উত্তম স্থান এবং বোড়চ দেশ হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে, আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্য কালে এ নগর ধনাঢ্য হইয়া অদ্যাবধি এ স্থানে যথেষ্ট বাণিজ্য হয়, ইং ১৭২৬ বাং ১১৩৩ শালে বর্ত্তমান অধিকারির প্রপিতামহ পিলাজি গুইকুণ্ডার গুজরাট দেশ আক্রমণ করত ইং ১৭৩০ বাং ১১৩৭ শালে মহারাষ্ট্রীয় শিবজীর পৌত্র শাহু রাজাকে পরাভব করিয়া অধিকার করিল, পশ্চাৎ পিলাজির পৌত্র দামাজি এই নগরাধিকার করিলে পেশ্বা বাজিরাও কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া গুজরাটের অর্দ্ধেক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কোন উত্তরাধিকারির পুত্র ফতে সিংহ ইং ১৭৮৯ বাং ১১৯৬ শালে কাল প্রাপ্ত হইলে তাহার ভ্রাতা মানাজী উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে তাহার

ও মৃত্যু হইল, তৎকালে গোবিন্দরাও নামক ঐ ফত্তে সিংহের আর এক ভ্রাতা সিংহাসনোপবেশন করিলেন, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দরাও গুইকুঙার ক্রমাগত রাজ্য করিয়াছে, ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরা পুথমে এই নগর জ্ঞাত হইলেন, তখন পুণ্য নগরের মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সন্ধিতে এই স্থির হইয়া ছিল, যে ফত্তে সিংহ গুইকুঙার ইহারদিগের অনুগত থাকিলে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ হইবেক, তন্নিমিত্তে ঐ গুইকুঙার ইংলণ্ডীয়দিগকে যথোচিত মান্য ও পেশ্বাদিগকে রীতিমত রাজস্ব পুদান করিয়াছে, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে মলহর রাও আনন্দ রাওএর সহিত যুদ্ধ করিয়া বাসিন নগর অধিকার করিল, তাহাতে আনন্দরাও ইংলণ্ডীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইংরাজ সৈন্যেরা মলহর রাওকে পরাভূত করিয়া রাজ্য হইতে দূরীকরণ করত তাহার কড়ি নামক স্থানের দুর্গ এবং অধিকার গ্রহণ করিল, পশ্চাৎ মলহর রাও ও আনন্দ রাও এই উভয় ব্যক্তির সন্ধি হইলে মলহর রাওকে তাহার রাজ্যের কিয়দংশ পুত্যর্পিত হইল, উক্ত ব্যক্তি পুাপ্ত রাজ্যাংশের উপস্বত্ব হইতে যুদ্ধের নিমিত্তে ইংলণ্ডীয়দিগের যত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহা পুদান করিল। ৩৭৬॥

বুহ্মপুত্র ॥ ভারতবর্ষের তাবন্নদ ও নদী অপেক্ষা বৃহৎ বুহ্মপুত্র নামে এক নদ আছে, ইহার উৎপত্তি স্থান নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ এই যে এক হিমময় পর্ব্বত দ্বারা গঙ্গা ও এই নদের উৎপত্তি ভিন্ন ২ স্থানবর্ত্তী হইয়াছে, উক্ত নদ ঐ পর্ব্বতক্রোড় হইতে পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক হিমালয়

শ্রেণীর উত্তর দিগস্থ তিব্বত দেশে সানপু এবং জাঙ্কু নামে খ্যাত হইয়া লাসা নগর অতিক্রমণ করত পেইনমুক্ত নামক স্থানের নানা নদীর সহিত যুক্ত হইয়া যে পর্ব্বত দ্বারা তিব্বত দেশ আশাম দেশের সহিত পৃথক্ হইয়াছে তাহাকে ভেদ করত বিস্তৃত রূপে বহির্গমন পূর্ব্বক চিন দেশের অতি পশ্চিমস্থ ইউনন নামক স্থানের ২২০° ক্রোশান্তরে আশামের দিগে বহমান হইয়াছে, অনন্তর পশ্চিম দিগে নানা নদীর আসঙ্গে প্রশস্ত হইয়া বঙ্গদেশের বাঘমতী নদীর উত্তর দিগে আগমন পূর্ব্বক গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার তথা হইতে বঙ্গদেশীয় গারো পর্ব্বতের পশ্চিম দিগে আসিয়া দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করত ঢাকা দেশস্থ মেঘনা নদীতে যুক্ত হইয়াছে, তথা ঐ মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের দশাংশের একাংশ অপেক্ষা ন্যূনপ্রশস্তা হইয়া ও তাহার নাম লোপ করত স্বনামে বিখ্যাতা হইয়া বঙ্গদেশের মহনার নিকটে গঙ্গার সহিত যুক্তা হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র নদের গতি যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত আছে, তাহা পরিমাণে ১৬৫০ ক্রোশ হইবেক, উক্ত নদ যে ভারতবর্ষের তাবৎ নদী অপেক্ষা বৃহৎ ইহা ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালের প্রাক্কালাবধি ইউরোপে প্রকাশ ছিল না। ৩৭৭ ॥

ভদ্রকালম ॥ বিজাগাপাটামের ১৩৪ ক্রোশ পশ্চিম দিগে ও গোদাবরী নদীর উত্তর পূর্ব্ব দিগে পলৌশাহ্ রাজার অধিকারে ভদ্রকালম নামে এক নগর আছে, এই নগর দিয়া ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ি লোকেরা যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যায় ঐ পলৌশাহ্ রাজা সেই সকল দ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ করেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্থান হইতে উত্তর সরকারে যথেষ্ট তুলা প্রেরণ করে, ও তথা হইতে লবণ এবং নারিকেল

আনয়ন করে, উক্ত তদ্‌কালমের দক্ষিণ দিগে শ্রীশ্রী৺সীতাদেবীর এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, এই নগরের চতুর্দ্দিগে বন আছে। ৩৭৮।

ভবানী কুণ্ডল ॥ কৈম্বিটুর দেশে ভবানী ও কাবেরী এই উভয় নদীর মিলন স্থানের নিকট অতি প্রাচীন ভবানীকুণ্ডল নামে এক দুর্গ আছে, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় গৌতম দলি নামক এক ব্যক্তির স্থাপিত শিব ও বিষ্ণু এই দুই দেবতার দুই দেবালয় আছে, এই ব্যক্তি মাদুরা রাজার অধীনে উক্ত দুর্গের নিকটবর্ত্তী তাবদ্গ্রামের অধিকারী ছিল, কিন্তু তাহাকে রাজস্ব প্রদান করিত না কেবল সময়ানুসারে কোন যুদ্ধোপস্থিত হইলে তাহার স্বপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত, তৎকালীন মাদুরা রাজ্য ভুক্ত শালিম ত্রিচিহ্নপল্লী ও তানজোরের দক্ষিণ দিগে যে সকল গ্রাম ছিল সে সমুদয় সচরাচর অঙ্গরা নামে খ্যাত হইত, এই ভবানী কুণ্ডলের ১০ ক্রোশান্তরে এক স্থানের বালুকা ভূমিতে উত্তম ধান্য জন্মে। ৩৭৯॥

ভরতপুর ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ২৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ভরতপুর নামে এক নগর আছে, এই নগর শ্রেষ্ঠতম জাট জাতীয় রাজার অধিকার, ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে উক্ত জাতিরা মুলতান প্রদেশের সিন্ধু নদীর তীর হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়া বাস করিল, কিয়দ্দিবস পরে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশে অর্থাৎ দোয়াবের নানা স্থানে কৃষিকর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং যৎকালে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিদিগের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন ইহারা এক বৃহৎ দেশ অধিকার করিয়া তথা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, এবং উক্ত জাতীয় চূড়ামণি নামক এক ব্যক্তি আওরঙ্গজেব বাদশাহের দক্ষিণ দেশের যুদ্ধে যাত্রাকালীন

তাহার সৈন্যগণের প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক তাহারদিগের তাব দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছিল, তদনন্তর সেই চৌর্য্য ধনের কিয় দংশ ব্যয় করিয়া এই ভরতপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে ইহার উত্তরাধিকারি সুরজমল রাজ্য কর্ম্মের রীতি বদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ নদজিফ খাঁর যুদ্ধে কাল প্রাপ্ত হইলেন, ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে তাঁহার পুত্র জেওয়ার সিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া গুপ্তাঘাতে লোকান্তর গমন করিলেন, তৎপরে তাহার ভ্রাতা রত্ন সিংহ সিংহা সনোপবেশন করিয়া তদ্রূপে হত হইলেন, তাহার পর কয়েরি সিংহ নামক তাঁহার আর এক ভ্রাতা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে ঐ নদজিফ খাঁ কর্ত্তৃক জাট জাতীয়দিগের অধিকাংশ রাজ্য অধিকৃত হওয়াতে ভরতপুর ও এক গ্রাম মাত্র তজ্জাতীয়দিগের অধিকার ছিল, তখন সেই গ্রামে বৎসর২ সাত লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত, উক্ত কয়েরি সিংহ অবর্ত্তমানে ইহার পুত্র রণজিত সিংহ রাজ্যাধিকারী হইয়া মাধজী সিন্ধিয়ার হিন্দুস্থান প্রথম জয় করণ কালীন তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ রণজিত সিংহকে যথেষ্ট সম্মান করিত ইং ১৮০৩ বাং ১২ ১০ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের পক্ষীয় জেনেরেল লেকের সহিত ভরতপুরের রাজা রণজিত সিংহের সন্ধি হইয়া এই স্থির হয় যে ইংলণ্ডীয়েরা কখন উক্ত রাজার রাজ্য অধিকার করণে কিম্বা তা হার কোন দেশের রাজস্ব গ্রহণে বাঞ্ছা করিবেন না, এবং ইং ণ্ডীয়দিগের রাজ্য আক্রমণ করণার্থে কোন বিদ্রোহী আগত হইলে ঐ রাজা ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতিপক্ষ হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তদ্রূপ ইংলণ্ডীয়েরা ও রাজপক্ষ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহি

দিগের পরাজয় ইচ্ছা করত আপনারদিগের সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবেন, এই সন্ধি ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত দৃঢ় রূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ রাজা অন্যায়াচরণ করিলেন অর্থাৎ যশোবন্তরাও হুলকর যতবার লার্ড লেক কর্ত্তৃক পরাভূত হইতে লাগিল, ততবার ঐ রাজা তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন, এবং উক্ত হুলকর দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার সৈন্যদিগকে ভরতপুরের দুর্গ মধ্যে বাসস্থান দিলেন, উক্ত রাজার এই গর্হিত ব্যবহার জন্যে অসূয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ মধ্যে ইংলণ্ডীয়দিগের যে তিন বার ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে এই যুদ্ধে তাহারদিগের অধিক সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল, তথাচ উক্ত রাজা যুদ্ধে ইংলণ্ডীয়দিগের নৈপুণ্য দেখিয়া যে কোন প্রকারে হউক ইহারা জয়যুক্ত হইবেক এমন বিবেচনা করত সন্ধি করণার্থে আপন পুত্রকে জেনেরেল লেকের শিবির মধ্যে প্রেরণ করিলেন, পরে উক্ত শালে দ্বিতীয় বার সন্ধি হওয়াতে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ভরতপুরের লোক দিগের পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বন্ধুতা হইল, এই রাজার রাজ্য সীমা কখন প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, তন্মধ্যে ভরতপুর, বাই য়ানা, ও দিগ এই তিন নগর ভিন্ন আর কোন প্রধান নগর নাই। ৩৮০॥

ভাগমতী॥ নেপাল রাজ্য মধ্যে কাটামুণ্ড নামক স্থানের সন্নিকটস্থ শিবপুরী নামক পর্ব্বতের উত্তর দিগ হইতে ভাগমতী নাম্নী এক নদী আরম্ভ হইয়া পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক উক্ত রাজ্যের কোন দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলবর্ত্তী যে স্থান সেই স্থান দিয়া গমন করত শিবপুরী হইতে বিষ্ণুমতী নাম্নী যে আর এক নদী নির্গতা হইয়াছে তাহার সহিত কাটামুণ্ড নামক স্থানের

কিঞ্চিদ্দূরে মিলিত হইয়া হরিপুর অতিক্রমণ করত ইংলণ্ডীয় দিগের রাজত্বাধীন মুনিয়ারি নামক স্থানে প্রবেশ করিয়া পরে মুঙ্গেরের দক্ষিণ দিগে কএক ক্রোশ অন্তরে গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, ইহার তাবৎ বক্রতা সুদ্ধা দীর্ঘ পরিমাণ ৪০০ ক্রোশ হইবেক। ৩৮১॥

ভাগলপুর॥ বাহার দেশে ভাগলপুর নামে এক নগর আছে, ইদানীং এ নগর মুঙ্গের নগর ভুক্ত হইয়াছে, ইহার চতুরশ্রীয় ভূমি পরিমাণ ২৮১৭ ক্রোশ, সে তাবৎ ভূমি উর্ব্বরা এবং তাহাতে জল কষ্টতা নাই, এ নগরের নিকটবর্ত্তি গ্রামে রেশম ও সূত্র মিশ্রিত অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র জন্মে, আর এ স্থান হইতে এক দিবসের পথ অন্তরে গোগানালার নিকটে রাজমহলের ভূস্বামী ও রাজকর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক মৃত কিবলেণ্ড শাহেবের এক সমাজ আছে, এই ব্যক্তি ভাগলপুরের দুরাত্মা মনুষ্য দিগকে অনেক উপদেশ দিয়া এমত সভ্য করিয়াছিলেন, যে তাহারা পূর্ব্বে যে২ স্থানে দৌরাত্ম্য করিত সেই সকল স্থান এইক্ষণে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেছে, উক্ত শাহেব তাহার দিগের প্রায় ৩০০ শত মনুষ্যকে ইংলণ্ডীয়াধীন সৈন্য কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন, এই ভাগলপুর নগরের মধ্যস্থল দিয়া গঙ্গা গমন করিয়াছেন। ৩৮২ ॥

ভাটগাং॥ উত্তর হিন্দুস্থানে কাটামুণ্ড নামক নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ৮ ক্রোশ অন্তরে দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী গুড়খালি রাজার রাজ্যভুক্ত ভাটগাং নামক এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগরের আকার বীণা যন্ত্রের ন্যায় নেপালীয় নিওয়ার জাতীয়েরা ইহাকে খোসপদ বলে, পূর্ব্বকালে ইহার নাম ধর্ম্মপুতন ছিল, এ স্থানে অনেক নেপালীয় ব্রাহ্মণের বসতি আছে,

এবং তথাকার রাজ গৃহ প্রভৃতি প্রায় ১২০০ শত সংখ্যক ইষ্টকালয় আছে, এই ভাটগাং নগরে সংস্কৃত বিদ্যার অধিক চর্চ্চা হয়, এবং তথা তদ্বিদ্যার নানাবিধ পুস্তক আছে, তন্নিমিত্তে এই নগরকে প্রায় বারাণসী তুল্য গণনা করা যায়। ৩৮৩॥

ভীমা॥ পুণ্য নগরের উত্তর দিগে গোদাবরী নদী তীরস্থ পর্ব্বত হইতে ভীমা নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই নদী তথা হইতে পুণ্য নগরের পূর্ব্ব দিগে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করত বিদর প্রদেশের ফিরোজ গড় নগরের নিকট কৃষ্ণা নদীতে যুক্তা হইয়াছে, এই কৃষ্ণাতে যে সকল নদী পতিতা হই তেছে তন্মধ্যে ভীমা নদী প্রধানা, উক্ত নদী তীরে এক প্রকার ঘোটক জন্মে, তাহারা কৃষ্ণ বর্ণ ও বলবন্ত ও সুন্দর হইয়া থাকে এবং এই নদীর নামানুসারে ঐ সকল ঘোটক ভীমা রতাদি নামে খ্যাত হয়, এই নদীর দীর্ঘ পরিমাণ ৪০০ ক্রোশ হইবেক। ৩৮৪॥

ভূতান॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ভূতান নামে এক দেশ আছে, হিন্দুস্থানের লোকেরা ইহাকে দেবরাজার দেশ এবং তিব্বত দেশীয়েরা দকবা কহে, এই দেশের উত্তর দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী এই পর্ব্বত দ্বারা ভূতান দেশ তিব্বত হইতে পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে বঙ্গদেশ, পূর্ব্ব দিগে আশাম, পশ্চিম দিগে নেপালীয় কৈরন্ত নামক দেশ, ভূতান দেশের পর্ব্বতে অবিরত শিশির পতিত হয়, কিন্তু কোন ২ স্থানে লোকালয় ও ক্ষেত্র ভূমি ও উদ্যান এবং নিবিড় বন আছে, এবং এতদ্দেশীয় যে পর্ব্বত বঙ্গদেশের দিগে আছে, তাহার নিম্ন ভাগে ২৫ ক্রোশ পরিমিত ভূমিতে উত্তম ২ শাকাদি যথেষ্ট জন্মে, ভূতান দেশে আশ্চর্য্য বিষয় কিছুই নাই, এবং সর্ব্বত্র শোভাহীন দৃষ্ট হয়, আর

বঙ্গ দেশে যেমত সুবৃষ্টি হয় এই দেশে তদ্রূপ হয় না, এই দেশের পর্ব্বতস্থ নদী সকলের উদ্ধাত বাষ্পসংসর্গী বায়ুর গমনাগমনে তাবৎ গ্রামের লোকদিগের অতিশয় পীড়া হইয়া থাকে, তন্নিমিত্তে তাহারা কুৎসিতাকার ও বলহীন হয়, উক্ত দেশের প্রায় তাবৎ লোকেই কৃষি কর্ম্ম কিম্বা গৃহ নির্ম্মাণাদির কোন উপায় জ্ঞাত নহে, কিন্তু এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকেরা শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা সহ্য করিয়া তাবৎ পরিশ্রমের কর্ম্ম করে, এ দেশে বৃহৎ ২ হস্তী ও বানর এবং টাঙ্গন নামে এক প্রকার প্রসিদ্ধ ঘোটক জন্মে, এবং এই দেশ হইতে কমলালেবু আকরোট এবং লোমজ বস্ত্র বঙ্গদেশীয় রংপুরে আনীত হয়, ভূতান দেশে কোচবেহার দেশীয় টাকা চলিত আছে, তাহার মূল্য সিক্কা টাকার তৃতীয়াংশের একাংশ, এই দেশের প্রধান নগর তসুদন তথা রাজধানী ও দেবরাজার রাজ গৃহ আছে, তদ্ভিন্ন ঘাসা ওয়ান্দিপুর ও মরিচম প্রভৃতি নগর আছে, এ দেশীয় লোকেরা যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ হয়, তাহারা ধনুর্ব্বাণ তলওয়ার ও ছুরিকা দ্বারা যুদ্ধ করে, ইহারদিগের বাণের ফলেতে বিষ মুক্ষিত থাকে, এই দেশ জবন জাতি কর্ত্তৃক কখন আক্রান্ত হয় নাই। ৩৮৫ ॥

ভূপাল॥ মালোয়া দেশে উজ্জয়িনী হইতে ১১০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত ভূপাল নামক এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে প্রস্তরময় ভিত্তি বেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত এক দুর্গ আছে, এই দুর্গের চতুর্দ্দিগে পরিখা নাই, কিন্তু ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে যে জলপাত হইতেছে সেতু দ্বারা সেই জলের গতি রোধ করাতে ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়া এক বৃহৎ জলাশয় হইয়া উক্ত দুর্গের দক্ষিণ দিগ দৃঢ় রূপে বদ্ধ হইয়াছে, এই ভূপাল নগরের সমুদয় স্থান

পাঠানদিগের অধিকার তাহারা আওরঙ্গজেব কর্তৃক এ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এই স্থানে ১০০০০০০ টাকা উপস্বত্ব হইয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা সমুদয় স্থান উচ্ছিন্ন হওয়াতে উপস্বত্বের ও ন্যূনতা হইয়াছে। ৩৮৬ ॥

মথুরা ॥ আগ্রা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ও যমুনার পূর্ব্বাংশে মথুরা নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান আছে, এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, ইং ১০১৮ বাং ৪২৫ শালে গিজনির মহম্মদ শাহ এই স্থান অধিকার করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, তৎপরে পুনর্ব্বার এই স্থানে নানা মন্দির স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে উর্চ্ছা নিবাসি ভীর সিংহ দেও ৩৬০০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে মন্দির ও আওরঙ্গজেব ভগ্ন করিয়া তাহার দ্রব্যাদিতে তথা এক জাবনিক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই স্থান মোগলদিগের রাজত্বাধীন হইয়া চির কাল উৎপাৎ গ্রস্ত হইয়াছিল, বিশেষতঃ ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে মহম্মদ শাহ আবদালি অধিপতি হইয়া এ স্থানের প্রায় তাবৎ লোককে নষ্ট করিয়াছিল, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে মহারাষ্ট্রীয় সিন্ধিয়া এই স্থান প্রাপ্ত হয়, এই মথুরাতে বহু সংখ্যক দীর্ঘকায় বানর আছে, সেই সকল বানর মাধজী সিন্ধিয়ার ব্যয় দ্বারা প্রতিপালিত হয়, দৈবাধীন কোন কালে এক বানর অকস্মাৎ খঞ্জ হইলে তৎকালীন মাধজী সিন্ধিয়া পানিপতের যুদ্ধে খঞ্জ হইলেন, তাহাতে ঐ বানর অতিশয় মান্য ও আদৃত হইয়াছিল, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫

এক প্রকার ক্ষুদ্র মক্ষিকা আছে, তাহারদিগের দংশনে গাত্রেতে কণ্ডূয়ন অর্থাৎ চুলকোনা হইয়া তাবৎ শরীরে ক্ষত হয়। ৩১১॥

মসলিপাটাম॥ উত্তর সরকারে কন্দাপিলিস্থান সম্পৃক্ত মসলিপাটাম নামে এক নগর আছে, তথা যথেষ্ট বাণিজ্য হইয়া থাকে, ও তাহার উত্তর ও পূর্ব্ব দিগ ভিন্ন আর কোন দিগে জাহাজ গমন করিতে পারে না, এবং কেপকমোরিন হইতে এ নগরে আগমনের পথে সমুদ্রে তাদৃশ তরঙ্গ নাই, তন্নিমিত্তে ৩০০ টন পরিমাণের ভার বহন করে যে জাহাজ সেও ঐ পথ দিয়া নিরুদ্বেগে আসিতে পারে, উক্ত নগর হইতে দেড় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ১৬০০ হস্ত দীর্ঘ ও ১২০০ হস্ত প্রস্থ এই পরিমাণে এক দুর্গ আছে, এবং ঐ দুর্গের নিকটে লবণ প্রস্তুত করণের এক খাত আছে, মসলিপাটাম নগরের নিকটবর্ত্তি গ্রামে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর জল দ্বারা কৃষিকর্ম্ম হইয়া যথেষ্ট ধান্য জন্মে, সেই ধান্য প্রতি বৎসর এই নগরে আনীত হইয়া বিক্রয় হয়, অল্পকাল হইল এ স্থানে বাণিজ্যারম্ভ হইয়া ইদানীং বসরা ও কলিকাতা রাজধানী প্রভৃতি নানা স্থানের সহিত বহু বাণিজ্য হইতেছে, কলিকাতা হইতে মসলিপাটামে তণ্ডুল, রেশম, শাল, মদিরা ও চিনি প্রেরিত হয়, উক্ত নগরে উত্তম নস্য ও ছিটবস্ত্র প্রস্তুত হয়, সেই দুই সামগ্রী মালদিব উপদ্বীপে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং তথা হইতে যথেষ্ট নারিকেল আনীত হয়, ইং ১৪৮০ বাং ৮৮৭ শালে ভামিনী বাদশাহ কর্ত্তৃক মসলিপাটাম নগর প্রথম অধিকৃত হইয়াছিল, তৎপরে ইং ১৬৬৯ বাং ১০৭৬ শালে ফ্রান্স জাতিরা তথা এক বাণিজ্যাগার স্থাপন পূর্ব্বক ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ইহার দুর্গ অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিগে নূতন প্রাচীর বদ্ধ করিয়াছিল, তৎপরে ইং ১৭৫৯ বাং ১১৬৬

শালে কলনেল ফোর্ড অধীন ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা ফ্রান্স দিগের নিকট হইতে অধিকার করিয়া এই নগর উত্তর সরকারের এক খণ্ড বলিয়া ব্যক্ত করিল, মসলিপাটাম নগর অদ্যাবধি ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে আছে, উক্ত নগর কলিকাতা হইতে ৭৬৪ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ১০৮৪ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ২৯২ ক্রোশ, এবং হায়দরাবাদ হইতে ২০৩ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ৩৯২॥

মহীসুর॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে মান্দরাজ দেশাধীন মহীসুর নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ২১০ ক্রোশ ও প্রস্থ ১৪০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র২ পর্ব্বত অনেক আছে, এবং এই দেশ সমুদ্র হইতে ২০০০ হস্ত উচ্চ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে যে সকল নদী আছে তাহার অনেক নদীর উৎপত্তি এই দেশে হইয়াছে, তথাকার প্রধান নদী তুম্বদ্রা, বেদবতী, কাবেরী, ভদ্রী, অর্কানাটী, পেনার, পালার এবং পানার কিন্তু ইহারদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধানা কাবেরী নদী, বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি হইয়া মালাবার ও করোমেণ্ডল নামক স্থানের সমুদ্র তীরস্থ ভূমি দিয়া আগমন করত ঘাট নামক পর্ব্বতে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়া এই দেশ দিয়া অতিশয় বেগে আইসে, সেই জল এ স্থানে অল্পকাল স্থায়ী হয় তাহাতে কৃষি কর্ম্মের অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে, এ দেশের জল ও বায়ু উত্তম, উক্ত দেশ ইদানীং পাটান, নাগর, ও ছত্রকল এই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাটান নামক খণ্ড সর্ব্ব বৃহৎ, ইহার অধীন ৯১ গ্রাম আছে, আর নাগর নামক খণ্ডের অন্তঃপাতি ১৩ গ্রাম এবং ছত্রকলের অধীনে ১৯ গ্রাম আছে, ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত মহীসুরের রাজপরিবারস্থ দিগের সন্ধি

সময়ে ছত্রকল ও নাগরখণ্ড পাটান খণ্ড ভুক্ত হইয়াছে৷ নানা কারণে বোধ হয় যে ইদানী অপেক্ষা পূর্ব্বকালে এ দেশে যথেষ্ট কৃষি কর্ম্ম হইত, ইহার যে ভূমিতে একবার ধান্য জন্মে সেই ভূমিতে অন্যান্য শস্য ও উৎপন্ন হয়, এই দেশের নিম্ন ভূমিতে তাম্বূল ও কোলার নামক স্থানের নিকটে আফিম জন্মে, এবং যে ফলের নির্যাসে আফিম হয় তাহার বীজেতে উত্তম মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া এ দেশের প্রধান লোকদিগের ভক্ষ্য হয়, এই দেশের নারিকেল বৃক্ষ সকল সাত আট বৎসরে ফলবন্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, এবং তথা যে এক প্রকার ঘোটক জন্মে তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকার তন্নিমিত্তে টীপু ও হয় দর শাহ স্থানান্তর হইতে উৎকৃষ্ট ঘোটক আনিয়া এই দেশে তাহারদিগের পাল বৃদ্ধি করাইবেন এই অভিপ্রায়ে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হয় নাই, ঘাট নামক পর্ব্বতের উত্তর দিগে গর্দ্দভের ন্যায় এক প্রকার পশু আছে, তদ্দেশীয় লোকেরা তাহারদিগের দুগ্ধ পান করে না, মহীসূর দেশে পূর্ব্ব কালে যথেষ্ট শূকর ছিল কিন্তু টীপুশাহ তাহারদিগকে আপ নার রাজ্য হইতে একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন, এ দেশে বানর ও কাষ্ঠমার্জ্জার যথেষ্ট আছে, সেই বানর সকল অতি শয় দৌরাত্ম্য করে তথাচ তথাকার লোকেরা পাতক ভয়ে তাহারদিগকে বধ করে না, এই দেশের প্রায় অনেক লোকে স্বগোত্রীয়া কন্যাকে বিবাহ করে, কিন্তু হলিয়া নামক যে এক জাতি আছে তাহারা অত্যন্ত নীচ জাতি হইয়া ও তদ্রূপ ব্যবহার না করিয়া চিরকালের পরিচিত ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে, পূর্ব্বকালে উক্ত মহীসূর দেশে প্রায় উৎকৃষ্ট গৃহ ছিল না, কারণ তথাকার হিন্দু জাতীয়েরা আপনারদিগের ভদ্রাসন বাটী উত্তম

রূপে নির্ম্মাণ করিত না, এবং টীপু শাহের রাজ্য কালাবধি জবনেরা উত্তম গৃহেতে নিরাবশ্যক বিবেচনা করিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি ও আহারীয় দ্রব্য এবং তামসিক উৎসবে ধন ব্যয় করিত, কিন্তু অল্পকালাবধি সে স্থানে উত্তম২ গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে, এ দেশে তিন প্রকার প্রধান ব্রাহ্মণ জাতি আছেন, তদ্ভিন্ন মালাবার দেশীয় নিয়ার নামক এক জাতীয়েরা বাস করে, তাহারা বঙ্গ দেশীয় কায়স্থের ন্যায় এবং এখানকার তাবৎ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি কিন্তু এই সকল হিন্দু মধ্যে অধিকাংশ লোকে মদ্য পান ও মাংস ভক্ষণ করে, আর রাজপরিবারস্থ পুরুষেরা রাজাবুন্দ ও কোলানি নামক দুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত আছে, এই মহীসুর দেশের শালিঘটা নামক স্থানে মোরাশা জাতীয়দিগের কালভৈরব নামক এক দেবালয় আছে, উক্ত দেশের স্ত্রী লোকরা আপন পুত্রাদির প্রতিকূল শমনার্থে কামনা করত ঐ দেবতা সমীপে আপনারদিগের দক্ষিণ হস্তের দুই এক অঙ্গুলী ছেদ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধকামা হইলে প্রতিশ্রুত পূর্ণ করে, এই দেশের রাজারা জাদকুল হইতে উদ্ভব, তাহারদিগের আদি রাজার নাম চামরাজ, তিনি ইং ১৫০৭ বাং ৯১৪ শালে সিংহাসনোপবেশন পুর্ব্বক এ দেশের এক ক্ষুদ্র স্থানের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১৫৪৮ বাং ৯৫৪ শালে তিম রাজা হইতে রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল, ইং ১৫৭১ বাং ৯৭৮ শালে হিরিচম রাজার রাজ্য হইয়া ইং ১৫৭৬ বাং ৯৮৩ শালে পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে বেতাদি ওয়াদিয়ার নামক তাহার ভ্রাতৃপুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজওয়াদিয়ার কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, বোধ হয় এই রাজওয়াদিয়ার মহীসুর দেশের রাজবংশোদ্ভবদিগের

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা ছিলেন, তিনি অনেক দেশ অধিকার করত প্রাপ্ত রাজ্যসীমার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন, ইং ১৬১০ বাং ১০১৭ শালের যে সময়ে বিজা নগরের রাজার নিকট হইতে শ্রীরঙ্গ পত্তনের দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন ঐ বিজয় নগরের রাজাদিগের হ্রাসাবস্থা হইয়াছিল, এবং রাজওয়া দিয়াররে জীবদ্দশাতে ইহার পৌত্র দ্বিতীয় চামরাজ মহীসুর রাজ্যের অনেক বৃদ্ধি করিয়া ইং ১৬৩৭ বাং ১০৪৪ শালে পরলোক গমন করিলেন, তৎপরে রাজওয়াদিয়ারের পুত্র এম্মাদিরাজ রাজা হইয়া এক বৎসর গতে আপন অমাত্য কর্তৃক বিষ ভক্ষিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে বেতাদ চাঁমরাজ ওয়াদিয়ারের পুত্র কান্তিরেবি নরসারাজ রাজা হইয়া ইং ১৬৩৯ বাং ১০৪৬ শালাবধি ইং ১৬৫৯ বাং ১০৬৬ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করেন, এই রাজাএক মুদ্রাগার নির্ম্মাণ করিয়ছিলেন, তন্নিমিত্তে অদ্যাপি তাঁহার অনুরাগ আছে, ঐ মুদ্রাগারে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত তাহার নাম হুন, এই রাজার পরে দুগ্ধ দেওরাও উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৬৭২ বাং ১০ ৭৯ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করত মহীসুর দেশের নিকট বর্ত্তী ওয়াদিয়ার ও নাএকদিগের অধিকার হইতে অনেক জয় করিয়াছিলেন, উক্ত শালে চিকদেওরাজ সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে লোকান্তর গমন করি লেন, এই রাজা ঐ ওয়াদিয়ারদিগের সমুদয় রাজ্য জয় করিয়া যে রূপ কর নিশ্চয় করিয়াছিলেন অদ্যাবধি সেই প্রকারে কর গ্রহণ হইতেছে, উক্ত রাজা বাঙ্গালোর দেশ ক্রয় করেন, এবং জঙ্গম নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন, উক্ত শালে শেষ রাজা কান্তিরাজ সিংহাসনোপবেশন করিলেন, এই রাজা

আজন্মাবধি বধির ও মূক হইয়া কেবল সিংহাসনের শোভা মাত্র ছিলেন, তাঁহার অমাত্য বর্গেরাই প্রায় রাজ্য শাসন করিত, ইং ১৭১৪ বাং ১১২১ শালে উক্ত রাজা কাল প্রাপ্ত হইলে দুদ্ধকিষণ রাজ উত্তরাধিকারী হইলেন, ইং ১৭৩১ বাং ১১৩৮ শালে এই রাজার লোকান্তর গমনের পর তৃতীয় চামরাজ তৎসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ইহার প্রধান অমাত্য দেব রাজ ও ননসিরাজ, ইং ১৭৩৪ বাং ১১৪১ শালে এই দুই অমাত্য ঐক্য হইয়া চামরাজকে কারাগারে বদ্ধ করত চিকিকিষণ রাজকে রাজা করিল, ইহার অমাত্য দেওরাজ ও উক্ত ননসি রাজের পুত্র দ্বিতীয় ননসিরাজ, ইহারা বহুকাল পর্য্যন্ত মেজর লারেন্সের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাভব হইয়াছিল, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে উক্ত রাজা হয়দরআলি খাঁকে আনাইয়া ডিণ্ডিগল নামক স্থান জয় করাইয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি ক্রমে২ মহীসুর দেশ ও ইহার নিকটবর্ত্তি নানা স্থানের অধিপতি হইয়া ঐ ননসি রাজকে দেশ হইতে বহিষ্করণ করত তথাকার রাজাকে সিংহাসনের শোভন স্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না, এই হয়দর শাহ ২৭ বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহাতে অতিশয় ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত লিখন পঠনে অপারগ ছিলেন, ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে ঐ বাদশাহ আপন কর্ম্মাধ্যক্ষ কুণ্ডিরাও কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন, এবং তৎকালাবধি দৃঢ়তর রূপে রাজ্য করত ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে বেদনোর, শুণ্ডা ও কর্ণাট এবং ইং

১৭৬৬ বা° ১১৭৩ শালে কলিকট ও মালাবারের অধিকাংশ দেশ জয় করিলেন, এবং তৎকালে ঐ চিককিষণ দেওরাজ ওয়াদিয়ার কাল প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার সিংহাসনে আপন জেষ্ঠ পুত্র টীপু শাহকে যথাবিধি ক্রমে অভিষেক করিলেন, তৎপরে ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালে মহারাষ্ট্রীয় পেসওয়া মধুরাও কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে নিম্ন কর্ণাট আক্রমণ পূর্ব্বক তাবৎ লুট করত দেশ ছত্রভঙ্গ করিয়া তথাকার তাবৎ অপহৃত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া মান্দরাজ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথা মেং হেষ্টিং ও সর আইয়র কুটের ঘোরতর যুদ্ধে নিবারিত হওয়াতে আগমনের প্রতিবন্ধক হইল, তথাচ তিনি ফ্রান্স জাতীয়দিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে আপন পুত্র টীপু শাহের সৈন্যধ্যক্ষ কর্ম্মে নৈপুণ্য দেখিয়া তাহাকে রাজ্য ভার প্রদান করত লোকান্তর গমন করিলেন, অপর ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শাল পর্য্যন্ত টীপু শাহ ঐ যুদ্ধ ক্রমাগত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এবং তিনি ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে ত্রেবেঙ্কর রাজ্য হঠাৎ আক্রমণ করিলে তথাকার রাজা ইংলণ্ডীয় দিগের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিল, তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা টীপুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলে শ্রীরঙ্গপত্তনে লার্ড ওয়ালিসের সহিত সন্ধি হইল, এই যুদ্ধোপক্রমে টীপুশাহের প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছিল, কিয়দ্দিবস পরে ঐ টীপু শাহ ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত অপ্রণয় করিবার বাঞ্ছায় এবং পরাজিত রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করণাভিপ্রায়ে জেমন শাহ ও ফ্রান্সদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং ইংলণ্ডীয়

দিগের অধিকারস্থ জবনদিগের পরস্পর অনৈক্য ও রাজ বিদ্রোহী করাইবার চেষ্টা করাতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধারম্ভ হইল, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের জেনেরেল হারিসের অধীন সৈন্যেরা শ্রীরঙ্গপত্তনে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল তৎকালে অন্য এক ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া টীপুশাহকে নষ্ট করিল, এই বাদশাহের ধ্বংস হওয়াতে মহীসুর দেশে জবন জাতির রাজত্ব শেষ হইল ইহারা ৩৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিল, উক্ত দেশের যে২ নগরে যথেষ্ট বসতি ছিল, টীপু শাহের এই শেষ যুদ্ধ জনিত মহোপদ্রবে তথাকার লোকেরা এতাদৃশ ক্লেশিত হইয়াছিল যে অদ্যাবধি সে সকল স্থানে মনুষ্যদিগের পদ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, উক্ত শালে ইংলণ্ডীয়েরা এই দেশস্থ পূর্ব্বকালের রাজবংশীয় মহারাজ কৃষ্ণ উদাবর নামক ৬ বৎসরের এক বালককে সিংহাসনোপবেশন করাই লেন, এবং এই দেশের রক্ষার্থে ইংলণ্ডীয়দিগের যে সৈন্য থাকি বেক তাহারদিগের ব্যয় নিমিত্তে প্রতি বৎসর ২৬০০০০০ লক্ষ টাকা পাইবার স্থির করিলেন, তৎকালাবধি মহীসুর দেশের প্রজারা সুখে বাস করিতেছে, এই মহীসুর রাজ্যে অল্পকালের মধ্যে পুনর্ব্বার এতাদৃশ প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে যে ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে সংখ্যা করিয়া ২১৭১৭৫৪ জন মনুষ্য গণিত হয়, উক্ত রাজ্যে কৃষিকর্ম্মের ও বাহুল্য হইয়াছে। ৩৯৩॥

মাঙ্গালোর॥ দক্ষিণ কর্ণাটে মাঙ্গালোর নামে এক নগর আছে, ইহার নামান্তর কতিয়ালবন্দর, উক্ত নগর মধ্যে এক বৃহৎ জলাশয় আছে, এই জলাশয় এক বালুকাময় স্থান দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথক্ হইয়াছে, কিন্তু বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত জলাশয় মধ্যে জাহাজ আগমন করে, এবং

সমুদ্রের জল প্রবেশ করাতে ঐ জলাশয়ের জল অতিশয় লবণাক্ত বোধ হয়, ইহার উত্তর দিগে মাঙ্গালোর নদীর উত্তর তীরে আড় কোলা অর্থাৎ ফুলিপেটা নামক আর এক ক্ষুদ্র নগর আছে, পূর্ব্বকালে কঙ্কনা দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা ইকরি নগরের রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথা বাস করিয়াছিল, তৎকালে এই নগর বৃহৎ ও অপূর্ব্বছিল, পরে ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে টীপু শাহ জেনেরেল মেথিউসকে ও তাহার সৈন্যগণকে এবং নগ রস্থ তাবৎ প্রজাগণকে ধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গমন করিয়াছিল, মাঙ্গালোর নগরের উত্তর দিগস্থ তাবৎ স্থান এবং এই স্থানজাত পশ্বাদি সকল মালাবার দেশের ন্যায় দৃষ্ট হয়, কেবল সে দেশের চতুর্দ্দিগে যেমত পর্ব্বত আছে এ নগরে তদ্রূপ নাই, উক্ত নগরে হয়দর শাহের রাজ্য কালে মপলে দেশীয় ও কঙ্কনা নগরস্থ অনেক প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগের সমাগত হইত, এবং ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার অবধি সুরাষ্ট্র, কচ, বোম্বাই ও উত্তর অঞ্চলীয় অন্যান্য স্থানের লোকদিগের জনতা হয়, মাঙ্গালোর হইতে দারুচিনি, হরিদ্রা ও যথেষ্ট ধান্য আরব্যের মস্কত নগরে এবং উক্ত দ্রব্য ও গুবাক, গোলমরিচ, নগরজাত চন্দনকাষ্ঠ বোম্বাই উপদ্বীপে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন গোয়া নগ রের ও মালাবার দেশের লোকেরা ধান্য এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা দারুচিনি লইয়া যায়, আর বোম্বাইয়ের উত্তর দিগস্থ স্থান হইতে এবং সুরাষ্ট্র, কচ, মান্দরাজ ও বৌনগর হইতে মাঙ্গালোর নগরে যথেষ্ট বস্ত্র আনীত হইয়া থাকে, এই নগরের সমুদ্র তীরে যে লবণ প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা নগরীয় তাবৎ লোকের নির্ব্বাহ হয় না তন্নিমিত্তে বোম্বাই ও গোয়া নগর হইতে আনীত হয়, ঘাট নামক পর্ব্বতের উত্তরাংশ হইতে অপক্ক রেশম এবং চীন ও

বঙ্গদেশ হইতে শর্করা আনীত হয়, অল্পকাল হইল এই মাঙ্গা লোরে আরব্য দেশীয় অনেক জাহাজের সমাগম হইত এবং পোর্তুগীসরাও বহু বাণিজ্য করিত তন্নিমিত্তে এ স্থানে তাহার দিগের বাণিজ্যাগার ছিল, ইং ১৫৯৬ বাং ১০০৩ শালে মস্কত নগরস্থ আরব্য দেশীয়েরা পোর্তুগীসদিগের সহিত যুদ্ধ করত পলায়ন করিয়া বম্বাজর নামক স্থানে পোর্তুগীসদিগের যে সকল বসতি ছিল তাহা সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিল, তৎকালে এই মাঙ্গা লোরে পোর্তুসদিগের যত বাণিজ্যাগার ছিল তাহাও নষ্ট করি য়াছিল, ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা বোম্বাই হইতে আগমন করিয়া এই নগর অধিকার করিবা মাত্র হয়দরশাহ তাহারদিগের নিকট হইতে অধিকার করিয়া দুর্গের তাবল্লোককে বন্ধন করিয়াছিল, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে বোম্বাই উপদ্বীপস্থ ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে এই নগর প্রত্যর্পিত হইল, পরে জেনেরেল মেথুর সৈন্যেরা নষ্ট হওয়াতে টীপু শাহ ফ্রান্সদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সেই স্থানের দুর্গের কোন স্থান ভাঙ্গিবার নিমিত্তে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাচ ভাঙ্গিতে পারেন নাই, দ্বিতীয়তঃ কলোনেল কেম্পবেলের পরাক্রম হেতু দুর্গজয় করণে ও অক্ষম হইয়াছিলেন, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে সন্ধি দ্বারা যখন এই দুর্গ ইংলণ্ডীয়গণ কর্তৃক তাহাকে অর্পিত হয়, তখন এ স্থানের অতিশয় হ্রাসাবস্থা হইয়াছিল, মাঙ্গালোর নগর শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১৬২ ক্রোশ, ও মান্দরাজ হইতে ৪৪০ ক্রোশ অন্তর। ৩৯৪ ॥

মাদিঘেসি ॥ মহীসুর রাজ্যে এক দুর্গম পর্ব্বতোপরি মাদিঘেসি নামক এক দুর্গ ও সেই পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে তন্নামে

খ্যাত এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ স্থানে কোন মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকার ছিল, তথা মাদিমেসি নাম্নী এক স্ত্রী আপন পতি বিয়োগে সহগামিনী হইলে তন্নামানুসারে এই নগর খ্যাত হইয়াছে, এই নগর কোন রাণীর অধিকার ভুক্ত হইয়া পশ্চাৎ চিক পাগৌড়ের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক জিত হয়, কিন্তু শেষ কালে এ নগর হয়দরের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। ৩১৫॥

মান্দরাজ॥ ভারত বর্ষের দক্ষিণ দিগে কর্ণাট দেশ মধ্যে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্যাধীন মান্দরাজ নামে এক রাজধানী নগর আছে, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দিগে সমুদ্র তীরস্থ বালুকাময় ভূমি ও ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, সমুদ্র দিয়া গমন কালীন তীর হইতে কিয়দ্দূরে ফোর্ট জর্জ নামক যে এক দুর্গ আছে তাহার প্রাচীরের ও এক দেবালয়ের শোভা দৃষ্ট হয়, মান্দরাজ দিয়া যে এক নদী সমুদ্রে গমন করিয়াছে সে নদী সর্ব্বকালে বলবতী থাকে অতএব পারাবার হইবার নিমিত্তে যে এক প্রকার নৌকা আছে সে নৌকা কাষ্ঠ ও বিশেষ তৃণ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, উক্ত প্রকার নৌকা জলে আর্দ্র হইয়া তাহার এতাদৃশ কোমলতা হয় যে সেই নদীর প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে ও তাহা ভগ্ন হয় না, এতদ্দেশীয় ধীবর ও অপর লোকদিগের এক প্রকার ভেলা আছে তাহাতে একদা কেবল দুই ব্যক্তি আরোহণ করিতে পারে ঐ ভেলা বাহক লোকেরা তদ্দ্বারা মৎস্য ধারণ করে কখন ২ জাহাজস্থ মনুষ্যের খাদ্যাদি মান্দরাজ নগরে আনয়ন করে, এবং কোন জলমগ্ন লোককে জল হইতে উদ্ধার করিলে পারিতোষিক প্রাপ্ত হয় এই জন্যে তৎকর্ম্মেতে ও নিযুক্ত থাকে, মান্দরাজ নগর দর্শন মাত্রে কলিকাতা অপেক্ষা তাহার বিস্তর বিশেষ বোধ হয়, এই নগরের দুর্গ মধ্যে ও উদ্যানে ইউরোপীয়দিগের যে বসতি

আছে, তদ্ভিন্ন নগরের অন্যান্য স্থানে ইহারদিগের বাসস্থান নাই, উক্ত দুর্গের পরিসর বৃহৎ নহে, কিন্তু সুন্দর ও কঠিন রূপে গঠিত হইয়াছে তত্রাপি কোন প্রকারে কলিকাতার দুর্গের ন্যায় হইতে পারে না, উক্ত মান্দরাজের দুর্গ মধ্যে পূর্ব্বকালের যে এক দুর্গ আছে তাহার অধিকাংশ স্থানে রাজকর্ম্মালয় ও তৎ সম্পৃক্ত ইংলণ্ডীয়েরা বাস করে, এই নগরে অতিদূরস্থিত জাহাজের লোকদিগের সমুদ্রের তীর জ্ঞাপনার্থে ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে এই প্রাচীন দুর্গের উত্তর দিগে এক বাণিজ্যাগারের উপরে এক দীপাধার যন্ত্রনির্ম্মিত হইয়াছে, সমুদ্র হইতে তাহার উচ্চতা ৬০ হস্ত হইবেক, এই স্থানের সমুদ্র তীর হইতে ১৭ ক্রোশ অন্তরের জাহাজের লোকেরা উক্ত যন্ত্রস্থিত আলোক দেখিতে পাইয়া পরমানন্দে তীরের দিগে আইসে, ঐ যন্ত্রের দ্বারা নাবিকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয়, উক্ত দুর্গের দক্ষিণ দিগে ইংলণ্ডীয়দিগের এক গীর্জা ও মান্দরাজাধ্যক্ষের এক উদ্যান আছে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে এ নগরে একবার প্রচণ্ড ঝড় হওয়াতে ইহার প্রায় তাবৎ উদ্যান ও অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল, এ নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে যদি সুবৃষ্টি হয় তবে যথেষ্ট শস্য জন্মে, মান্দরাজ নগরে দক্ষিণ দেশের ন্যায় অল্প সংখ্যক পশ্বাদি আছে, তথা যে সকল মহিষ জন্মে তাহারা বঙ্গ দেশীয় মহিষাপেক্ষা খর্ব্ব এবং প্রায় শকট বহন নিমিত্তেই আবশ্যক হইয়া থাকে, উক্ত নগরের নিকট দিয়া যে এক পথ আছে তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী থাকাতে অতিশয় সুখ গম্য হইয়াছে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সকল ভোজ বাজিকর মনুষ্য দৃষ্ট হয় তাহারা প্রায় তাবতেই মান্দারাজের বাসেন্দা, মান্দরাজ নগরের বিচারালয়ে তিন জন বিচারকর্ত্তা আছেন,

তাঁহারা ইংলণ্ডের বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইং ১৬৩৯ বাং ১০৪৬ শালের প্রাক্‌কালে ইংলণ্ডীয়েরা ইউরোপ হইতে প্রথমে মান্দরাজ সম্পৃক্ত সমুদ্র তীরস্থ করোমেণ্ডল নামক স্থানে আগমন করেন, কিন্তু তৎকালে ইহারদিগের বসতির স্থৈর্য্য ছিল না, উক্ত শালে বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে এই মান্দরাজে বাস করিবার নিমিত্তে ইংলণ্ডীয়েরা এক সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন উক্ত রাজ্যাধীন চন্দ্রগিরি নামক স্থানে ইহারা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, তৎপরে দামরেলা বেঙ্কটাদ্রী ইংলণ্ডীয়দিগের ফ্রান্সিস ডে সাহেবকে আরগাম নামক স্থান হইতে এই মান্দরাজ নগরে বাস করাইতে ইচ্ছুক হইলে উক্ত ডে সাহেব ইংলণ্ডাধিপতির কোন অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া এই নগরে আগমন পূর্ব্বক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করত তাহার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ রাখিয়াছিলেন, তৎকালে ইংলণ্ডীয়েরা এই নগরের সমুদ্র তীরস্থ পাঁচ ক্রোশ এবং নগর মধ্যে এক ক্রোশ পরিমিত ভূমি বাস করিবার নিমিত্তে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে সর এডওয়ার্ড উইণ্টর সাহেব এই নগরের বাণিজ্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হইয়া ইংলণ্ড হইতে আগমন পূর্ব্বক ইং ১৬৬৫ বাং ১০৭২ শালে পদচ্যুত হওয়াতে মেং জর্জ ফাক্সক্রাফ্ট তৎপদে নিয়োগ হইলেন, এই ব্যক্তি মান্দরাজে উপস্থিত হইবা মাত্র সর এডওয়ার্ড উইণ্টর ইহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া ইং ১৬৬৮ বাং ১০৭৫ শালের প্রাক্‌কালাবধি উক্ত দুর্গে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এই শালে ইংলণ্ড হইতে এক আমিন আগত হইলে তাহার নিকটে আপনার তাবৎ দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন, পরে উত্তম ফাক্সক্রাফ্ট সাহেব

ইহার পদে অভিষিক্ত হইয়া ইং ১৬৭১ বাং ১০৭৮ শালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন সর উইলেম লেংহরণ তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন, এই বৎসরে কর্ণাটাধিপতি মান্দারাজ নগর অর্দ্ধ রাজস্বে অর্থাৎ ১২০০ টাকাতে ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিলেন, তৎপরে ইং ১৬৮০ বাং ১০৮৭ শালে উইলেম গিফোর্ড উক্ত দুর্গাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ হইয়া ইং ১৬৮৩ বাং ১০৯০ শালে এই নগরের ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ হইলেন, পরে ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করাতে উইলেমী শাহেব তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইং ১৬৯১ বাং ১০৯৮ শালে মেং ইউল ইংলণ্ডে গমন করাতে মেং হিগিন্স তৎপদে নিযুক্ত হইলেন, ইং ১৬৯৬ বাং ১১০৩ শালে মেং তামসপিট শাহেব উক্ত দুর্গাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তৎকালীন মান্দরাজের রাজস্ব ৪০০০০ সহস্র পেগোডা উৎপন্ন হইত, ইং ১৭০২ বাং ১১০৯ শালে দাউদ খাঁ নামক আওরঙ্গজেবের সেনাপতি আপন সৈন্যগণের দ্বারা ঐ দুর্গ বেষ্টন পূর্ব্বক প্রকাশ করিল, যে এই দুর্গ ভগ্ন করিবার নিমিত্তে আমার প্রতি আওরঙ্গজেব বাদশাহের আজ্ঞা আছে, ইং ১৭০৮ বাং ১১১৫ শালে মান্দরাজের প্রজারা দুই দল হইয়া মেং পিটের নিকট পরস্পর উভয় দলস্থ লোকেরা শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রার্থনা করিল, এবং কহিল যে যদ্যপি আমারদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না কর তবে তোমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সেইণ্টতামসে গিয়া বাস করিতে হইবেক, ইহারদিগের এবম্প্রকার প্রার্থনায় উক্ত সাহেব অতিশয় বিরক্ত হইলেন, তৎপরে তাহারদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হইয়াছিল, এইকাল অবধি ইং ১৬৪৪ বাং ১১৫১ শালের

প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ইহারদিগের আর কোন সমাচার ব্যক্ত নাই, এই শালে মারিসিয়াস হইতে এম, ডি, লা, বোরদনেসের অধীন ফ্রান্সেরা আগমন করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের নিকট হইতে মান্দরাজ ও তাহার দক্ষিণাংশের কদলোর ও পণ্ডিচেরি নগর অধিকার করিল, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে একবার সন্ধি হওয়াতে ফ্রান্স জাতীয়েরা মান্দরাজ নগর ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল, তখন ইহার যথেষ্ট উন্নতি ছিল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে ফ্রান্স জাতীয়েরা পুনর্ব্বার মান্দরাজ নগর আক্রমণ করিবেক ইহা অবগত হইয়া উক্ত নগরাধ্যক্ষ ভীত হইলেন, এবং নগরের চতুঃপার্শ্ব উত্তম রূপে বন্ধ করিতে লাগিলেন, ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে তাহারদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইয়া উভয় পক্ষের সৈন্যেরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করত অবশেষে ফ্রান্সেরা ইংলণ্ডীয়দিগের দুর্গের কতক গুলি দ্রব্যাদি লইয়া গমন করিল, উক্ত শালের পর এই মান্দরাজ নগর ভিন্নদেশীয় লোক কর্ত্তৃক আর আক্রান্ত হয় নাই, ইং ১৭৬৭ এবং ১৭৮১ বাং ১১৭৪ এবং ১১৮৮ শালে হয়দরশাহ দিগ্বিজয় করত এই নগরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু নগর প্রবেশ করেন নাই, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে এই মান্দরাজ নগরে সর জর্জ হিলেরিও বারলো শাহেব অধ্যক্ষ হইয়া ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ শালে ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অনারেবিল হিউ এলিয়ট সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মান্দরাজের অধীন যে সকল দেশ আছে তাহার বিশেষ, কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ দিগস্থ প্রায় তাবৎ স্থান ও উত্তর সরকারের দক্ষিণাংশের এক বৃহৎ রাজ্য এই ২ স্থানান্তঃপাতি মহীসুর, ত্রেবেঙ্কর, ও কোচিন এই তিন দেশ স্বদেশীয় অধিপতিদিগের শাসনে আছে, উক্ত

ভিন রাজ্যের রাজারা ইংলণ্ডীয়দিগকে বৎসর ২ স্বস্ব রাজ্যের রাজস্ব অনেক টাকা দিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন উত্তর সরকারের অন্তর্গত গাঞ্জাম বিজাগাপাটাম রাজামাহিন্দ্র মসলিপাটম ও গণ্টুর এবং কর্ণাটের অন্তঃপাতি নেলোর অঙ্গোল ও পশ্চিম দিগস্থ পালামের একাংশ ও আড়কটের উত্তর অংশীয় সতিবেদ পলিকট কোনগুড়ি এবং বালাঘাটের কিয়দংশ ও পশ্চিমপালাম ও চিঙ্গলপত ইত্যাদি অনেক স্থান মান্দরাজাধ্যক্ষের শাসনাধীন আছে। ৩১৬ ॥

মালদহ ॥ বঙ্গদেশে মোরশিদাবাদ হইতে ৫৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে রাজমহল সন্নিকট মালদহ নামে এক নগর আছে, এই নগর গঙ্গা হইতে দূর নহে, এবং যে নদী তীরে স্থাপিত আছে সে নদী এ স্থান হইতে গমন করত গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে, এই মালদহে যে সকল লোকালয় আছে সে তাবৎ বঙ্গদেশের গৌড় নামক প্রাচীন রাজধানীর পতিত গৃহাদির দ্রব্যেতে নির্ম্মিত হইয়াছে, উক্ত নগরের বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য কেবল রেসম তদ্ভিন্ন রেশম ও সূত্র মিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্রের বাণিজ্য হইয়া থাকে, ঐ রেসম প্রস্তুত করণার্থে মালদহে বহুকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়দিগের এক কর্ম্মালয় আছে। ৩১৭ ॥

মালাকা ॥ গঙ্গাতীত ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে মালক্কা নামে এক প্রায়দ্বীপ আছে, ইহার দীর্ঘতা ১৭৫ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২৫ ক্রোশ, এখানে যে এক হিমময় পর্ব্বত শ্রেণী আছে সেই পর্ব্বত হইতে নানা নদী নির্গতা হইয়া সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, তন্নিমিত্তে এই স্থানে জলকষ্ট নাই, এই সকল নদীতে ক্ষুদ্র ২ জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে, এই স্থানের সমুদ্রের পশ্চিম

তীরে নানা উপদ্বীপ আছে ও এই মালাকা উপদ্বীপের পূর্ব্ব দিগ হইতে যখন কলিকাতায় জাহাজ আগমন করে, তখন সচরাচর শালেঞ্জর কোএদা ও পিউলোপিনাং উপদ্বীপ হইতে টিন মরিচ গুবাক মোম হস্তিদন্ত ও বেত্র প্রভৃতি দ্রব্য সেই সকল জাহাজ পূর্ণ হইয়া আনীত হয়, মালাকা উপদ্বীপে এই ক্ষণে যথেষ্ট লোকের বসতি হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কাফ্ জাতি আছে তাহারদিগের খর্ব্বাকার কুটিল কেশ ও নিম্ন নাসিকা প্রযুক্ত আফ্রিকা দেশীয় কাফ্ জাতির সহিত ইহারদিগের প্রায় কোন অবয়বের বৈলক্ষণ্য নাই, আর উক্ত উপদ্বীপের নিম্নভাগে সামাং নামক যে এক প্রকার কাফ্ জাতি আছে, তাহারা উক্ত কাফ্ জাতি হইতে বিস্তর বিশেষ, ইহারদিগের বসতির স্থৈর্য্য নাই কখন লোকালয়ে থাকিয়া বন হইতে ব্যাধের ন্যায় পশ্বাদি শীকার করে, এবং নানাবিধ গাছড়া অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করে কখন বা অত্যন্ত নিবিড় বন মধ্যে বাস করে, ইহারা বস্ত্রাদি পরিধান না করিয়া সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে, উক্ত জাতিদিগের ভাষা তদ্দেশীয় মালাই জাতির ভাষা হইতে অনেক প্রভেদ আছে, এই মালাই জাতিরা সংস্কৃত, আরব্য ও পোর্তুগীস ভাষা ব্যবহার করে, এবং তাহারদিগের বর্ণাবলি প্রায় আরব্য অক্ষর সমূহের ন্যায়, কিন্তু আরব্য বর্ণমালা হইতে ছয় অক্ষর অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত মালাই জাতীয়েরা আরব্য পারসিক এবং হিন্দুস্থানের ও যাবাউপদ্বীপের কোন প্রখ্যাত গ্রন্থ ও যাবনিক কোরাণ নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া মালাই ভাষাতে এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছে, ইহারা জবনধর্ম্মাবলম্বন করণের পূর্ব্বে যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল তাহার নিশ্চয় নাই কিন্তু অনুভব হয় যে ইহারা হিন্দু শাস্ত্রানুশীলন করিত, এই মালাকা

উপদ্বীপের আধুনিক মালাই জাতীয়েরা জাবনিক মুন্নিধর্ম্মাক্রান্ত, উক্ত মালাই জাতির ন্যায় ইহারদিগের প্রাগলভ্ নাই, কিন্তু এই জাতির নিষ্কুর ভোগিরা কর্ম্মিষ্ঠ বিজ্ঞ ও পরিশ্রমী এবং চিন দেশীয় লোকের ন্যায় তাহারা দেশ বিদেশ হইতে বাণিজ্য করণে অতিশয় নিপুণ ছিল, ঐ দুই প্রকার মালাই জাতিদিগের বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের ন্যায় নম্র স্বভাব নহে, তাহারা পূর্ব্বকালে অত্যন্ত দুর্জ্জয় ও সাহসী এবং শত্রুগণ প্রতি অতিশয় নিষ্করুণ আর সর্ব্বদা চৌর্য্যবৃত্তি ও খলতাতে রত ছিল, উক্ত জাতিদিগের দমন ও অপমান করা অতিশয় আপৎকর ছিল, যেহেতুক ইহারা যাহার দ্বারা শাসিত ও অপমানিত হইত সর্ব্বদা তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করত যে কোন প্রকারে হউক তাহার প্রাণ দণ্ড করিত, কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা শাস্তা হইয়া ইহারদিগের এতাবৎ দুরাচার প্রায় নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি ইংলণ্ডীয় নাবিক লোকেরা তাহারদিগের বাসস্থানের নিকটে যাইতে অত্যন্ত শঙ্কা করে যেহেতুক তাহারা অদ্যাবধি কখন২ জাহাজ আক্রমণ করিয়া নাবিক দিগের প্রাণ নষ্ট করে, সুমাত্রা উপদ্বীপের পালায়ন নদী তীরস্থ পালেমবাঙ্গ নামক স্থানে এই মালাই জাতীয়দিগের আদি বসতি ছিল, ইহারা ইং ১১৬০ বাং ৫৬৭ শালে তথা হইতে সুমাত্রার নিকটস্থ উপদ্বীপে আসিয়া প্রথমতঃ সিঙ্গাপুর নামে এক নগর স্থাপিত করিল, ইং ১২৫২ বাং ৬৫৯ শালে মালাকা নগর স্থাপিত হইলে ইং ১২৭৬ বাং ৬৮৩ শালে এই স্থান যে রাজা অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি মালাই জাতি দিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, উক্ত শালে সোলতান মহম্মদ শাহ এ স্থানের প্রথম সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া ৫৬ বৎসর রাজ্য করিলে এই উপদ্বীপে জবন ধর্ম্ম অতিশয় প্রচলিত হইয়াছিল, ইং

১৫০০ বাং ৯০৭ শালে মালাকাতে সিয়াম্মিস দেশীয় বাদশাহের রাজ্য হয়, ঐ সোলতান মহম্মদ শাহ, আলফান্স ডিআলবকার্কের অধীন পোর্তুগীস সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হইয়া এই মালাকা উপ দ্বীপের অন্তঃপাতি কোন স্থানে পলায়ন করিয়া ছিল, তৎপরে ইং ১৬৪০ বাং ১০৪৭ শাল পর্য্যন্ত এ স্থানে পোর্তুগীসদিগের অধিকার ছিল, পশ্চাৎ ওলন্দাজেরা ছয় মাস যুদ্ধ করত জয়ী হইয়া ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিল, পরে ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া আমিন নামক স্থানের সন্ধিতে ঐ ওলন্দাজদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুন র্ব্বার ইংলণ্ডীয়েরা সেই রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ৩৯৮।

মালাবার॥ ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্র তীরে মালা বার নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কর্ণাট, দক্ষিণ দিগে কোচিন রাজ্য, পূর্ব্ব দিগে পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী, পশ্চিম দিগে সমুদ্র, মালাবার দেশ দীর্ঘে ১৫৫ ক্রোশ, প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ হইবেক, এই দেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহত্তর যে আদি খণ্ড তাহাতে অনেক পর্ব্বত ও নদী এবং উর্ব্বরা ভূমি অনেক আছে, দ্বিতীয় খণ্ড মধ্যে বালুকাময় ভূমি ও সমুদ্রের নানা খাড়ি আছে, মালাবার দেশে ইর্ণাদু নামক স্থানের এক নদীতে স্বর্ণকণা উত্থিত হয়, এবং মানার ঘাট নামক স্থানের বন মধ্যে অনেক সেগুণ বৃক্ষ আছে কিন্তু তথা কোন নদী নাই এই নিমিত্তে সেই কাষ্ঠ অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইতে পারে না, এই দেশের বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য গোলমরিচ, তথা এই দ্রব্য যত উৎপন্ন হয় প্রায় তাহার অর্দ্ধ ভাগ ইউ রোপীয়েরা চিন ও বোম্বাই এবং স্বদেশে প্রেরণ করেন, আর অবশিষ্টাংশ বঙ্গদেশীয় মহনা তীরস্থ ব্যবসায়ি গণ কর্তৃক

সুরাষ্ট্র কচ সিন্ধু ও হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম দিগস্থ তাব দেশে প্রেরিত হয়, এই দেশ হয়দর শাহ অধিকার করণের পূর্ব্বে অতিশয় ধনাঢ্য ছিল, তথাকার প্রজারা বহুমূল্য মণি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত বাদ শাহ কর্তৃক অধিকৃত হইলে তাহার সৈন্যেরা বলাৎকার করিয়া প্রজাদিগের অনেক ধনাপহরণ করিল, এবং তৎকালে কর্ণাটের ব্রাহ্মণেরা রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্তে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল সুতরাং উক্ত দেশের হ্রাসাবস্থা হইয়াছিল, মালাবার দেশের কোন২ স্থানে এতাদৃশ ক্ষেত্র ভূমি আছে, যে তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে তিনবার শস্য জন্মে, উক্ত দেশের গো মহিষ সকল খর্ব্বাকার তৎপ্রযুক্ত মনুষ্য দ্বারা তথাকার দ্রব্যাদির বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথা ঘোটক গর্দ্দভ শূকর মেষ ও ছাগ অল্প সংখ্যক জন্মে, তন্নিমিত্তে সে দেশের লোকেরা প্রয়োজনানুসারে তাহার পূর্ব্ব দিগ হইতে আনয়ন করে, মালাবার দেশের প্রায় তাবৎ গ্রাম উত্তম ও তাহাতে উত্তম২ হট্ট এবং মনুষ্য গৃহাদি আছে, উক্ত দেশের পালিঘাট নামক নগরের নিকট বর্ত্তি স্থানে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহারা ক্রীত হইলে কর্ত্তার ইচ্ছাধীন থাকিয়া ক্ষেত্রকর্ম্ম প্রভৃতি তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহারদিগের পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন২ স্থানে বিক্রীত হয় না, এই ক্রীত দাস ও দাসীরা গৃহস্থের আশ্রমে বাস করত যদ্যপি সন্তান উৎপত্তি করে তবে তাহারদিগের সেই সন্তানের উপর ক্রেতা ব্যক্তির অধিকার থাকে না, তাহারা আপনারদিগের সেই জাত পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারে, মালাবার দেশের দক্ষিণ সীমাবধি মধ্যমভাগ পর্য্যন্ত যে স্থান তাহার পরিমাণ ৩৩০০ ক্রোশ এবং তন্মধ্যে ৬০০০০৫ লক্ষের ও অধিক প্রজা আছে, ইং ১৮০০

বাং ১২০৭ শালে এ দেশের বেতুটাণ্ডা ও সমুদ্র তীরস্থ পারুটাণ্ডা ও বেলাতাব এবং সরণাদা ইত্যাদি চারি নগরের বসতি ও লোক সংখ্যা করিয়া জানাগিয়াছে, যে তথা নাম্বুর্গ নামক যে এক ব্রাহ্মণ জাতি আছে, তাহারদিগের সংখ্যা ২৯৭ ঘর ও পটর সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ৪৪, রাজপরিবারস্থ ৩৩, নিয়ার জাতীয় ৬৭৪৭, তায়ের সংজ্ঞক এক জাতি আছে তাহারদিগের সংখ্যা ৪৭৩৩, এবং ধীবর অর্থাৎ যাহারা মৎস্য বৃত্তি করে তাহার দিগের সংখ্যা ৬০৮, জবন ১২৫৮১, তদ্ভিন্ন যাহারা মালাবার দেশের পূর্ব্ব দিগ হইতে আসিয়া এই নগর চতুষ্টয়ের স্থানে ২ বাস করিয়াছে তাহারদিগের সংখ্যা ৪৭২ ঘর, সর্ব্ব শুদ্ধা ২৫৫১৫ গৃহস্থ মধ্যে ১৪০০০০ প্রজা তদ্ভিন্ন ক্রীতদাস ৮৫৪৭, এবং ক্রীতদাসী ৭৬৫৪, সমুদয়েতে মালাবার দেশে ১৫৬২০১ প্রজা গণিত হইয়াছে, ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শাল পর্য্যন্ত এই দেশে হিন্দু রাজার অধিকার ছিল, কিন্তু নিয়ার জাতীয়েরা ঐ রাজাদিগের অধীনে থাকিয়া অনেক স্থানের কর্তৃত্ব করিত, পরে সে দেশে জবনদিগের অধিকার হইলে উক্ত রাজা এবং নিয়ার জাতীয়েরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে ও ত্রেবেঙ্কর দেশে বাস করত কখন২ এই রাজধানীতে আসিয়া প্রজাদিগের ধনাদি লুট করিত, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরা অধি কার করিয়া বোম্বাই নগর ভুক্ত করিলেন, তৎকালে তথাকার রাজা ও নিয়ার জাতিরা ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে থাকিয়া দেশা ধিকারী হইল, কিন্তু রীতি ক্রমশঃ রাজস্ব প্রদান না করাতে ইংলণ্ডীয়েরা ইহারদিগের সম্মানানুযায়িক ভরণ পোষণার্থে এ দেশের উপস্বত্বের পাঁচ অংশের একাংশ প্রদান করত আপ নারা তথাকার কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহারা শক্রতা

আচরণ করাতে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা তাহারদিগকে শাসন করিয়া এ দেশ মান্দরাজ ভুক্ত করিল, সেই অবধি মালাবার দেশের উন্নতি ও লোকদিগের সুখোৎপত্তি হইয়াছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে মেং ওয়ার্ডন সাহেব উক্ত দেশে ধারা প্রকাশ করণার্থে নিয়োগ হইয়া আট বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে এ দেশের রাজস্ব সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবেক এমত অনুভব হইয়াছিল। ৩১১ ॥

মালোয়া ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে মালোয়া নামক এক বৃহৎ দেশ আছে; ইহার উত্তর দিগে আগরা ও আজমের, দক্ষিণ দিগে খান্দেস ও বেরার, পূর্ব্ব দিগে আলাহাবাদ ও গণ্ডওয়ানা, পশ্চিম দিগে আজমের ও গুজরাট, ঐ মালোয়া দেশ দীর্ঘে ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১৫০ ক্রোশ হইবেক, আবুল ফজল পৃথিবীকে সপ্ত খণ্ডে বিভাগ করিয়া তাহার দ্বিতীয় খণ্ড মধ্যে মালোয়া দেশকে ধরিয়াছেন, এবং তিনি ইহার দীর্ঘতা কড়া অবধি বান্সওয়ারা পর্য্যন্ত ২৪৫ ক্রোশ ও প্রস্থতা চন্দুগিরি অবধি নদরবার পর্য্যন্ত ২৩০ ক্রোশ পরিমাণ করিয়াছেন, এই পরিমিত স্থানের পূর্ব্ব সীমা বান্ধু, উত্তর সীমা নারওয়ার ও কোন পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা বগলানা, পশ্চিম সীমা গুজরাট ও আজমের, এই দেশ হিন্দুস্থানের তাবৎ দেশ অপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার ভূমি কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় উর্ব্বরা তাহাতে তুলা নীল আফিম তাম্রকূট প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে কিন্তু ধান্য অল্প হয়, এ দেশ হইতে অধিকাংশ স্থূল বস্ত্র ও ছিট বস্ত্র তদ্ভিন্ন গাছড়া ও আফিম এই সকল বাণিজ্য দ্রব্য গুজরাট দেশে প্রেরিত হয়, এই দেশে যে তাম্র

কূট জন্মে, সে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের অপেক্ষা উত্তম তন্নিমিত্তে ইহার অনেক গ্রাহক হইয়া থাকে, এই দেশ দিয়া কলিসিন্দ নিম লোদি এই তিন নদী গমন করিয়াছে, এবং তথা নর্ম্মদা চম্বল বেটুয়া সিন্ধু সুপ্রা মাহি ও কেন এই কএক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে নর্ম্মদাদি নদী সকল উক্ত দেশের সীমা মধ্যে বিস্তৃতা হইয়া ক্রমে গমন করিয়াছে, এ দেশের প্রধান নগরের নাম উজ্জয়িনী ইণ্ডোর মুণ্ডা ভূপাল বিলসা সিরঞ্জ তেতি কুরবি খেমলাসা ও সুজাউলপুর, ইং ১৩০০ বাং ৭০৭ শালে দিল্লির পাঠান বাদশাহ কর্তৃক এই দেশ অধিকৃত হইয়া ইহার কর নিরূপিত হইয়াছিল, তৎপরে দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যাধীন ছিল, এই বাদশাহ বিন্ধ্য পর্ব্বত মধ্যে উক্ত মুণ্ডা নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ মোগল জাতি কর্ত্তৃক দিল্লি নগর জিত হইলে এই মালোয়া দেশ আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিল্লির রাজ্যাধীন ছিল, ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে উক্ত দেশ মহারাষ্ট্রীয় রাজা কর্তৃক অধিকৃত হইয়া ইং ১৭৩২ বাং ১১৩৯ শালে মোগল রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়াছে, তৎকালে শাহুরাজার অধিকার হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তজ্জাতীয়দিগের অধীন ছিল। ৪০০॥

মিওয়ার॥ আজমের পূর্ব্বদেশে মিওয়ার নামে রাজপুত জাতির একদেশ আছে, এই দেশ কখন ২ চিতর ও উদয়পুর নামে খ্যাত হয়, বস্তুতঃ এইদেশ উদয়পুরের একাংশ বটে, আবুলফজল লিখেন যে এই মিওয়ার দেশ ৪০ ক্রোশ দীর্ঘে ও ৩০ ক্রোশ পুস্থে তন্মধ্যে ১০০০০ গ্রাম এবং চিতর কুম্ভির ও মাণ্ডেল নামে তিন বৃহৎ দুর্গ আছে, এ দেশের চৌরা নামক স্থানে এক লৌহের আকর ও মাণ্ডেল নামক স্থানের অধীন জেনপুরে ও আর ২

স্থানে তাম্রের খনি আছে এতাবন্মাত্র, এই দেশে অধিকাংশ উর্ব্বরা ভূমি কিন্তু কোন২ স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এত লবণ ও যবক্ষার আছে যে গ্রীষ্মকালে সেই সকল স্থানের নিকটবর্ত্তি কূপ ও ক্ষুদ্র নদীর জল অতিশয় লবণাক্ত হয়, এই দেশে চিনি গোধূম তণ্ডুল ও যব প্রভৃতি শস্য যথেষ্ট জন্মে, ইহা ব্যতিরেকে উত্তম উষ্ট্র ও ঘোটক জন্মে, এবং মোটা সূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন কামান ও তলওয়ার নির্ম্মিত হইয়া থাকে, উক্ত দেশের আয় ব্যয় জয় নগরের মত হইয়া থাকে, তথা গুজরাট ও জেসেলমিয়ার এবং পালেক হইতে ইউরোপীয় ও পারস্য দ্রব্য আনীত হয়, এবং দক্ষিণ দেশের দ্রব্যাদি সেরঞ্জ উজ্জয়িনী ও ইণ্ডোর হইতে আইসে, মিওয়ারের প্রধান নগর উদয়পুর সাগুরা ও বিলারা এবং প্রধান নদী বামাস, এইক্ষণে উক্ত দেশে অনেক রাজপুত জাতীয় ক্ষুদ্র২ রাজার অধিকার আছে, কিন্তু তাহারা সকলে উদয়পুরের রাণাকে কর প্রদান করে, এবং তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করে, এই নিমিত্তে তাহারদিগের অনৈক্য দেখিয়া সিন্ধিয়া হুল কর ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় দুরাত্মারা বৎসর২ আসিয়া এখান কার প্রজাদিগের ধনাদি লুট করিয়া লইয়া গমন করে। ৪০১॥

মিরট॥ দিল্লী প্রদেশে ও দিল্লী নগর হইতে ৩২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে মিরট নামে এক নগর আছে, ইং ১০১৮ বাং ৪২৫ শালে গিজনির মহম্মদ বাদশাহ কর্ত্তৃক এ নগরে প্রথম জবনা ধিকার হয়, ইহার পূর্ব্বকালে এই নগর হিন্দুদিগের রাজত্বাধীন হইয়া অতি গণ্য ছিল, তৎপরে ইং ১২৪০ বাং ৬৪৭ শালে জঙ্গিস খাঁর বংশীয় তরমেহরিণ খাঁর সৈন্যেরা এ স্থানে আগমন করত যুদ্ধে পরাভব হইয়াছিল, পরে ইং ১৩৯৯ বাং ৮০৬ শালে তৈমুর বাদশাহ কর্ত্তৃক এ নগর অধিকৃত হইয়া ভগ্নাবস্থা

প্রাপ্ত হয়, পরে এই বাদশাহ্ এ স্থান হইতে গমন করিলে পুন র্ব্বার নগরের উন্নতি হইয়াছে, ইদানীং এ নগর ইংলণ্ডীয় দিগের গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি অনেক অধিকৃত দেশের রাজ ধানী হইয়াছে, এবং তথা ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে তাহারা এক সৈন্যাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৪০২॥

মুঙ্গের॥ বাহার দেশে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মুঙ্গের নামে এক নগর ও এক বৃহৎ দুর্গ আছে, এই দুর্গ গঙ্গার নিকটস্থ নিম্ন ভূমিতে স্থাপিত এবং অতিশয় প্রাচীন, ইহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর ও খাত আছে, মুঙ্গের নগরের উত্তর দিগে ত্রিহুত ও পূর্ণী, দক্ষিণ দিগে রামগড় ও বীরভূমি, পূর্ব্ব দিগে রাজমহল ও বীরভূমি, এবং পশ্চিম দিগে বাহার দেশ, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ঐ নগরের চতুরশ্রীয় ৮২৭০ ক্রোশ ভূমির মধ্যে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ ২৮১৭ ক্রোশ পরিমিত ভূমি ভাগলপুর ভুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানের বন মধ্যে রিক জাতির বসতি ছিল, ব্যক্ত আছে যে উক্ত জাতীয় এক ব্যক্তি বিশ্বকর্ম্মার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মুঙ্গের নামে খ্যাত করিয়াছিল, তৎ কালে এ স্থানে কেবল বন ও চণ্ডী নাম্নী এক দেবীর মন্দির ছিল, এই নগরের এক মাঠে নানা ক্ষুদ্র২ পর্ব্বতের পশ্চাৎ ভাগে ও গঙ্গা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে সীতাকুণ্ড নামে এক উষ্ণ কূপ আছে, তাহার জলে হস্ত স্পর্শ করিয়া অধিক ক্ষণ উত্তাপ সহ্য করা যায় না, সোলতান সুজা বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া মুঙ্গের নগরে বাস করিয়াছিলেন, পরে সাহ্ জাঁহান বাদশাহ্ তাঁহার পিতার বিদ্রোহী হইলে তিনি এই নগর প্রাচীর বদ্ধ করিয়া ছিলেন, তৎপরে কাসিম আলি খাঁ এই নগরে বাস করত ইংলণ্ডীয় লোক দ্বারা তথাকার সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া

ছিলেন, কিয়দ্দিবস পরে এই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে না থাকিয়া স্বাধীন হইবার বাঞ্ছাতে এ স্থানের লোকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার সমুদয় আশ্বাস বৃথা হইয়াছিল, কেননা ইংলণ্ডীয়েরা নয় দিবস যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শাসন করত এই নগর অধিকার করিলেন, এ নগর হইতে বীরভূমি দিয়া কলিকাতা গমনে ২৭৫ ক্রোশ এবং মোরসিদাবাদ দিয়া গমনে ৩০১ ক্রোশ অন্তর। ৪০৩॥

মুলতান॥ হিন্দুস্থান মধ্যে মুলতান নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে লাহোর ও আফগানিস্থান, দক্ষিণ দিগে আজমিয়ার ও সিন্ধিয়া, পূর্ব্ব দিগে লাহোর ও আজমিয়ার, পশ্চিম দিগে বলোচস্থান, যে সময়ে আবুল ফজল কর্ত্তৃক আকবর বাদশাহের রাজ্য বিবরণের পুস্তক সংগৃহীত হয়, তৎকালে এই মুলতান দেশ তাঁহার রাজ্য মধ্যে অতি বৃহৎ রূপে গণ্য হইত, কেননা পারস্যের সীমা অবধি দোয়াবের অন্তঃপাতি নানা স্থান পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ছিল, এবং তন্মধ্যে আধুনিক মুলতান নগর বলোচস্থান সিন্ধু হাজিকন সিউস্থান ও টাটা পুভৃতি দেশ এই মুলতান ভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ইদানী এই দোয়াবের অন্তঃপাতি দেশ সকল মুলতান হইতে পৃথক্ হইয়া লাহোর রাজ্যাধীন হইয়াছে, মুলতান দেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগস্থ ভূমি সকল উর্ব্বরা তাহাতে পঞ্জাব নদীর জল ব্যবহার হয়, কিন্তু সিন্ধু নদীর নিকটবর্ত্তি স্থান সকল বালুকাময়, ইং ১০০৬ বাং ৪১৩ শালে এইদেশে রাজধানী ছিল, পরে গিজনীর মহমুদ সেই রাজধানী নষ্ট করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার ইং ১৩৯৮ বাং ৮০৫ শালে তৈমুরের মোগলজাতীয় সৈন্যের দৌরাত্ম্য দ্বারা সম্যক রূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, ইদানী ভিত্তি দ্বারা বদ্ধ মুলতান নামে

যে বৃহৎ নগর স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক বলবন্ত দুর্গ আছে, এই নগরস্থ লোকেরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাবুলের আফগান জাতীয় বাদশাহের যে অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছিল, সে নাম মাত্র, ইং ১৮০৬ বাং ১২১৩ শালে লাহোরের রাজা রণজিত সিংহ উক্ত নগর অধিকার করিয়া আপন সৈন্যাগারে শস্যাভাব দেখিয়া এই স্থানের তাবৎ শস্যাদি অপহরণ করিলেন, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে এ স্থানের নবাব সিন্ধিয়ার রাজাকে কর দিতে স্বীকার করিয়াছিল। ৪০৪ ॥

মেঘনা॥ বঙ্গ দেশীয় শ্রীহট্টের উত্তর দিগের পর্ব্বত হইতে নির্গতা কতিপয় নদী পরস্পর মিলিতা হইয়া মেঘনা নামে খ্যাতা হইয়াছে, এই নদী ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত যুক্তা হইবার পূর্ব্বে অল্প পরিসর বিশিষ্টা হইয়া তাহার সহিত সম্মীলন পূর্ব্বক স্বনামে বিখ্যাতা হইয়া গমন করিয়াছে, এই নদী ঢাকা নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে প্রথমতঃ ইচামতী পশ্চাৎ দুলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা, লক্ষ্মীয়া ও নানা ক্ষুদ্র নদীতে যুক্তা হওয়াতে অত্যন্ত প্রবলা হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক গঙ্গাসাগরের মিলনে আরো বর্দ্ধিতা হইয়া বঙ্গদেশীয় মহনাতে গমন করিয়াছে, এই প্রশস্তা নদীর দ্বারা সন্দিপ হাটীয়া বামোনি প্রভৃতি যে সকল উপদ্বীপ হইয়াছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ শাহাবাজপুর নামে যে এক উপদ্বীপ আছে তাহার দীর্ঘতা ৩০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২ ক্রোশ। ৪০৫ ॥

মেদিনীপুর॥ উড়িস্যা প্রদেশে মেদিনীপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রামগড় ও বর্দ্ধমান, দক্ষিণ দিগে ময়ূর ভঞ্জদেশাধ্যক্ষের স্বাধীন রাজ্য ও বালেশ্বর, পূর্ব্ব দিগে বর্দ্ধমান হুগলি ও সমুদ্র, এবং পশ্চিম দিগে সিংভূমি ময়ূরভঞ্জ ও রাম

গড় ভুক্ত কতিপয় স্থান, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে পরিমাণ করিয়া মেদিনীপুরের চতুরশ্রীয় ভূমি ৬১০২ ক্রোশ স্থির হইয়াছিল, তৎপরে আরো ভূমি ঐ দেশ ভুক্ত হইয়াছে, এবং ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে কোন দেশ নিরূপক পুস্তকে লিখে যে এই দেশের ভূমির তিন অংশের দুই অংশ বন তাহাতে ভয়ানক পশ্বাদি বাস করে, আর একাংশ সমুদয় উর্ব্বরা ভূমি, এবং এ দেশের প্রজা সংখ্যা ১৫০০০০০ লক্ষ, ইং ১৭৭০ বাং ১১৭৭ শালে একবার দুর্ভিক্ষ্য হওয়াতে এই দেশের অর্দ্ধেক লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, তৎপরে ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে আর এক ক্ষুদ্র মন্বন্তর হওনের পরক্ষণ অবধি ক্রমে ২ কৃষি কর্ম্মের উন্নতি ও লোকের বাহুল্য হইতে লাগিল, প্রায় একশত বৎসর হইল এ দেশে কোন ২ দ্রব্যের বাণিজ্য হইত কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবসায়িরা বালেশ্বর ও পিপলি নামক স্থানে সর্ব্দা গমনাগমন করাতে সে তাবদ্বাণিজ্যের অল্পতা হইয়াছে, এই মেদিনীপুরের মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে পূর্ব্বকালে যে সকল প্রস্তর ও মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে তাবৎ ভগ্ন হওয়াতে তথাকার ভূস্বামীরা কোন২ দুর্গের দ্রব্য দ্বারা আপনারদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পূর্ব্বকালে উক্ত দেশে মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া দৌরাত্ম্য করিত এই নিমিত্তে তথাকার ভূমিপতিরা একত্র হইয়া স্ব ২ সম্পত্ত্যাদি রক্ষার্থে এক দল অস্ত্রধারী লোককে বেতন দিয়া রক্ষা করিয়াছিল, মেদিনীপুর দেশে কোন উত্তম দেবগৃহ নাই, তথাকার লোকেরা এমত রীতি ক্রমে সন্তানাদি প্রতিপালন করে যে তাহারা শ্লেষ্মজ কিম্বা উদরভঙ্গ পীড়াতে নষ্ট হয় না কিন্তু বসন্ত রোগে অনেক শিশুর প্রাণ বিয়োগ হয়, তদ্দেশীয়েরা বহুকাল

পর্য্যন্ত টীকা দেওনের প্রকরণ জ্ঞাত আছে কিন্তু ব্যবহার নাই, ইহারা নির্ব্বিরোধী এবং রাজার সমীপে কোন বিচার প্রার্থনা করে না, মেদিনীপুরে এমত কোন পাঠালয় নাই যে তাহাতে হিন্দুশাস্ত্র কিম্বা জাবনিক আইন ইত্যাদি শিক্ষা করিতে পারে, এ দেশের সাত অংশের একাংশ জবন জাতি, ইহার প্রধান নগর মেদিনীপুর জলেশ্বর পিপলি ও নারায়ণ গড় কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোন নগর পরিমাণে বৃহৎ নাই, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে উক্ত দেশ বঙ্গদেশীয় নবাব কাসেমআলি ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিয়াছেন। ৪০৬॥

মেরজাপুর॥ আলাহাবাদ প্রদেশে চুনার নগর সম্পৃক্ত গঙ্গার দক্ষিণ দিগে মেরজাপুর নামে এক নগর আছে, হিন্দুস্থান মধ্যে এই নগর অতি প্রধান বাণিজ্য স্থল, এ স্থানে আগরা ও মহারাষ্ট্র দেশ হইতে যথেষ্ট তুলা বিক্রয়ার্থে আনীত হয়, আর বঙ্গদেশ হইতে এ স্থানে রেশম আনীত হইয়া মহারাষ্ট্র এবং হিন্দুস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, এই নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে বহুকাল অবধি দুলিচা ও নানা প্রকার সূত্রবস্ত্র প্রস্তুত হয়, এই নগর মধ্যে ইউরোপীয়দিগের ও স্বদেশীয়দিগের নানা গৃহ এবং গঙ্গা তীরে নানা দেবালয় আছে, তাহাতে ইহার উত্তম শোভা দৃষ্ট হয়, মেরজাপুর নগর বারাণসী হইতে ৩০ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে মোরসিদাবাদ দিয়া গমনে ৭৫৪ ক্রোশ ও বীরভূমি দিয়া ৬৪৯ ক্রোশ। ৪০৭॥

মোরসিদাবাদ॥ বঙ্গদেশে রাজশাহি সম্পৃক্ত মোরসিদাবাদ নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগর কিছু কালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের রাজধানী হইয়াছিল, ইহার প্রাচীন নাম মোখশুদাবাদ, ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে মোরসেদ কুলি

খাঁ স্থানান্তর হইতে আপনার রাজধানী এই নগরে আনিয়া ইহার নাম মোরসিদাবাদ ব্যক্ত করিলেন, গঙ্গার যে এক শাখা ভাগীরথী নামে খ্যাতা হইয়াছে এই নগর তাহার উত্তর পার্শ্বে ৮ ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে, এ স্থানে নবাবদিগের অট্টালিকা ও তাবৎ লোকদিগের যাবদীয় গৃহাদি অতিশয় অনুত্তম, এবং এই স্থানের তাবৎ পথ এতাদৃশ অপ্রশস্ত যে প্রায় শকটাদি গমন করিতে পারে না, এই মোরসিদাবাদ কোন কালে ভিত্ত্যাদি দ্বারা বদ্ধ হয় নাই, ইং ১৭৪২ বাং ১১৪৯ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ ভয়ে ইহার স্থানে ২ প্রয়োজনাভিধেয় মুর্চা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নগরে বাণিজ্যের অতিশয় বাহুল্য আছে, এই স্থানে ভাগীরথীতে কার্ত্তিক মাস অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জল থাকে না কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিগে জলঙ্গীর সহিত সংযোগ থাকাতে কলিকাতার গঙ্গার তুল্য তাহার প্রাশস্ত্য আছে, এই মোরসিদাবাদের অবিদূরে যে এক বক্র ঝিল আছে সে কাসিম বাজারের গঙ্গার এক খাড়ি মাত্র, আলিবরদি খাঁর রাজ্য কালে এই ঝিলের নিকট একপুরী নির্ম্মিতহইয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণ বর্ণ যে সকল উত্তম ২ স্তম্ভ আছে সে তাবৎ গৌড় দেশের রাজার ভগ্ন গৃহ হইতে আনীত হইয়াছে, এই মোরসিদাবাদ হইতে পট্টবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়, ইহার চতুর্দ্দিগে অনেক বসতি আছে ও উত্তম কৃষি কর্ম্ম হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের মধ্যে এই নগরের দিগে দস্যুদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য আছে, তন্নিমিত্তে এতদ্দেশীয় কোন ২ লোকেরা আপনারদিগের গৃহে নানাবিধ অস্ত্র রক্ষা করে, ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে নবাব জাফের খাঁ ঢাকার রাজধানী এই

মোরসিদাবাদে স্থাপিত করিলেন, * ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে ইংলণ্ডীয়েরা বঙ্গদেশ জয় করিয়া কলিকাতাতে রাজধানী করিলে মোরসিদাবাদের হ্রাস হইল, কিন্তু এই স্থান ইংলণ্ডীয় দিগের রাজত্বের মধ্যস্থল প্রযুক্ত তথা ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহকারিদিগের প্রধান এক ব্যক্তি অবস্থান করিয়াছিলেন, উক্ত মোরসিদাবাদের অধিপতি জাফের খাঁ এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যাবস্থাতে জবনেরা তাঁহাকে ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করত আপনারদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিল, পরে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বঙ্গদেশের সুবাদারি কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন, কিন্তু উক্ত বাদশাহের মৃত্যু হইলে জাফের খাঁকে পদচ্যুত করিবার জন্যে দিল্লী হইতে দুই জন নবাব প্রেরিত হইয়া মোরসিদাবাদে উপস্থিত হইল, তাহাতে ঐ জাফের খাঁ জগৎ সেট নামক এক বণিকের সাহায্য দ্বারা বিস্তর টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া মোর সিদাবাদের নবাবের পদ ক্রয় করিল, এবং ঐ আগত দুই নবাবকে উক্ত স্থান হইতে দূরীকরণ করিল, ইং ১৭২৫ বাং ১১৩২ শালে ইহার মৃত্যু হইলে তাহার জামাতা সুজাউদ্দৌলা তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালের প্রাক্ কালাবধি রাজ্য করিলেন, উক্ত শালে শুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হও য়াতে তাহার পুত্র আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ সিংহাসনোপ বেশন পূর্ব্বক এক বৎসর দুই মাস রাজ্য করিয়া আলিবরদি খাঁ

---

* এক স্থানে এক বৎসর মধ্যে যদ্যপি দুই জন অধিপতির রাজধানী হওয়া অসম্ভব তথাচ যে পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া এই পুস্তক সংগ্রহীত হইল, সেই গ্রন্থকর্ত্তার লিখিতানু সারে এই পুস্তকে ও তদ্রূপ লিখিত হইল।

কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট হইল, এই আলিবরদি খাঁ প্রশংসিত রূপে রাজ্য করিয়া ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে কাল প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার পৌত্র গোলামহোসেন সেরাজউদ্দৌলা নবাব হইয়া দুই মাস রাজ্য করত কলিকাতা আক্রমণ করিল, কিন্তু এই বৎসরে প্লাসি নামক স্থানে কলনেল ক্লাইবের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গুপ্তাঘাতে হত হইল, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে ইংলণ্ডীয়েরা মির জাফের খাঁকে মোরসিদাবাদের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎ কর্ম্মে তাহাকে অযোগ্য দেখিয়া ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে পদচ্যুত করিলেন, এই শালে মির কাসিমআলি খাঁকে তৎ সিংহাসনে উপবেশিত করিয়া ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে তাহাকে পদচ্যুত করত তাহার পিতৃব্য উক্ত মির জাফের খাঁকে পুনর্ব্বার মোরসিদাবাদের অধিপতি করিলেন, এই নবাব এক বৎসর রাজ্য করিলে ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নদজামউদ্দৌলা তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে বসন্ত রোগে কাল প্রাপ্ত হইল, পরে ইহার ভ্রাতা সেফউদ্দৌলা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, এই শালে অতিশয় মহামারী ও মন্বন্তর হইয়াছিল, উক্ত নবাবের উত্তরাধিকারি মোবারক উদ্দৌলা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়গণ কর্ত্তৃক বৎসর২ চব্বিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে তাহার অল্পতা হইয়া ষোল লক্ষ টাকা হইয়াছিল, ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে ইহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নিজামউলমুল্ক তৎপদাভিষিক্ত হইয়া ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, তৎপরে তাহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৭ বৎসর বয়স্ক সৈয়দ জিনউদ্দিনআলি খাঁ উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, তৎকালে মুঙ্গের পূর্ণিয়া দিনাজপুর রাজশাহি ও বীরভূমি মোরসিদাবাদের অন্তঃপাতি ছিল, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এই মোরসিদাবাদে ১০২০৫৭২ মনুষ্য গণিত হয়, তন্মধ্যে একাংশ জবন ও তিন অংশ হিন্দু, এই নগর কলিকাতার উত্তর দিগে ১২০ ক্রোশ অন্তর। ৪০৮॥

মোরাদাবাদ॥ দিল্লী প্রদেশে বরেলি নগর সংযুক্ত ও বরেলি নগর হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে মোরাদাবাদ নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগর বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, তন্মধ্যে যে এক মুদ্রানির্ম্মাণাগার ছিল তাহার মুদ্রা অদ্যাপি হিন্দুস্থান মধ্যে মোরাদাবাদ টাকা নামে চলিত আছে, কিয়দ্দিবসাবধি এই নগর হ্রাসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু বরেলি নগর অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইলে তাহার কিছুকাল গতে অর্থাৎ ইং ১৮০৪ বাং ১১১২ শালে আর এক দেশ উক্ত নগর ভুক্ত হওয়াতে ত্বরায় উন্নতি হইয়াছে, এ স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজকর সংগ্রহকারির ও রাজাজ্ঞানুযায়িক নগর শাসন কারিদিগের বাস স্থান আছে। ৪০৯॥

যমুনা॥ হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগে যে স্থানে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার অবিদূরে যমুনার উৎপত্তি বোধ হয়, বস্তুতঃ ইহার জন্মস্থান নিশ্চয় হয় নাই, এই নদী শ্রীনগর দেশ হইতে দক্ষিণ দিগে গঙ্গার সহিত প্রায় সমরেখাতে বহমানা হইয়া ঐ গঙ্গার ৪০ ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি গরুড়দ্বার নামক এক গ্রামে গমন করিয়াছে, তথা ইহার প্রাশস্ত্য এক ঝিলের ন্যায় হইবেক, সেই জলে যথেষ্ট মৎস্য আছে সে মৎস্য কেহ ধারণ করে না, এই যমুনা নদী তথা হইতে গমন করত হিন্দুস্থানের

দিল্লি প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিগ দিয়া গঙ্গা হইতে কোন স্থানে ৫০ ক্রোশ ও কোন স্থানে ৭৫ ক্রোশ অন্তরবর্ত্তিনী হইয়া গঙ্গার ন্যায় সমরেখাতে গমন করত আলাহাবাদে তাঁহার সহিত যুক্তা হইয়াছে, কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্ব সময়ে আগরার উত্তর দিগে যমুনাতে অনেকানেক স্থানে পদব্রজে গমনাগমন করা যায়, ইহার তাবৎ বক্র গমন শুদ্ধা দীর্ঘ ৭৮০ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছে। ৪১০ ॥

যাবা ॥ পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রায় পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘে ৬০০ ক্রোশ প্রস্থে সর্ব্বশুদ্ধা ৯৫ ক্রোশ পরিমিত যাবা নামে এক বৃহৎ উপদ্বীপ আছে. ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে ভারতবর্ষীয় সমুদ্র, উত্তর পশ্চিম কোণে সুমাত্রা উপদ্বীপ, নিজ উত্তর দিগে বোরনিও উপদ্বীপ, উত্তর পূর্ব্ব দিগে সেলিবিস উপদ্বীপ এবং পূর্ব্ব দিগে মাদুরা ও বালি নামক উপদ্বীপ, এই দুই উপদ্বীপ হইতে দুই অপ্রশস্ত খাড়ি দ্বারা যাবা উপদ্বীপ পৃথক্ হইয়াছে, এই যাবা উপদ্বীপের পূর্ব্ব দিগে যে অপকৃষ্ট স্থান আছে তথা লোকালয় ও কৃষি কর্ম্ম অল্প, এবং ইহার মধ্যস্থলে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তন্মধ্যে এক অগ্নিময় পর্ব্বত হইতে ধূম উত্থিত হইয়া থাকে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে অনেক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে এমত কোন বৃহন্নদী নাই যে তাহাতে জাহাজ গতায়াত করিতে পারে, এই নদী সমূহের মধ্যে যোয়ানা সোদানী অর্থাৎ তঙ্গীরঙ্গ এই দুই প্রধান নদী আছে, এবং এই যাবা উপদ্বীপে উক্ত অগ্নিময় পর্ব্বত ভিন্ন যে অন্যান্য পর্ব্বত আছে, তাহার দিগের উচ্চতায় মেঘ সকলের গতি রোধ হওয়াতে অতিশয় বর্ষা হইয়া উপত্যকা ভূমি সকল এতাদৃশ উর্ব্বরা হইয়াছে, যে তথা গোধূম যব পোটেটস আলু তামুকুট ও যথেষ্ট ধান্য জন্মে, এই

ধান্য এই স্থানের ব্যয়োপযুক্ত থাকিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, উক্ত উপদ্বীপের স্থানে ২ তুলা জন্মে, কিন্তু সে তুলা অল্পতা নিমিত্তে ভিন্ন দেশে প্রেরণ যোগ্য হয় না, আর এখানে যে হরিদ্রা ও লঙ্কা জন্মে তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা বাণিজ্যার্থে নানা স্থানে প্রেরণ করে, তদ্ভিন্ন তথা নারিকেল তাল কমলা ও বাতাবি লেবু এবং তিন্তীড়ী জম্বীর কণ্টকীফল আম্র আনারস দ্রাক্ষা ও দাড়িম্ব ইত্যাদি নানাবিধ উত্তম ২ ফল জন্মে, আর বঙ্গদেশে ইক্ষুচাস করিতে হইলে যেমন অতিশয় যত্ন করিতে হয়, এই উপদ্বীপে তাহা কিছু করিতে হয় না অনায়াসেই যথেষ্ট ইক্ষু জন্মে, এই যাবা উপদ্বীপের বাণ্টাম নামক স্থানে যে মরিচ জন্মে সে তথাকার তাবৎ উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা অধিক, এবং উক্ত যাবা উপদ্বীপে ভূমির ঔৎকর্ষ প্রযুক্ত অনেকানেক স্থানে নিবিড় বন আছে, সেই সকল বনে নুরি তোতা ও মাচরাঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর পক্ষী আছে, এবং তথা বোয়া নামক এক প্রকার ভয়ানক সর্প আছে তাহারা বৃহৎ ২ কুম্ভীর অপেক্ষা দীর্ঘ তর, কোন কালে এখানকার একটা সর্পকে নষ্ট করিয়া তাহার দীর্ঘতা পরিমাণ করিলে বিংশতি হস্ত হইয়াছিল, যে কালে উক্ত উপদ্বীপে ওলন্দাজেরা প্রথমে বাস করিয়াছিল, তখন এ স্থান বাণ্টাম জেকট্রা ও সুইসোনন এই তিন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে শেষোক্ত সুইসনন খণ্ডের অন্তর্গত উক্ত উপ দ্বীপের তৃতীয়াংশের দুই অংশ স্থান ছিল, যাবা উপদ্বীপের মনুষ্যদিগের স্বভাব ও রীতি ব্যবহার ও ভাষা ভিন্ন প্রকার, ইহারদিগের বিবরণ সংশ্লিষ্ট পুস্তকের লিখনানুসারে বোধ হয় যে ইহারা পূর্ব্বকালে চিরদিবসাবধি এক বাদশাহের অধীন ছিল,

এই স্থানে চীন জাতীয় মনুষ্য অনেক আছে, তাহারা তত্রস্থ যাবানি ও মালাই জাতির সহিত পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ করে, ইহারা বিবাহ ও উপপত্নী করণার্থে স্ত্রী লোক ক্রয় করিয়া থাকে, ঐ যাবানি জাতীয়দিগের হস্তপদাদি ক্ষুদ্র ২ অথচ সুদৃশ্য ও ইহার দিগের শরীর শুভ্রবর্ণ কিন্তু চক্ষুঃ ও কেশ সমস্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ উক্ত জাতীয়েরা অত্যন্ত অপবিত্রাচারী ও প্রায় তাবৎ মাংস ভক্ষণ করে, ইহারদিগের ভাষাতে কোন ২ সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু অক্ষর সকল দেবনাগর অক্ষরের সহিত ঐক্য হয় না, উক্ত জাতীয় দিগের কোন ২ ব্যবহার এবং শাল ও কালের নিয়মাদি দেখিয়া বোধ হয় যে ইহারা হিন্দুজাতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে, বিশেষতঃ এই উপদ্বীপের কোদা নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন দেবালয়ে প্রস্তর ও নানা ধাতু নির্ম্মিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ভবানী গজাননন প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, এবং ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ শালে ইহার কোন স্থানে প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বকালের অঙ্কিত প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এতাদৃশ লুপ্ত হইয়াছিল যে প্রথমতঃ কেহ তাহা পাঠ করিতে পারে নাই, পরে মার্শডেন সাহেব বহু চেষ্টা করিয়া সেই সকল অক্ষরকে বর্ম্মা জাতীয়দিগের ব্যবহার্য্য অক্ষর অনুভব করিলেন, ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ শালের সহিত ইহারদিগের শকাব্দা ১৭৪১ ঐক্য হয়, পূর্ব্বকালে ইহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল, এই যাবা উপদ্বীপের অধিপতি আপনার সভাসদ ও অমাত্যবর্গ ও প্রজালোকদিগকে যথেষ্ট ভূমি দান করিয়া পুনর্ব্বার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করেন, এই নিমিত্তে দান কালে কাহাকেও সনন্দ করিয়া দেন না সুতরাং কেহ বহুকাল পর্য্যন্ত সেই প্রাপ্ত ভূমির ভোগী হইতে পারে না, ইদানীং উক্ত উপদ্বীপ বান্টাম জেকট্রা সুইসনন ও সুলতানের রাজ্য ও চেরিবন এই পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত

হইয়াছে, এই সুলতানের রাজ্যান্তঃপাতি ১২৩ গ্রাম আছে, লার্ড বেলেনসিয়া উক্ত উপদ্বীপের লোক সংখ্যা করিয়া ৩৩০০০০০ লক্ষ স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে লার্ড মেকার্টনির দূত কর্তৃক ২৩০০০০০ গণিত হইয়াছিল, এবং ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে জেনেরেল ডেণ্ডেল সাহেবের দ্বারা ৩৩০০০০০ লক্ষ লোক গণিত হইয়া ছিল, ওলন্দাজের রাজ্য কালে উক্ত সুলতানের রাজ্যান্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে এক ২ জন কর্ত্তা হইয়া সেই সকল গ্রামের কৃষক দিগের স্থানে উৎপন্ন শস্য হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিত, তৎ কালে এই উপদ্বীপের তাবৎ অধিপতিরা ওলন্দাজদিগের অধীনে ছিল, ইং ১৪০৬ বাং ৮১৩ শালে আরব জাতীয় সেখ এবনে মোলানা নামক এক ব্যক্তি এই যাবা উপদ্বীপের নিকটবর্ত্তি স্থানে জবন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরে উক্ত উপদ্বীপে আগমন করত আমি ঈশ্বরের প্রেরিত মনুষ্য এই কথা ব্যক্ত করিয়া আপনার মহিমা বৃদ্ধি করিল, তাহাতে তথাকার লোকেরা তাহার প্রতি আস্থা করিয়া তাহাকে যাবা উপদ্বীপের বাদশাহ করিল, এই ব্যক্তির মৃত্যু কাল অবধি উক্ত উপদ্বীপের প্রায় তাবৎ লোকেরা তাহার সমাজকে তীর্থ স্থান বলিয়া বৎসর ২ তথা গমন করিয়া থাকে, উক্ত ওলন্দা জেরা এই উপদ্বীপে নিরুদ্বেগে অনেক দিবস রাজ্য করিয়াছিল, পরে ফ্রান্সজাতীয়েরা তাহারদিগকে পরাভব করত অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডীয়দিগের প্রতি আক্রমণ করিতে উপক্রম করিল, তাহাতে সর সেমুএল আকমার্টের অধীন সৈন্যেরা ইং ১৮১১ বাং ১২১৮ শালে হিন্দুস্থান হইতে এই উপদ্বীপে আগমন করিয়া প্রথমতঃ ইহার তাবৎ স্থান অধিকার করিল, পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে ঐ ফ্রান্সদিগের এক সহস্র সৈন্য

মৃত ও নষ্ট হইল, এবং যাবা উপদ্বীপ ইংলণ্ডীয়দিগের অধি
কার হইল। ৪১১॥

যোধপুর॥ আজমিয়ার দেশের মধ্যস্থল অবধি তাহার
পূর্ব্ব ভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যোধপুর নামে এক বৃহৎ রাজ্য
আছে, ইহার চতুঃসীমা নিশ্চয় রূপে জানা যায় নাই, অনুমান
দ্বারা এই স্থির হইয়াছে যে ইহার উত্তর দিগে বিকানিয়ার ও
জেসেলমিয়ার, দক্ষিণ দিগে গুজরাট ও উদয়পুর, পূর্ব্ব দিগে
জয় নগরের রাজার রাজ্য সীমা, অতি পূর্ব্বকালাবধি এই দেশ
মারওয়াঁর যোধিপুর ও যুদ্ধপুর এই তিন নামে খ্যাত হইয়া
এইক্ষণে প্রায় আদি নামেই প্রসিদ্ধ আছে, আর তথাকার
রাজারা রোহতারি ও মারওয়ারি নামে ব্যক্ত আছেন, এ রাজ্যের
দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগের সম্মুখের ভূমি উর্ব্বরা তাহাতে
গোধূম যব ও অন্যান্য শস্য যথেষ্ট জন্মে, তদ্ভিন্ন এ স্থানে এক
শিশার খনি আছে, এ রাজ্যে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য সুরাষ্ট্র হইতে
আনীত হয় সে আহমদাবাদ ও গুজরাট দেশ দিয়া আইসে,
এবং দক্ষিণ দেশের বাণিজ্য দ্রব্য মিওয়ার ও কোটা নামক
স্থানের নিকট দিয়া আনীত হয়, আর টাটা দেশ হইতে শাল
ও সূত্রবস্ত্র এবং আফিম তণ্ডুল ইস্পাত লৌহ ও মসলা প্রভৃতি
যে সকল দ্রব্য বাণিজ্যার্থে আনীত হয় তাহা এই যোধপুরের
পথে অতিশয় বালুকা প্রযুক্ত শকটে আনয়নের প্রতিবন্ধক হও
য়াতে বলদ ও উষ্ট্র দ্বারা উক্ত রাজ্যের পালি নামক এক প্রধান
নগরে আইসে, এ স্থানের বলদ অতিশয় বৃহৎ তৎপ্রযুক্ত ভারত
বর্ষের তাবদ্দেশে প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই যোধপুর হইতে
লবণ উষ্ট্র ও ঘোটক ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়, যোধপুরে অধি

কাংশ রাহতোর নামক রাজপুত জাতি আছে, কিন্তু তথা লোকা লয়ের যাদৃশ বাহুল্য ছিল ইদানীং তাহার ন্যূনতা হইয়াছে, পূৰ্ব্ব কালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের এক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা যশো মন্ত সিংহ এই যোধপুরের অধিপতি ছিলেন, ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে কাবুলের নিকট কোন স্থানে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে উক্ত বাদশাহ তাঁহার পুত্রদিগকে স্বকীয় ধৰ্ম্মাক্রান্ত করাইতে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে ঐ মৃত রাজার আত্মীয় লোকেরা যুদ্ধ করত অনেকে বিনষ্ট হইল, অবশেষে ঐ বাদশাহ রাজপরিবার গণকে এ রাজ্যের দুর্গ হইতে বহিষ্করণ করাতে তাঁহারদিগকে বনে ও পৰ্ব্বতে গিয়া বাস করিতে হইল, ব্যক্ত আছে যে ঐ রাজ পরিবারেরা বহুবিধ দূরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরে উক্ত বাদশাহের লোকান্তর হইলে পুনৰ্ব্বার রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে এরাদত খাঁ নামক এক গ্রন্থকৰ্ত্তা লিখিয়াছেন যে ঐ রাজার পৌত্র অজিত সিংহ এই রাজ্যাধিপতি হইয়া উক্ত বাদ শাহের তাবৎ জাবনিক দেবালয় ভগ্ন করিলেন, ইদানীং মান সিংহ নামে যে এক ব্যক্তি এই রাজ্যের রাজা হইয়াছেন তিনি অতিশয় যোদ্ধা বটেন কিন্তু পরিবার মধ্যে পরস্পরের বিরোধ হও য়াতে যুদ্ধ করণে অশক্ত হইয়া অন্যান্য রাজপুত জাতির ন্যায় দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে এবং কোন ২ দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়কে রাজকর প্রদান করিয়া থাকেন। ৪ ১২ ॥

রঙ্গপুর ॥ বঙ্গদেশের উত্তর পূৰ্ব্ব দিগে রঙ্গপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে ভূতান দেশীয় পৰ্ব্বত, দক্ষিণ দিগে ময়মনসিংহ, পূৰ্ব্ব দিগে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিম দিগে দিনাজপুর, এই রঙ্গপুরের সম্মুখ স্থান অত্যুত্তম, তথা জলকষ্ট নাই, আর বঙ্গদেশের ন্যায় এই দেশের উৰ্ব্বরা ভূমি তাহাতে

সময়ানুসারে সর্ষপ ও অপর্য্যাপ্ত তাম্রকূট জন্মে, এবং বৎসরের মধ্যে দুইবার ধান্য জন্মিয়া থাকে, সেই ধান্য বঙ্গদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগস্থ স্থানে প্রেরিত হয়, এই দেশের মধ্যে প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র ও প্রধানা নদী কৃষ্ণা এবং উক্ত নদ ও নদী অপেক্ষা ক্ষুদ্রা যে দর্লা নাম্নী এক নদী আছে তদ্দ্বারা এ দেশ কোচবেহার হইতে পৃথক্ হইয়াছে, ইহার প্রধান নগরের নাম রঙ্গপুর মঙ্গলহাট ও গজকোটা, মোগল জাতির রাজ্য কালে উক্ত দেশ কোচবেহারের রাজার নিকট হইতে শাহজাঁহান বাদশাহ প্রথম অধিকার করেন, তখন মোড়ং পর্ব্বতের ও কোচবেহারের নিকট ইহারদিগের সৈন্যাগার ছিল, ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষ এই দেশ অধিকার করিয়া ফকির কুণ্ডি নাম ব্যক্ত করিল, আধুনিক রঙ্গপুর নগর শুদ্ধা উক্ত রঙ্গপুর দেশের চতুরশ্রীয় ভূমি ২৬৭৯ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, এইক্ষণে এ দেশে নানা ভূস্বামী হইয়াছে, এবং তথা রেশম আফিম তাম্রকূট চিনি ও নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছে, এই দেশে উৎপন্ন দ্রব্য যাদৃশ আছে লোকের বাহুল্য তদ্রূপ নাই, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে কোচবেহার শুদ্ধা এই রঙ্গপুর দেশে ৪০০০০০ লোক সংখ্যা হইয়াছিল, তৎকালে এই দেশে গলগণ্ড রোগের এতাদৃশ আধিক্য ছিল যে তথাকার লোক সমূহের ষষ্ঠাংশের একাংশ মনুষ্য তদ্রোগান্বিত ছিল। ৪৭৩॥

রঙ্গপুর॥ আশাম দেশীয় জারগঞ্জ অথবা গিরিগ্রাম নামক যে এক প্রধান নগর আছে তাহার রাজধানী স্থানের নাম রঙ্গপুর, এই রাজধানীর অন্তঃপাতি অনেক গ্রাম আছে

ও তথা উক্ত নগরীয় সৈন্যদিগের শিবির আছে, ঐ গিরিগ্রাম নগর দীর্ঘে ১২ ক্রোশ ও পুস্থে ১০ ক্রোশ হইবেক, এই নগরের পশ্চিম দিগে যে এক বৃহৎ সেতু আছে রুদ্র সিংহের রাজ্যকালে বঙ্গদেশীয় কারুগণ দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সেতু তথাকার দুর্গের পশ্চিম দ্বার। ৪১৪॥

রণ॥ গুজরাট দেশের পশ্চিম সীমাতে রণনামক এক বৃহৎ লবণাক্ত জলাশয় আছে, এবং তাহার তীরে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া রণ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ঐ জলাশয় তথা হইতে গমন পূর্ব্বক কচ দেশের মহনাতে যুক্ত হইয়া তাহার উত্তর দিগে বহু শত ক্রোশ গমন করিয়াছে, কোন ২ স্থানে এই জলাশয়ের পরিসর অত্যন্ত বৃহৎ কিন্তু তথা অত্যল্প জল থাকে, এবং কোন ২ স্থানে ইহার জলের ভয়ানক তরঙ্গ ও অতিশয় বেগগতি আছে, পূর্ব্ব কালে উক্ত রণ জলাশয় সমুদ্রের সহিত যুক্ত ছিল এইক্ষণে তাহা নাই এমত বোধ হয়, রণ জলাশয়ের তীরে প্রায় তাবৎ মরুভূমি এই নিমিত্তে কোন শস্যাদি জন্মে না। ৪১৫॥

রাইকোটা॥ শ্রীরঙ্গপত্তনের ১৮ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কর্ণাট দেশের অন্তভাগ ব্যাপিয়া রাইকোটা নামে এক নগর আছে, টীপু শাহের সহিত মারকুইস ওএলিসলির সন্ধি হইলে উক্ত শাহেব তাঁহাকে এই নগর অর্পণ করিয়াছিলেন, উক্ত নগর অতিশয় উচ্চ এবং তথাকার জল ও বায়ু এতাদৃশ শীতল যে গ্রীষ্মকালে সেই শৈত্য পরিমাণ করিলে থরমামেটর অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম পরিমায়ক যন্ত্রে ৮২ ক্রম পর্য্যন্ত পরিমাণ হয়, এই নগর অত্যন্ত শীতল প্রযুক্ত তথা এক প্রকার ইউরোপীয় ফল যথেষ্ট জন্মে, রাইকোটার সম্মুখ স্থানের লোকেরা কর্ণাটীয় তামুলীয় ও তৈলঙ্গীয় এই তিন প্রকার ভাষা মিশ্রিত করিয়া

ব্যবহার করে, ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৮ শালে মেজর গৌডি উক্ত নগর আক্রমণ করিতে আগমন পূর্ব্বক তাহার উত্তম বন্ধ দেখিয়া অধিকার করণে অভরসা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য গণকে আগত দেখিয়া তথাকার অধ্যক্ষ অত্যন্ত ভয়ে ঘাট পর্ব্বতের নিম্ন কর্ণাটে পলায়ন করিল, সুতরাং সে স্থান ইংলণ্ডীয়েরা নির্ব্বিঘ্নে অধিকার করিলেন, যদ্যপি তথাকার দুর্গস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত তবে সে স্থান এতাদৃশ উচ্চ ও সুবন্ধ যে বোধ হয় উক্ত সাহেব তাহা অধিকার করিতে পারিতেন না, তখন এই দুর্গ মধ্যে অনেক কামান ও যুদ্ধ সজ্জা এবং সৈন্যদিগের খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট ছিল। ৪১৬॥

রাইচুর॥ বিজয়পুর প্রদেশে নিজামের রাজ্য মধ্যে ও হয়দরাবাদ হইতে ১৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে রাইচুর নামে এক দেশ ও তাহার এক প্রধান নগর আছে, এই নগর উত্তম রূপে স্থাপিত নহে, এবং তথা পর্ব্বতোপরি কেবল এক প্রাচীন দুর্গ আছে, আদোনি নামক রাজধানীর অধিপতি নিজাম উল মুল্কের পুত্র বজালৎ জঙ্গের লোকান্তর হইলে তাহার পুত্র তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল, পরে টীপুশাহ তথাকার অধ্যক্ষ হইলে উক্ত রাজধানী ভগ্ন হইল, তৎকালে ঐ বজালৎ জঙ্গের পুত্র আপনার রাজ্যাপহারক টিপুশাহের হস্তোত্তীর্ণ হইবার জন্যে এই রাইচুর নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সে স্থানে ও তিনি সুখেতে কাল যাপন করিতে পারেন নাই কারণ তিনি যে কতিপয় স্থান আপনার অধীন রাখিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃব্য সে সকল স্থানের এমত রাজস্ব নিরূপণ করিলেন যে সমুদয় অধিকারের কর প্রদান করিয়া লাভাংশের অল্পতাতে সংসার নির্ব্বাহ মাত্র করিয়া সামান্য প্রজার ন্যায় থাকিতেন। ৪১৭॥

রাঙ্গুন॥ পেগু দেশে বর্ম্মা জাতির রাজ্য মধ্যে রাঙ্গুন নামে এক দেশ ও তাহার এক নগর আছে, উক্ত দেশের দক্ষিণ দিগ দিয়া যে এক নদী গমন করিয়াছে সেই নদী দিয়া রাঙ্গুন নগরে গমনের এক উত্তম পথ আছে, সে নদী প্রায় গঙ্গার ন্যায় প্রশস্তা এবং তাহার খাড়ি ও অত্যন্ত বৃহৎ ও তাহার জল অতিশয় গভীর, রাঙ্গুনের ১২ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে ঐ নদীর প্রাশস্ত্য এক ক্রোশের ত্রিপাদ পরিমিত হইবেক, আর সাই রিয়ম নামে এক নদী পেগু দেশ হইতে আসিয়া এই রাঙ্গুন নগ রের তিন ক্রোশ দক্ষিণ দিগে ঐ নদীতে মিলিতা হইয়াছে, এই রাঙ্গুন নগর রাঙ্গুন দেশীয় ঐ গঙ্গা সদৃশী নদী তীরে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও এক ক্রোশের ত্রিপাদ প্রস্থ এই পরিমাণে স্থাপিত আছে, তাহার চতুর্দ্দিগ অতিশয় উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বদ্ধ, এবং তাহার উত্তর দিগে যে এক খাত আছে, সেই খাত পার হইয়া নগর প্রবেশ করিবার নিমিত্তে তাহাতে কাষ্ঠের সেতু আছে, এ নগ রের তাবৎ পথ প্রশস্ত কিন্তু বক্র নহে, আর তথা বৃষ্টি জল গমনা গমনের জন্যে যে সমস্ত নালা আছে, তাহারদিগের উপর দিয়া স্থানে ২ কাষ্ঠের দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, এ স্থানের গৃহাদি সকল বংশ ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত, উক্ত রাঙ্গুন নগরের রাজার অমাত্য বর্গ ও বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা তথাকার দুর্গ মধ্যে বাস করে, তদ্ভিন্ন অপর লোকেরা ইহার অন্তঃপাতি স্থানে বাস করে, এই নগর সম্পৃক্ত তকালি নামক স্থানে যথেষ্ট মনুষ্য ও বেশ্যা দিগের বসতি আছে, তাহারদিগের নগর মধ্যে বাস করণে রাজাজ্ঞা নাই, উক্ত দেশে যথেষ্ট শূকর আছে, কিন্তু তথায় এমন কোন বিশেষ জাতি নাই যে তাহারদিগকে পালন করে, এই নিমিত্তে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত

আপনারাই প্রতিপালিত হয়, পেগু দেশীয় লোকদিগের সহিত এই রাঙ্গুন দেশীয় লোকদিগের অতিশয় যুদ্ধ হয়, এই নিমিত্তে উক্ত দেশে লোকালয়ের অল্পতা হইয়াছে, তথা ৫০০০ গৃহস্থ তম্মধ্যে ৩০০০০ মনুষ্যের অধিক নাই, উক্ত রাঙ্গুন নগরে পূর্ব্ব কালাবধি পোর্তুগীস জাতীয় যে সকল মনুষ্য আছে, তাহারা তাবতেই সৈন্য কর্ম্ম করে, তথা তাহারদিগের এক দেবার্চ্চনার স্থান আছে, উক্ত জাতীয়েরা ভিক্ষা করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করে, তদ্ভিন্ন পারসি আরমানি ও অল্প সংখ্যক জবন আছে, এই কএক জাতীয়েরা এ স্থানে বাণিজ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং রাজকর্ম্মকারিরা সচরাচর ঐ সকল লোকের কোন ২ ব্যক্তিকে রাজসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিয়োগ করে, রাঙ্গুন দেশীয় উক্ত নদীর পরপারে মেন্দি নামক আর এক নগর আছে, সেই নগর প্রবেশ করণের নিমিত্তে কেবল এক দীর্ঘ পথ ভিন্ন পথান্তর নাই, ভারত বর্ষীয় নানা স্থানের যোত্রহীন ঋণিদিগের বহুকাল পর্য্যন্ত এই রাঙ্গুন নগর লভ্য জনক স্থান হওয়াতে নানা দেশীয় লোকেরা তথা গমন করিয়া বর্ম্মা দিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা সেখানে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যের বাণিজ্য করত প্রতি পালিত হয়, তন্নিমিত্তে উক্ত নগরে ইংলণ্ডীয় ফ্রান্স পোর্তুগীস পারসি পারস্য, ও মালাবার দেশীয় এবং মোগল প্রভৃতি অনেকানেক বিশিষ্ট ও সামান্য লোকেরা গিয়া বাস করিতেছে, এই সকল পলায়িত মনুষ্যেরা যদ্যপি তথাকার বর্ম্মাদিগের গোদামা নামক দেবতার দ্বেষ না করে তবে তাহারা ও ইহারদিগের ধর্ম্মের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে না, ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য হইতে রাঙ্গুনে বস্ত্র গ্লাস লৌহের দ্রব্য ও বনাত আনীত হয়, এবং রাঙ্গুন হইতে কেবল বৃহৎ ২ কাষ্ঠ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া

থাকে, কিন্তু ইরায়দ্বি নদী দিয়া নৌকা দ্বারা বৎসর২ ঢাকা লক্ষ্মীপুর পাটনা বারাণসী ভগবানগোলা ও কলিকাতাতে হস্তি দন্ত মোম লা তক্তা ও চীন দেশীয় তাম্র আইসে, রাঙ্গুনের আড়াই ক্রোশ উত্তর দিগে শুদাগন অথবা দাগং নামক এক বৃহৎ মন্দির আছে, সে পেগু দেশীয় শুমেদেওর মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ নহে, রাঙ্গুনের বর্ত্তমান রাজবংশীয়দিগের প্রথম রাজা আলম্প্রা, এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাঙ্গুন নগর স্থাপিত হয়, ইহার পূর্ব্বকালে এই স্থানে অনেক বসতি ছিল, কিয়দ্দিবস পরে তাহার ভগ্নাবস্থা হইলে ঐ আলম্প্রা রাজা পুনর্ব্বার উন্নতি করিল, ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তথাকার লোকেরা পুনর্ব্বার গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৪১৮॥

রাজমহল॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাজমহল নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর, দক্ষিণ দিগে রাজশাহি, পূর্ব্ব দিগে দিনাজপুর ও রাজশাহি, পশ্চিম দিগে মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া, এই দেশ তথাকার রাজধানীর নামানুসারে আকবর নগর বলিয়া ও ব্যক্ত আছে, এবং ইংলণ্ডীয়েরা আপনারদিগের রাজকর লিখিত পুস্তকে ঐ রাজমহল অথবা আকবর নগরকে কাঙ্কজোল বলিয়া লিখেন, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল এই রাজমহল ও ভাগলপুর এই দুই দেশের চতুঃসীমার ভূমি ১০৪৮৭ ক্রোশ পরিমাণ করিয়া তন্মধ্যে ৫৪৩৫ ক্রোশ পতিত ভূমি আছে ইহা স্থির করিয়াছিলেন, তৎকালে রাজমহল দেশে ৫৪৭৬০০ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, এ দেশের রাজমহল নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানের মৃত্তিকা যে প্রকার প্রস্তর মিশ্রিত তাহার দক্ষিণ দিগে তদ্রূপ নহে,

ইহার তাবৎ গ্রামে গোধূম, যব, মটর ও কলয় এবং এরণ্ড ও নীল যথেষ্ট জন্মে, তদ্ভিন্ন সেখানে যে সকল আম্র বৃক্ষ আছে তাহার প্রায় সমুদয় বৃক্ষেতেই অত্যন্ত সুস্বাদু আম্র হয়, এ দেশের পশ্চিম দিগে বঙ্গদেশের সীমার পরিশেষ হইয়া বাহার দেশের সীমারম্ভ হইয়াছে, ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে এক নির্ঝর আছে, তদ্ভিন্ন ইহার অনেক দূর ব্যাপিয়া যে পর্ব্বত আছে তথা বন্য মনুষ্যেরা বাস করে, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের লোকদিগের অপেক্ষা পর্ব্বতোপরিস্থ সেই বন্য মনুষ্যেরা খর্ব্বাকার বলবন্ত ও তাহারদিগের শরীরের গঠন অতিশয় উত্তম, উক্ত মনুষ্যেরা পর্ব্বত হইতে পালঙ্গ কাষ্ঠ তক্তা অঙ্গার তুলা মধু রম্ভা ও সকরকন্দ আলু প্রভৃতি দ্রব্য রাজমহল দেশে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে, এবং এই স্থান হইতে তাম্রকূট, ধান্য বস্ত্র তীরের ফলা ও কুঠার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, ইহারদিগের লিখন পঠনের নিমিত্তে কোন প্রকার বর্ণমালা নাই, এবং ইহারা ছাগ শূকর কুক্কুর ও বিড়াল প্রভৃতি পশ্বাদি আপন ২ গৃহেতে পালন করে কিন্তু তাহারদিগের স্ত্রী লোকেরা তাবৎ পরিশ্রমের কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব যাহারদিগের বাটীতে অনেক স্ত্রী আছে তাহারাই প্রায় যোত্রাপন্ন হয়, এবং ঐ বন্য লোকদিগের এই এক বিশেষ গুণ আছে যে তাহারা মিথ্যা বাক্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করে ও সত্য কথাতে অতিশয় আস্থা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা চির দিবস ঐ রাজমহল দেশের নিকটবর্ত্তি দেশে গিয়া দস্যু বৃত্তি করিত এবং এক স্থানে স্থির হইয়া বাস করিত না, তন্নিমিত্তে ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে আগষ্টস ক্লীবলেণ্ড সাহেব তাহারদিগের সহিত প্রীতি করিয়া বাস স্থান নিরূপণ

করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত শালে এই সাহেবের মৃত্যু হইলে তাহার স্মরণার্থে ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তদ্দেশীয় ভূস্বামী দিগের ব্যয় দ্বারা দুই সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, রাজমহল দেশের প্রধান নগর রাজমহল মালদাহ এবং প্রধান নদী গঙ্গা তদ্ভিন্ন অন্যান্য নদী ও তথাকার নানা স্থান দিয়া গমন করিয়াছে। ৪১৯॥

রাজশাহী ॥ বঙ্গদেশের মধ্যস্থলে রাজশাহী নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ দিগে বীরভূমি ও কৃষ্ণনগর, পূর্ব্ব দিগে ঢাকাজালালপুর ও ময়মনসিংহ, পশ্চিম দিগে মুঙ্গের ও বীরভূমি, ঐ দেশ বঙ্গ দেশের মধ্যে অতিশয় বৃহৎ কিন্তু অত্যন্ত কুস্থান, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল ইহার চতুরশ্রীয় ভূমি ১২,৯০৯ ক্রোশ পরিমাণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তথা ২৪০০০০০ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত, ইহার অন্তঃপাতি মোরসিদাবাদ কাসিম বাজার বোয়ালিয়া ভগবানগোলা ও কুমারখালি প্রভৃতি অনেক বাণিজ্য করণীয় নগর আছে৷ এ দেশে যে রেশম জন্মে সে হিন্দুস্থানের লোকেরা ব্যবহার করে, ইং ১৭৮৫ বাং ১১ ৯২ শালে এই দেশ রামজীবন নামক এক ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়, সে ব্যক্তি এই রাজশাহী দেশের বর্ত্তমান অধিকারিদিগের আদি পুরুষ ছিলেন, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলি সলির আজ্ঞানুসারে এ দেশে ১৫০০০০ লক্ষ প্রজা নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার পাঁচ অংশ হিন্দু ও তিন অংশ জবন জাতি ছিল।৪২০ ॥

রাজাচোহন্স ॥ গণ্ডওয়ানা প্রদেশে রাজাচোহন্স নামে এক বনময় দেশ আছে, ইহার প্রধান নগরের নাম শোনহট তথা কোড়ার রাজা বাস করেন, এ দেশে কেবল বন ও পর্ব্বত তন্মধ্যে

অত্যল্প ভূমিতে কৃষি কর্ম্ম হয়, তথা যে অল্প সংখ্যক মনুষ্য বাস করে তাহারা বন্য ও অতিশয় অসভ্য, এবং তথাকার লোকালয়ের মধ্যে স্থানে২ খাত ও অপবিত্র স্থান আছে, এই দেশের লোকেরা চোহন্স নামে খ্যাত, ইহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কর প্রদান করে, এই স্থানের ভূমিতে ধান্য প্রভৃতি শস্য অল্প জন্মে' উক্ত শোনহট নগরের দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ গ্রাম ক্ষুদ্র ২ তাহার প্রত্যেক গ্রামে চারি পাঁচ গৃহস্থের অধিক নাই, উক্ত দেশের বন মধ্যে বৃহৎ ২ ব্যাঘ্র ও চিতা নামক আর এক জাতি ব্যাঘ্র ও ভল্লুক' এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় এক প্রকার বিড়াল প্রভৃতি নানাবিধ ভয়ানক জন্তু আছে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এই দেশ মহরাষ্ট্রীয় লোকেরা অধিকার করণের পূর্ব্ব সময়ে তথা ঐ কোড়ার রাজা স্বাধীন ছিলেন। ৪২১॥

রাজাদুর্গ॥ বালাঘাটে রাজাদুর্গ নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার প্রধান নগর মুলকামার ও রাজাদুর্গ এবং তথাকার প্রধান নদীর নাম হগ্র, এই দেশের মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশীয়েরা বিজয় নগরের দালা ঐ বংশোদ্ভব, ইহারা উক্ত দেশের ধ্বংস হইলে পেনাকণ্ডি ও কন্দৃপি এবং আওরঙ্গজেবের অধিকারস্থ কতিপয় গ্রাম আক্রমণ করিল; ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে হয়দরশাহ এই রাজাদুর্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন, পরে ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে হয়দরের পুত্র টীপু শাহ তথাকার রাজাকে ধারণ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রেরণ করিলেন, তথা ঐ রাজা বহুবিধ কষ্টে দিনপাত করিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালের সন্ধিতে নিজামশাহকে এই দেশ অর্পণ করিলে ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে তথাকার রাজপুত্র বেঙ্কটপী নাএকের জামাতা বংশোদ্ভব গোপাল নামক

এক ব্যক্তি এই দেশে দৌরাত্ম্য করণের উপক্রম করাতে ধৃত হইয়া হয়দরাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে উক্ত নিজাম শাহকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার এ দেশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হওয়াতে বেলারি নামক স্থান ভুক্ত হইয়াছে, এই ইংলণ্ডীয় লোকেরা উক্ত বংশীয়দিগের ভরণ পোষণার্থে তাহারদিগকে বেতন দিয়া থাকেন। ৪২২॥

রাজামন্ত্রি ॥ উত্তর সরকারে রাজামন্ত্রি নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে সিতকোল নামক স্থান, দক্ষিণ দিগে গোদাবরী নদী দ্বারা এলোর নামক স্থান এই দেশ হইতে পৃথক্ আছে, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গদেশের সমুদ্র মহনা, পশ্চিম দিগে হয়দরাবাদের নিজামের রাজ্য, ঐ দেশের প্রায় সমুদয় স্থান গোদাবরী নদীর উত্তর দিগ ব্যাপিয়া আছে, সমুদ্র হইতে ৩৫ ক্রোশ অন্তর বর্ত্তিনী গোদাবরী নদীর দুই শাখার দ্বারা নাগর নামক যে এক উপদ্বীপ হইয়াছে সেই উপদ্বীপ ত্রিকোণাকার, তাহার ব্যাস ৫০০ ক্রোশ, উক্ত রাজামন্ত্রি দেশের চতুরশ্রীয় ভূমি পরিমাণ ১৭০০ ক্রোশ হইবেক, এই স্থানের গোদাবরী নদী তীরস্থ পর্ব্বত অবধি পহনসা নামক স্থান পর্য্যন্ত যে এক বৃহৎ অরণ্য আছে তাহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় মহনার পূর্ব্ব দিগে অত্যুত্তম বৃহৎ ২ কাষ্ঠ পাওয়া যায়, উক্ত নদী তীরে অনেক ইক্ষু উৎপন্ন হয়, এই রাজামন্ত্রি দেশের প্রধান নগরের নাম রাজামন্ত্রি ইঙ্গারাম কোরিঙ্গা বুন্দর মালাকা পেদ্ধাপুর ও পেটীপুর, কিন্তু কোরিঙ্গা ভিন্ন ইহার কোন নগর হইতে ভিন্ন দেশে বাণিজ্যের দ্রব্য প্রেরিত হয় না, ফেরেস্তা নামক গ্রন্থ কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে ইং ১২৯৫ বাং ৭০২ শালে আলাউদ্দিন বাদশাহের দক্ষিণ দেশ আক্রমণ কালীন রাজামন্ত্রি দেশের রাজারা স্বাধীন রাজা

ছিলেন, পরে ইং ১৪৭১ বাং ৮৭৮ শালে তদ্দেশীয় ভামিনি বাদশাহদিগের অধিকার হইল, ইং ১৭৫৩ বাং ১১৬০ শালে দক্ষিণ দেশাধ্যক্ষ সলাবতজঙ্গ কর্তৃক এই দেশ ফ্রান্সদিগকে অর্পিত হয়, পরে ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে লার্ড ক্লাইব দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে এই দেশ এক খণ্ড ধরিয়া উত্তর সরকার পঞ্চ খণ্ড যুক্ত হইয়াছে, রাজামন্দ্রি দেশ হয়দরাবাদ হইতে ২৩৭ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ৩৬৫ ক্রোশ এবং, কলিকাতা হইতে ৬৬৫ ক্রোশ অন্তর। ৪২৩॥

রামগিরি ॥ মহিশুর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে রামগিরি নামে এক নগর আছে, এই নগর ও ইহার দুর্গের নিকটবর্ত্তি গ্রাম সকল অতিশয় ব্যাঘ্র ভীতি স্থান, ঐ দুর্গ পর্ব্বতোপরি এতাদৃশ রূপে স্থাপিত যে সেই দুর্গস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধ না করিলে ও কোন শত্রু পক্ষীয়েরা সহসা আক্রমণ করিতে পারে না, ঐ পর্ব্বত তীর্থস্থান প্রযুক্ত তথা অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তথা যে এক প্রকার বন্য মনুষ্য আছে, তাহারা ফল মূলাহার ও মৃগয়া দ্বারা যে সকল পশু ধারণ করে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে, এবং কখন ২ ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের কৃষকদিগের নিকটে ফলকন্দাদি ও মোম মধু প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শস্য গ্রহণ করে, ইহারা তামুল ও তৈলঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং এই পর্ব্বতের স্থানে২ যে সকল খাত আছে তাহারদিগের জল অতিশয় শীতল, উক্ত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি নানা পর্ব্বতে লাক্ষা জন্মে, সেই লাক্ষা যে বৃক্ষ দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহাকে জালা বৃক্ষ বলে। ৪২৪॥

রামনাদ ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে কেপ্ কমোরিন হইতে ১৩০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে মারওয়াস নামক স্থান সম্পৃক্ত রামনাদ

নামে এক নগর আছে, অতি পুর্ব্বকালে কোন মহানুভব মনুষ্য কর্ত্তৃক রামেশ্বর তীর্থ যাত্রি দিগের রক্ষার্থে রামনাদের বর্ত্তমান অধিকারির পুর্ব্ব পুরুষের কোন এক ব্যক্তিকে উক্ত নগর প্রদত্ত হইয়াছিল, ইদানীং এই নগরের রাজা পরলোক গমন করাতে মঙ্গলাগুবরী নাম্নী তাঁহার রাণী ঈশ্বরী হইয়া রাজ্য প্রতি পালন করিতেছেন, তিনি ইংলণ্ডীয়দিগকে রাজস্ব প্রদান করেন, এঁহার পিতৃ পুরুষেরা যে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তাহার নিকটে ঐ রাজার সমাজ গৃহ ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মালয় আছে। ৪২৫ ॥

রামপুর ॥ দিল্লি প্রদেশে কৌশল্যা নদী তীরে বরেলি নগর সম্পৃক্ত রামপুর নামে এক নগর আছে, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে এই নগর এবং বরেলি দেশ সন্ধি দ্বারা রোহেল খণ্ডের সৈন্যাধ্যক্ষ ফৈজুল্লা খাঁ নামক এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার উপস্বত্ব তিন লক্ষ টাকা ছিল, এই ব্যক্তি যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল তাবৎ এই নগরের উন্নতি ছিল, এবং ইহার চতুরস্রীয় ভূমি পরিমাণ ৪ ক্রোশ ও তাহার চতুর্দ্দিগ নিবিড় বংশ বন দ্বারা বদ্ধ ছিল, তন্মধ্যে ১০০০০০ লক্ষ লোক গণিত হয় কিন্তু ইদানীং এই নগরের পরিসরের ন্যূনতা হইয়া উক্ত সংখ্যক লোকের ও পাঁচ অংশের একাংশ মাত্র আছে, ইং ১৭৯৪ বাং ১২০১ শালে উক্ত ফৈজুল্লা খাঁর মৃত্যু হওয়াতে তাহার পুত্র মহম্মদআলি খাঁ উক্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম আলি খাঁ কর্ত্তৃক গুপ্তাঘাতে হত হইলেন, এবং এই গোলাম আলি খাঁ সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তৎপরে সর রাবর্টএবরকরম্বি, অধীন সৈন্যরা তাহাকে দূরীকরণ করণাভিপ্রায়ে গমন করত বরেলি নগরের কএক ক্রোশ

অগ্রে রোহিলার সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, কিন্তু তাহাতে ঘোর তর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া রোহিলার সৈন্যেরা পরাভূত হয়, এই যুদ্ধে ইংলণ্ডীয়দিগের ছয় শত সৈন্য ও চৌদ্দজন সৈন্যাধ্যক্ষ বিনষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে গোলাম মহম্মদ ইংলণ্ডীয়দিগকে এই নগর সমর্পণ করিল, এবং মৃত ফৈজুল্লা খাঁর সঞ্চিত যে ৩২০০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল সে সমুদয় অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলাকে প্রদান করিল, তৎকালে এই আসফউদ্দৌলা ইংলণ্ডীয়দিগকে এগার লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করেন, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা এই রামপুর নগর অযোধ্যা রাজ্য ভুক্ত করিয়া ফৈজুল্লার প্রপৌত্র মহম্মদআলি খাঁকে তাহার কিয়দংশ জাগির স্বরূপপ্রদান করিয়া ছিলেন, সেই সকল স্থানে সাম্বৎসরিক দশ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত, পরে ইহার হ্রাসাবস্থা হইলে ঐ মহম্মদ আলি খাঁ ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে ইংণ্ডীয়দিগকে উক্ত রামপুর অর্পণ করিল, এই নগর বরেলি হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে এবং দিল্লি নগরের পুর্ব্বদিগে ১০ ক্রোশ অন্তর হইবেক।৪২৬॥

রামপুরা॥ গুজরাট দেশে ও সাইলা নামক স্থান হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে চালওয়ারা নগর সম্পৃক্ত রামপুরা নামে এক নগর আছে, এই নগরের যে ২ লোক যুদ্ধে হত হইয়াছে, তাহারদিগকে স্মরণ করিবার নিমিত্তে উক্ত নগ রের নিকটবর্ত্তি স্থানে নানা কীর্ত্তি আছে, তদ্দ্বারা ভিন্ন দেশীয় লোকেরা এই স্থানে যে কত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা অনায়াসে জানিতে পারে, এবং উক্ত নগরের সহমৃতা স্ত্রীদিগকে স্মরণার্থে ঐ রূপ কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে রাজপুত জাতীয় যে গৃহস্থের ঐতদ্রূপ মৃত চিহ্ন আছে সে যদি যুদ্ধে বিরত হইয়া পলায়ন করে, তবে অত্যন্ত অপমানিত হয়, এইক্ষণে উক্ত নগরে উদ্দুয়ান নামক এক ব্যক্তির অধিকার আছে। ৪২৭॥

রাহধনপুর ॥ গুজরাট দেশে রাহধনপুর নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এই নগর এক পুরাতন প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ, এবং তাহার মধ্যবর্ত্তি যে দুর্গ ও নগর বেষ্টিত প্রাচীর এবং তথা যে আর এক বৃহৎ প্রাচীর আছে সে সমুদয় ১৩ হস্ত গভীর এক খাত দ্বারা বেষ্টিত, উক্ত নগরে ৬০০০ ছয় সহস্র গৃহস্থ তাহার ১৪০০ ঘর বণিক জাতি তাহারদিগের মধ্যে অনেক ধনি লোক আছে, তাহারা প্রচুর দ্রব্যাদির বাণিজ্য করে, উক্ত নগর মারও য়ার ও কচ এই উভয় দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্যের এক প্রধান আড়ঙ্গ ছিল কিন্তু অল্পকালাবধি এই স্থানে কুলি জাতীয় দস্যুর বাহুল্য হওয়াতে ব্যবসায়িদিগের গমনাগমনের অল্পতা হইয়াছে' এই নগর হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য চর্ম্ম, ঘৃত এবং গোধূম, এই ঘৃত কচদেশে ও চর্ম্ম কেম্বে দেশীয় মহনা তীরস্থ বৌনগরে প্রেরিত হয়, এই নগরের প্রায় অনেক লোকে ক্ষেত্র কর্ম্ম করে, অতএব ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে যথেষ্ট কৃষি কর্ম্ম হইতেছে, অপর বালুচি জাতীয় রাহধন খাঁ নামক সৈন্যাধ্যক্ষ এক ব্যক্তি কর্তৃক এই রাহধনপুরের আরম্ভ হয়, এই ব্যক্তি পারকর নামক স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, কিয়ৎ দিবস পরে খাঁ জাঁহান উক্ত নগর প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া কুলি নামক দস্যু জাতীয়দিগের দৌরাত্ম্য হইতে বিমুক্ত করিল, তৎপরে দামনাজি গুইকুওার আসিয়া তথাকার নবাবের পিতা কমলদ্দিন বাবীকে তাহার পাটান দেশ পরিত্যাগ করাইয়া এই রাহধনপুর ও মাঞ্জিপুর এবং সোম্মী নামক স্থান অধিকার করিতে অনুমতি করিল। ৪২৮ ॥

রুদ্রপ্রয়াগ ॥ হিন্দুস্থানে শ্রীনগর প্রদেশের যে স্থানে অলকনন্দা ও কালিগঙ্গা এই উভয় নদী পরস্পর মিলিতা হইয়াছে তথা রুদ্রপ্রয়াগ নামক এক তীর্থ স্থান আছে, এই কালিগঙ্গা

কোন পর্ব্বত শ্রেণী হইতে বহির্গতা হইয়াছে, শাস্ত্রে এই নদী মন্দাকিনী নামে খ্যাতা আছে, কিন্তু হিন্দুজাতিরা যে পঞ্চ স্থানকে প্রয়াগ তীর্থ বলিয়া ব্যক্ত করেন অর্থাৎ কর্ণপ্রয়াগ দেবপ্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ এই পঞ্চ প্রয়াগ উক্ত শ্রীনগর প্রদেশে আছে, তন্মধ্যে প্রথমোল্লেখিত যে কর্ণপ্রয়াগ * সে উক্ত প্রদেশের অলকনন্দা ও পিন্দার নদীর মিলন স্থানে, তথা এক মঠের মধ্যে কর্ণ রাজার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ৪২৯॥

রোহতাস ॥ বাহার দেশে রোহতাস নামক এক দেশ ও তৎসম্পৃক্ত রোহতাস নামে এক দুর্গ আছে, এই দুর্গ অতি বৃহৎ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্যে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উচ্চ পথ আছে, এই পথ পর্ব্বতের নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ দুর্গের তিন দ্বার পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে, ঐ পর্ব্বতের পরিসর ১০ ক্রোশের অধিক হইবেক, তন্মধ্যে নগর গ্রাম ক্ষেত্রভূমি জলাশয় ও বন আছে, এবং তাহার এক দিগ দিয়া শোণ নদ ও অন্য দিগ দিয়া আর এক নদী গমন করত কিয়দ্দূরে উভয়ে মিলিত হওয়াতে এই পর্ব্বতের ত্রিকোণ প্রায়দ্বীপের ন্যায় গঠন হইয়াছে, ইং ১৫৪২ বাং ৯৪৯ শালে আফগান জাতীয় সেরশাহ যখন রাজা চিন্তামনের নিকট হইতে কৌশল ক্রমে এই দুর্গ অধিকার করেন তখন এই স্থানের পথ অতি দুর্গম বোধ হইত, ঐ রাজা হিন্দুস্থানের এই অংশের হিন্দু রাজাদিগের

---

* মূলগ্রন্থকর্ত্তা রুদ্রপ্রয়াগ ও কর্ণ প্রয়াগের বিস্তার লিখেন নাই তন্নিমিত্তে উক্ত উভয় প্রয়াগকে ভিন্ন ২ স্থানে অর্থাৎ ককারে কর্ণ প্রয়াগ এবং রকারে রুদ্রপ্রয়াগ না লিখিয়া তদুভয়কে এক স্থানে লিখা গেল।

বংশ ক্রমানুয়ের শেষ রাজা ছিলেন, ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা চির দিবসাবধি এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিল, উক্ত সেরশাহ স্থানান্তর হইতে আপন ধনও পরিবারগণকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া বাস করিলেন, তাহার পরে এই দুর্গ উক্ত রাজাদিগের অধিকার হইয়া ছিল, কিন্তু ইং ১৫৭৫ বাং ৯৮২ শালে আকবর বাদশাহ পুন র্ব্বার অধিকার করেন, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা এই রোহতাস দেশ অধিকার করিয়া কখন তদ্দ্বারা বিশেষ রূপে উপকৃত হয়েন নাই, এই দেশ বারাণসীর দক্ষিণ পশ্চিমদিগে ৮১ ক্রোশ অন্তর। ৪৩০।।

রোহেলখণ্ড ।। হিন্দুস্থানে গঙ্গার পূর্ব্বদিগে রোহেল খণ্ড নামে এক রাজ্য আছে, কুমাউন পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের লাল ডাং নামক পথের নিকটবর্ত্তি স্থানাবধি এই রাজ্যের সীমারম্ভ হইয়া পিলিবিত নামক নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, ইহার উত্তর দিগে কুমাউনও সিবালিক নামক পর্ব্বত দক্ষিণ দিগে অযোধ্যারাজ্য, রোহেলখণ্ড রাজ্যের প্রধান নদী গঙ্গা এবং রাম গঙ্গা নামে যে এক নদী আছে তাহার প্রায় সমুদয় দীর্ঘতা উক্ত রাজ্য মধ্যে পরিশেস হইয়াছে, ঐ রামগঙ্গা কান্যকুব্জ নগরের গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, আর উক্ত রাজ্যের পূর্ব্বদিগে কুমাউন পর্ব্বত হইতে দেয়া অর্থাৎ গগরা নাম্নী নদী নির্গতা হইয়া পিলিবিত নামক স্থান অতিক্রমণ করত গমন করিয়াছে, বর্ষাকালে এই নদীর জল বৃদ্ধি হওয়াতে শাল ও শিশু কাষ্ঠ এবং বনোৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্য নৌকাদ্বারা কলিকাতা পাটনা ও অন্যান্য নগরে প্রেরিত হয়, উক্ত রাজ্য দিয়া গম্যমানা নদী সকলের জল তথাকার ক্ষেত্রে সিঞ্চন করাতে সমুদয় ভূমি উর্ব্বরা হইয়াছে, এবং তথা যে২ স্থানে নদী নাই সেই২ স্থানের মৃত্তিকা অল্পখনন করিলে জল উত্থিত হয়, এবম্বিধ

নানা কারণে হিন্দুস্থানের মধ্যে এই রোহেলখণ্ড উৎকৃষ্ট স্থান গণ্য হইয়াছে, এই স্থানে নানা প্রকার শস্য এবং ইক্ষু নীল কার্পাস ও তামুকূট জন্মে, মোগল জাতির প্রথম রাজত্ব সময়ে উক্ত স্থান অতিশয় ধনাঢ্য ও বাণিজ্য করণোপযুক্ত ছিল, তৎকালে শাহাবাদ শাহজাঁহানপুর বরেলি বিস্বৌলি বুদ্ধাজুন ঔলা মোরাদাবাদ এবং সম্বল নামক নগরের অধিকাংশ স্থান এই রোহেল খণ্ড ভুক্ত ছিল, এবং হিন্দুস্থানে পাঠানজাতির রাজ্য কালে তদ্বংশোদ্ভব অনেকানেক মনুষ্য এই বুদ্ধাজুন নামক স্থানে বাস করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে তথা রাজগৃহ সমাজ ও দেবালয় এবং উদ্যান ও পাঠশালা প্রভৃতির চিহ্ন অদ্যাপি আছে, উক্ত রাজ্যে যে সকল লোক রোহিলা নামে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা প্রথমতঃ পাঠান জাতি ছিল, কিন্তু ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শাল গতে কাবুল হইতে এই রাজ্যে আগমন করিয়া নানা প্রকার জবন হইয়াছে, ইহারা অত্যন্ত সাহসী ও বলবন্ত এবং অন্যান্য পাঠান জাতীয় লোকের ন্যায় কাহারো উপদেশ গ্রহণ করে না ও বশীভূত হয় না, কিন্তু ইহারদিগের এই এক বিশেষ গুণ আছে যে ইহারা নিহিত মন্ত্রণাতে তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করে অর্থাৎ যখন যে কর্ম্ম করিবেক তখন যাবৎ পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম সম্পন্ন না হয় তাবৎ ব্যাপকতা করিয়া কাহার নিকটে প্রচার করে না, এই রোহিলার কোন ২ শ্রেণীস্থ লোকেরা যুদ্ধ ও কোন ২ লোকেরা কৃষি কর্ম্ম করে, তন্মধ্যে বসারত খাঁ ও দাউদ খাঁ এই দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষ ইং ১৭২০ বাং ১১২৭ শালে অল্প সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধেচ্ছুক হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইল, পরে সিরৌলি নামক স্থানের ভূম্যধিকারি মধুশাহ নামক এক ব্যক্তি যিনি দেশ লুট করিবার

জন্যে এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ঐ দাউদ খাঁকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, উক্ত খাঁ কোন সময়ে এক গ্রাম লুট করিতে গিয়া তথা হইতে জাট জাতীয় এক মনুষ্যকে ধারণ পূর্ব্বক স্বদেশে আনয়ন করিয়া আলি মহম্মদ নাম প্রদান করত আপনার পালিত পুত্র করিয়াছিলেন, এই আলি মহম্মদ দাউদ খাঁর উত্তরাধিকারী হইয়া হিন্দুস্থানের এই রোহেল খণ্ডে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিল, তৎকালে দিল্লির মোগল সৈন্যেরা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করিত, ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালে ঐ আলি মহম্মদের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার ছয় পুত্রের মধ্যে হাফেজ রহমত নামক পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে পাঠানদিগের সৈন্যেরা কত্তিরা নামক স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইল, এবং তৎকালে হাফেজ রহমত বিনষ্ট হওয়াতে হিন্দুস্থানে রোহিলা দিগের রাজত্বের শেষ হইল, উক্ত রোহেলখণ্ড ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার কালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তাহাতে বৎসর২ আশীলক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত কিন্তু ত্বরায় হ্রাসাবস্থা হইয়া ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শাল পর্য্যন্ত কেবল ৩৬০০০০০ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইয়াছিল, এবং ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক যখন রোহেল খণ্ডের তাবৎ স্থান ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হয়, তখন ইহার সম্যক্ প্রকারে হ্রাস হইয়াছিল, উক্ত রাজ্য ইদানী বরেলি দেশ ভুক্ত হইয়াছে। ৪৩১ ॥

লকপতবন্দর ॥ কচ দেশীয় মহনার সহিত এক লবণাক্তজলার যুক্ত স্থলে লকপতবন্দর নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগরে যথেষ্ট দ্রব্যের বাণিজ্য হইত, এইক্ষণে

তাহার অল্পতা হইয়াছে, উক্ত জলাতে কেবল ক্ষুদ্ ২ জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে, ইহার নিকটে যে আর এক জলাশয় আছে তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উক্ত নগরের দেড় ক্রোশ অন্তরে এক পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে এক প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে, এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তি পর্ব্বত মধ্যে এক পুষ্করিণী আছে, এই পুষ্করিণী অত্যন্ত বৃহৎ তথাচ চৈত্র মাসে তাহার জল শুষ্ক হইয়া থাকে, এবং ঐ দুর্গ মধ্যবর্ত্তি জলাশয় সকলের জল উত্তম নহে, ঐ দুর্গের পশ্চিম দ্বারের প্রাচীরের পশ্চিম দিগে অনেক লোকালয় আছে, এই লকপতবন্দরের উক্ত জলা দিয়া আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সিন্ধু দেশীয় হয়দরাবাদ নামক নগর হইতে কচ দেশের মান্দারি নামক স্থানে গমনের উত্তম পথ হয়, তৎ কালীন নৌকা দ্বারা উক্ত জলাশয় দিয়া আলিবন্দর পর্য্যন্ত গমনা গমন হইতে পারে। ৪৩২ ॥

লক্ষ্ণৌ ॥ অযোধ্যা প্রদেশে গোমতী নদীর দক্ষিণ দিগে লক্ষ্ণৌ নামে এক রাজধানী নগর আছে, ইহার সম্মুখের ভূমি হইতে অপরাংশ ভূমি অষ্ট হস্ত নিম্ন, তথাকার পথ সকল অপরিষ্কৃত ও এতাদৃশ অপ্রশস্ত যে দুই খান শকট একেবারে গমনাগমন করিতে পারে না, এবং এই নগরের স্থানে২ জাবনিক দেবালয় ও সমাজ ও নবাবদিগের গৃহাদি থাকাতে ইহার অত্যাশ্চর্য্য শোভা দেখা যায়, উক্ত গোমতী নদী বারাণসী ও গাজিপুর এই উভয়ের মধ্য ভাগের গঙ্গাতে পতিতা হইতেছে, এই গোমতীতে তাবৎ কালে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে নবাব শুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে এ নগরের যে প্রাচীন রাজধানী ফৈজাবাদ নগর তথা হইতে নবাব আসফ উদ্দৌলা এই লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী করিলেন, তাহাতে তথা

কার ধনী ও সমুদয় বণিক লোকেরা উক্ত নগরে আগমন পূর্ব্বক বাস করিল, তৎকালে হিন্দুস্থানের মধ্যে এই নগর অবিলম্বে বৃহৎ ও ধনাঢ্য হইয়াছিল, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে লক্ষ্ণৌ নগরে ৩০০০০ হাজার গৃহস্থ গণিত হয়, পরে নবাবদিগের ঐশ্বর্য্যের হ্রাস হওয়াতে উক্ত সংখ্যক গৃহস্থের ও অল্পতা হই য়াছে, এই স্থানে যে সকল কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে জেনেরেল মার টিন সাহেব যে এক বৃহতীপুরী নির্ম্মাণ করেন তাহাতে বার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌ নগরের চতুর্দ্দিগে বালুকময় মরু ভূমি আছে, আবুল ফজলের লিখনানুসারে ব্যক্ত হইতেছে যে আকবর বাদশাহের রাজ্য কালে এই নগর অতিশয় গণ্য হইয়া ছিল, এ নগর দিল্লি হইতে ২৮০ ক্রোশ, আগরা হইতে ২০২ ক্রোশ এবং বারাণসী হইতে ১৮৯ ক্রোশ অন্তর। ৪৩৩॥

লক্ষ্মীদ্বীপ ॥ মালাবার দেশাতীত স্থানে যে নানা ক্ষুদ্র উপদ্বীপ এক ২ খাড়ি দ্বারা পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে সে তাবৎ লক্ষ্মীদ্বীপ নামে ব্যক্ত আছে, তন্মধ্যে সকল হইতে বৃহৎ যে উপ দ্বীপ তাহার ও পরিসর ছয় ক্রোশের অধিক নহে, এই লক্ষ্মী দ্বীপের অধিকাংশ স্থান কানানোর নামক স্থানের রাণীর কর তলে আছে, তথা কোন শস্য জন্মে না কেবল নারিকেল গুবাক ও কদলী ফল এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রবাল জন্মে, এই উপদ্বীপে কেবল জবনেরা বাস করে, তাহারা এতাদৃশ দুঃখী যে শস্যাভাবে কেবল মৎস্য ও নারিকেল ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে, এই স্থান হইতে নারিকেলছোবড়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, এবং মালাবার দেশের সমুদ্র তীরে আনীত হইয়া বহৎ ২ রজ্জু প্রস্তুত হয়। ৪৩৪॥

লক্ষ্মীপুর ॥ বঙ্গদেশের ত্রিপুরা সম্পৃক্ত ও মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীরে কএক ক্রোশ অন্তরে লক্ষ্মীপুর নামে এক নগর আছে, এই নগরের নিকটবর্ত্তি স্থানে উত্তম মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং নানা প্রকার শস্য জন্মে, এই লক্ষ্মীপুরে ঐ মেঘনা নদীর প্রাশস্ত্য দশ ক্রোশের ও অধিক বিশেষতঃ বর্ষকালে যখন তাহার চড়া জলে মগ্ন হয় তখন সমুদ্রের ন্যায় বিস্তার দৃষ্ট হয়, উক্ত নগরে আর এক ক্ষুদ্র নদী মেঘনাতে পতিতা হইতেছে, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে একবার বন্যা হইয়া এই নগরের বিস্তর মনুষ্য ও পশ্বাদি জলমগ্ন হইয়াছিল। ৪৩৫ ॥

লাকথু ॥ ভারতবর্ষের গঙ্গাতীত স্থানে কোচীনচাইনা দেশীয় বাদশাহের অধীনে লাকথু নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে লেয়স দেশ উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে টংকুইন এবং পশ্চিম দিগে চীন দেশ, ঐ দেশের জল অতিশয় বিস্বাদু ও বায়ু ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের পক্ষে পীড়াকর কিন্তু টংকুইন দেশ অপেক্ষা লাকথু দেশের জল ও বায়ু স্নিগ্ধ, এই দেশ হইতে টংকুইনে গমন নিমিত্তে অরণ্য দিয়া যে এক পথ আছে তন্মধ্যে কোন লোকালয় নাই, লাকথু দেশ মধ্যে স্থানে ২ অসভ্য জাতি দিগের বসতি আছে ইহারা যে লোকদিগের অধীনে বাস করে তাহারা পুরুষানুক্রমে ভূস্বামী, এই অসভ্য জাতিরা এ দেশের অন্তঃপাতি স্থানের লোকদিগের সহিত ভূমি নিমিত্তে সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, টংকুইন দেশ হইতে এই দেশে লবণ ও রেশমবস্ত্র আনীত হয়, তাহাতে উক্ত ভূস্বামীদিগের পরিধেয় বস্ত্র হয়, এবং এই দেশ হইতে তুলা ও মহিষ টংকুইনে প্রেরিত হইয়া থাকে, ঐ টংকুইনের মুদ্রা ভিন্ন এ দেশে আর কোন মুদ্রার চলন নাই, ও সামান্য ক্রয় বিক্রয়ে বরাটিকা প্রচলিত আছে, এই দেশের

লোকেরা যে কোন মতাবলম্বী তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই, কিন্তু কোন২ লোকের গৃহে বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়াতে বোধ হয় যে তাহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেক, এ দেশেরস্থানে২ অনেক বিবর আছে, তাহার এক গহ্বর কোন পর্ব্বতকে ভেদ করত এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ৪৩৬॥

লাঢক॥ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিগে লাঢক নামে বৃহৎ এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে তিব্বত দেশ, দক্ষিণ দিগে নাহ্নসঙ্কর দেশ, পূর্ব্ব দিগে তিব্বত দেশ, এবং পশ্চিম দিগে কাশ্মীর দেশ, ঐ দেশের পরিমাণ প্রকৃত রূপে প্রকাশ নাই, হিন্দুস্থানীয় যে সকল বাণিজ্য ব্যবসায়িরা বাণিজ্যার্থে তিব্বত দেশে গমন করে তাহারা কহে যে লাঢক দেশ স্বাধীন রাজ্য অর্থাৎ তথাকার রাজা কাহাকেও কর প্রদান করেন না, এবং সে দেশ তিব্বতের পশ্চিম দিগে কিন্তু কাশ্মীর হইতে ত্রয়োদশ দিবসীয় পথের অন্তর ও এ দেশ অতিশয় উচ্চ ও অপরিস্কৃত, কাশ্মীর ও টীসুলুম্বু এই উভয় স্থলের মধ্যে লাঢক দেশীয় যে নগর আছে তথা তিব্বত দেশ হইতে ছাগলোম প্রেরিত হয় সেই লোম পুনর্ব্বার কাশ্মীর দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং এ দেশ হইতে তিব্বত দেশে খর্জ্জুর বাদাম কিসমিস ও কুঙ্কুম প্রেরিত হয় এতাবৎ দ্রব্য ঐ তিব্বত দেশীয় লোকেরাই ক্রয় করে, হিমালয় পর্ব্বতের অন্তঃপাতি জারটুক নামক স্থান অবধি এই লাঢক দেশ পর্য্যন্ত যে এক সমান পথ আছে সেই পথ দিয়া উক্ত লোকেরা গমনাগমন করে, ভূগোল বৃত্তান্ত পুস্তক প্রমাণে ও নানা কারণে বোধ হইয়াছে যে লাঢক দেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানের লোকেরা বৌদ্ধমতাবলম্বী, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে তিব্বত দেশীয় টেসুলামার পিতা এই লাঢক দেশে রাজ্য করিয়া

ছিলেন, তাঁহার মাতা এতদ্দেশীয় রাজার কন্যা, ঐ টেসুলামার পিতা উক্ত স্ত্রীর নিকটে হিন্দুস্থানের ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ৪৩৭ ॥

লাহোর ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে লাহোর নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কাশ্মীর পখলি মোজাফ্ফরাবাদ, দক্ষিণ দিগে দিল্লি আজমিয়ার ও মুলতান, পূর্ব্ব দিগে শতদ্রু নদী যদ্দ্বারা এই দেশ উত্তর হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ হইয়াছে, পশ্চিম দিগে সিন্ধু নদ এই নদ লাহোর হইতে আফগানস্থানকে পৃথক্ করিয়াছে, লাহোরের দীর্ঘতা ৩২০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধ ২২০ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছে, কিন্তু আবুল ফজল ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালের যে সময়ে হিন্দুস্থানের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তখন এই দেশ এতাদৃশ বৃহৎ ছিল না। যেহেতুক তিনি লিখেন যে ইহার পূর্ব্ব দিগে সরহিন্দ, উত্তর দিগ কাশ্মীর, দক্ষিণ দিগে বিকানিয়ার ও আজমিয়ার, পশ্চিম দিগে মুলতান এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশের দীর্ঘতা ১৮০ ক্রোশ এবং প্রাশস্ত্য ভীমাবর নদী অবধি চৌখণ্ডি পর্য্যন্ত, লাহোরের উত্তর দিগের পর্ব্বত হইতে শতদ্রু বেয়া চিনাব ঝাইলম সিন্ধু এবং ইরাবতী এই ছয় নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহারদিগের কোন ২ স্থানের বালুকাতে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র সীসা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়, এবং সেই পর্ব্বত হইতে শিশির আনীত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বসন্তাদি তাবৎ কালেই বিক্রয় হয়, এই দেশ ২৩৪ খণ্ডে বিভক্ত উক্ত সমুদয় খণ্ডে দাম নামক এক প্রকার মুদ্রার চলন আছে, হিন্দুস্থানের অন্যান্য দেশাপেক্ষা এই দেশে শীত অধিক, এইক্ষণে লাহোর দেশ সমরূপে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে

বিভক্ত হইয়াছে, তাহার এক খণ্ড প্রায় পর্ব্বতময় ও আর এক খণ্ডের নিম্ন ভূমি, এই খণ্ড দিয়া প্রসিদ্ধ পঞ্চ নদী বহমানা হওয়াতে সে স্থান পঞ্জাব নামে ব্যক্ত আছে, এই নিম্ন খণ্ডের নাম পঞ্জাব কিন্তু এই পঞ্জাব শব্দ প্রয়োগ করিলে সচরাচর সমুদয় লাহোর দেশকে বোধ হয়, এই উত্তর খণ্ডে ইউরোপের অভ্যন্তরস্থ স্থানাপেক্ষা অল্প শীত হইয়া থাকে, এই দেশের অতিশয় উর্ব্বরা ভূমি তাহাতে গোধূম যব ধান্য কলয় ইক্ষু তাম্রকূট ও নানাবিধ খাদ্য ফল যথেষ্ট জন্মে, এবং তথা গো মহিষ ইত্যাদি অনেক পশু ও আছে, এ দেশের পূর্ব্ব দিগে যে পর্ব্বতের উপরে লোকালয় আছে তথা গোধূম ধান্য যব প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে, এই পর্ব্বতোপরি অতি বেগে বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং তথা শ্রাবণ মাসাবধি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বর্ষা হয়, ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমি অতিশয় কঠিন ও উর্ব্বরা, এ দেশের যে পর্ব্বত জাম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যস্থানে আছে তথা খাদ্য ফল যথেষ্ট জন্মে, এবং যে সকল দেবদারু বৃক্ষ আছে তাহাতে কেবল জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া থাকে যেহেতুক তথাকার লোকেরা যে কি প্রকারে উক্ত বৃক্ষের নির্য্যাস দ্বারা টারপিন তৈল ও তার প্রস্তুত করিতে হয় তাহা অবগত নহে, লাহোরের উত্তর খণ্ড যদ্যপি স্নিগ্ধ স্থান তত্রাপি তথাকার জল ও বায়ু পারস্য দেশাপেক্ষা উষ্ণ প্রযুক্ত তদ্দেশীয় ফলকন্দাদি এই লাহোর দেশে জন্মে না বস্তুতঃ এতাদৃশ উষ্ণ ও নহে যে হিন্দুস্থানের ফলাদি জন্মিতে পারে না অর্থাৎ হিন্দুস্থানে ফলকন্দাদি যাদৃশ জন্মিয়া থাকে এই স্থানে ও তদ্রূপ জন্মে, উক্ত পর্ব্বতে নানা ধাতুর আকর আছে এবং স্থানে ২ লবণ ও জন্মে, লাহোর দেশ হইতে সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগস্থ দেশে

তণ্ডুল গোধূম চিনি নীল ও সূত্রবস্ত্র প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে ঘোটক তলোয়ার সীসা খাদ্যফল ও মসলা প্রভৃতি দ্রব্য এই লাহোরে আনীত হয়, তদ্ভিন্ন উক্ত দেশ হইতে কাশ্মীর ও পারস্য দেশে নানাবিধ দ্রব্য প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং কাশ্মীর হইতে শালবস্ত্র কুঙ্কুম ও নানাবিধ ফল লাহোর দেশে আনীত হয়, এই লাহোর দেশের শিক জাতীয়েরা স্ব ২ অধিকারের প্রজা দিগের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যাদির অর্দ্ধভাগ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, উক্ত দেশে প্রজা পরস্পরের বিবাদ হইলে সেই ২ গ্রামের অধ্যক্ষ কিম্বা কোন এক প্রধান ব্যক্তি অথবা পঞ্চ জন একত্র হইয়া সেই বিবাদ ভঞ্জন করে বস্তুতঃ সে স্থানে নিয়মিত বিচারালয় নাই, এবং মনুষ্য হিংসা করিলে সেই গ্রামাধ্যক্ষ দ্বারা হননকারি ব্যক্তি দণ্ডী হয় কিন্তু সর্ব্দা বিনষ্ট মনুষ্যের আত্মীয় বর্গেরা তাহার প্রতিফল প্রদান করে সুতরাং সে দেশে সুবিচার নাই, লাহোর দেশে যে সকল হিন্দুজাতি আছে তাহার প্রায় সকলেই শিক সিংহ জাট ও রাজপুত উপাধিবিশিষ্ট, তদ্ভিন্ন উপাধি শূন্য হিন্দুজাতি ও আছে, ঐ শিকেরা লম্ববান দাড়ি ও কেশ রাখে এই নিমিত্তে হিন্দুজাতির সহিত তাহার দিগের অবয়বের কিঞ্চিৎ বিশেষ বোধ হয়, তাহারা হিন্দুস্থানীয় লোকের ন্যায় সাহসী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় যোদ্ধা কিন্তু শীলতাগুণ শূন্য ও সর্ব্দা উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করে, এই শিক জাতিরা তাম্রকূট ব্যবহার করে না কিন্তু অপর্য্যাপ্ত মদ্য পান করে তদ্ভিন্ন আফিম ও সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে, এই দেশে যে জবন আছে তাহারা উক্ত শিকদিগের পল্লী মধ্যে স্থানে ২ বাস করে, ইহারা সকলেই অত্যন্ত নির্ধন তন্নিমিত্তে কৃষাণের কর্ম্ম ও দ্রব্যাদির বহন ক্রিয়া প্রভৃতি নানা পরিশ্রমের

কর্ম্ম করে, এই জবনেরা যে অভক্ষ্য ভক্ষণ কিম্বা যাবনিক রীতি ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের বন্দনাদি করিবেন অথবা দেবালয়ে গিয়া যে অতিশয় জনতা করিবেন তাহা হইতে পারে না যেহেতু উক্ত প্রকার কর্ম্ম সকল করণে তাহারদিগের প্রতি তথাকার রাজার অনুমতি নাই, এই দেশের কোন এক পর্ব্বতে যে কএক প্রকার হিন্দু আছে, তাহারদিগের ব্যবহার তদ্দেশীয় লোকের ব্যবহার হইতে প্রভেদ, ঐ পর্ব্বতস্থ স্ত্রী লোকেরা অতিশয় রূপবতী কিন্তু তথাকার স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সচরাচর গলগণ্ড রোগ হইয়া থাকে, এই লাহোরের উত্তর পশ্চিম দিগে যে আফগান জাতীয় লোকেরা আছে তাহারা এক প্রাচীর বদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে, ইহারা স্বজাতীয়দিগকে পরস্পর ভয় ও অবিশ্বাস করিয়া থাকে, অটক নদীর নিকটবর্ত্তি গ্রামস্থ শিকেরা এই আফগান দিগের গ্রামে আসিয়া দৌরাত্ম্য করে, লাহোর দেশে পারস্য ও হিন্দুস্থানীয় এই দুই ভাষা মিশ্রিত পঞ্জাবী নামে এক ভাষার চলন আছে কিন্তু সে ভাষার কোন অক্ষর নাই, উক্ত দেশে যে সকল জবনেরা শিকদিগের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে তাহারা যবন দিগের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পায় না কেবল নৈকট্য সম্পর্কের সহিত পরস্পর বিবাহ করে, নানাক শাহ নামক এক ব্যক্তি উক্ত শিকদিগকে প্রকাশ করে, এই ব্যক্তি ইং ১৪৬৯ বাং ৮৭৬ শালে লাহোর দেশের ভাটী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তিপুর দেহরা নামক স্থানের ইরাবতী নদী তীরে কাল প্রাপ্ত হন, তৎপরে গুরু অঙ্গদ তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত নানাক শাহের প্রণীত শাস্ত্রের কোন২ অধ্যায় প্রকাশ করত ইং ১৫৫২ বাং ৯৫৭ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, পরে গুরু অমর

দাস নামে এক ক্ষত্রিয় তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৫৭৪ বাং ৯৮১ শালে প্রাণ ত্যাগ করিল পরে ইহার পুত্র রামদাস তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল, এই ব্যক্তি লাহোর দেশীয় চাক নামক নগরে এক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারাদি করিয়া তাহার নাম অমৃত সরঃ রাখিয়াছিল, ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে ইহার মৃত্যু হওয়াতে অর্জ্জুন মল নামক এক ব্যক্তি যিনি তৎকালীন শিকদিগের বিবরণ সংক্রান্ত আদি গ্রন্থ সংগ্রহ করাতে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি সেই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইং ১৬০৬ বাং ১০১৩ শালে পরলোক গমন করিলেন, অনন্তর তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ রাজা হন এই ব্যক্তি অতিশয় যোদ্ধা ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, ব্যক্ত আছে যে এই রাজা শিকদিগকে গোমাংস ভিন্ন তাবন্মাংস ভক্ষণ করিতে বিধি দেন, ইং ১৬৪৪ বাং ১০৫১ শালে ইহার মৃত্যু হইলে হার নামক তাহার পৌত্র রাজা হইয়া উত্তম রূপে রাজ্য করত ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে কাল প্রাপ্ত হন তৎপরে তাহার পুত্র হরেকৃষ্ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে দিল্লিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল, পরে তেগ বাহাদুর তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন, এই রাজা ইং ১৬৭৫ বাং ১০৮২ শালাবধি কিছু কাল পর্য্যন্ত পাটনা নগরে অজ্ঞাত বাস করত মোগল জাতি কর্ত্তৃক হত হইলেন, তাহাতে ইহার পুত্র গুরু গোবিন্দ রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন, এই ব্যক্তি রাজ্য শাসনের নূতন রীতি প্রকাশ করেন এবং শিকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া শিখ উপাধির পরিবর্ত্তে সিংহ উপাধি দিয়াছিলেন, ও তাহার দিগের দাড়ি কেশ চ্ছেদন করিতে নিষেধ করেন, পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া

তাহারদিগকর্তৃক এই লাহোর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, কিন্তু ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যু হওয়াতে বান্দানামক এক বৈরাগ্যের অধীন শিক লোকেরা প্রবল হইয়া এই দেশ নষ্ট করিতে লাগিল, তাহাতে উক্ত বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষেরা ইং ১৭১১ বাং ১১১৮ শালে ঐ বান্দাকে নষ্ট করিল, অদ্যাবধি মুলতান ও টাটা ও সিন্ধু নদীর তীরস্থ নানা স্থানে ঐ বৈরাগির মতাবলম্বি বান্দাই নামক অনেক শিক আছে, ঐ বান্দার মৃত্যুকালাবধি নাদের শাহের হিন্দুস্থান আক্রমণ সময় পর্য্যন্ত শিকদিগের বৃত্তান্ত নিশ্চয় রূপে ব্যক্ত নাই, কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে তাহারা এই নাদের শাহের ধনাদি লুট করিয়াছিল, তৎপরে এই লাহোর দেশের রাজ্য ভঙ্গ হইয়া পুনর্ব্বার শিকদিগের উন্নতি হইয়াছিল, ইং ১৭৪৬ বাং ১১৫৩ শালে আবদালি আফগান বাদশাহের অধিকার হয়, পশ্চাৎ শিকেরা দোয়ারের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিল, ইং ১৭৬৩ ও ১৭৭২ শাল এই দুই সময়ে আহামদশাহ আবদালী আফগান জাতি কর্তৃক শিকদিগের প্রায় তাবতেই হত হইরাছিল, তথাপি দৃঢ় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সংগ্রাম করত সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমেং লাহোর দেশ অধিকার করিল, তৎকালীন ইহারদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব শ্রবণ করিয়া ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধীন জেনেরেল পিরণ এক দল সৈন্য লইয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত জয় করিতে বাঞ্ছা করত সিন্ধুনদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিল, ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে হুলকর পলায়ন করত পঞ্জাবে উপস্থিত হওয়াতে লার্ড লেক তাহার শাসনার্থে পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন তাহাতে শিকদিগের কোন২ লোক উক্ত বিপন্ন ব্যক্তিকে অভয়

প্রদানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করণার্থে এক সভা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সভাতে তাহারদিগের অনেকানেক বিজ্ঞ মনুষ্যের অধিষ্ঠান না হওয়াতে সেই উদ্যোগ বিফল হইল, এই লাহোর দেশের নগর অতিশয় বৃহৎ ও তথা এক উত্তম হট্ট আছে, কিন্তু সেই স্থানে সর্ব্বদা যুদ্ধ হয় এই জন্যে কোন ধনবান্ লোক বাস করে না, উক্ত দেশের রাজগৃহ প্রথমতঃ আকবর বাদশাহ্ নির্ম্মাণ করেন পশ্চাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তৎপরে রণজিত সিংহ রাজা হইয়া এই রাজপুরীতে অনেক দিবস বাস করিয়াছিলেন, এই রাজা যখন বসন্ত রোগগ্রস্ত হয়েন তৎকালাবধি এক চক্ষুর্হীন হইয়াছিলেন, লাহোর দেশের দুই ক্রোশ উত্তরে ইরাবত্তী নদী পারে জাহাঙ্গির বাদশাহের এক সমাজ ও ইহার দক্ষিণ দিগে নুরজাহান বেগমের এক সমাজ গৃহ আছে, উক্ত লাহোর দেশ এইক্ষণে উন্নত ও বহুগুণ বিশিষ্ট হইয়া শিকদিগের অধীনে আছে। ৪৩৮॥

লেয়স ॥ টংকুইন দেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে লেয়স নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তরদিগে লাকথু, দক্ষিণ দিগে কাম্ব ড়িয়া, পূর্ব্ব দিগে কোচীনচাইনা, পশ্চিম দিগে শ্যাম রাজ্য, ঐ দেশের কোন দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি স্থানাবধি কাম্বড়িয়া নামে এক বৃহজ্জলাশয় হইয়া উক্ত দেশের পশ্চিম দিগের অন্য এক পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, লেয়স দেশের কোন বৃত্তান্তের যাথার্থ্য প্রকাশ নাই, কেবল ইংলণ্ডীয়দিগের কোনং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকাশক ব্যক্তিরা টংকুইন ও চীন দেশস্থ ব্যবসায়িগণের-প্রমুখাৎ কতিপয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন, তাহার বিশেষ এই যে লেয়স দেশে বসতির শৃঙ্খলতা নাই ও অল্প স্থানে কৃষিকর্ম্ম হয়, এই দেশের অন্তঃপাতি হালিয়া নামক গ্রামে অনুমান পঞ্চসহস্র

বসতির অধিক নাই, এই লেয়স দেশের বন মধ্যে বৃহৎ ২ বৃক্ষ আছে কিন্তু তাহার নিকটে কোন নদী নাই তন্নিমিত্তে তথাকার কাষ্ঠ সকল বনমধ্যেই থাকিয়া নষ্ট হয়, ঐ বনে যে আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার নির্য্যাস দ্বারা বার্ণিস প্রস্তুত হয়, এই দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক চীন দেশে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন কাচীন চাইনা ও টংকুইন দেশে হস্তিদন্ত মোম বংশ ও কার্পাস প্রেরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে লবণ ও লবণাক্ত মৎস্য তৈল রেশম বস্ত্র বন্দুক বারুদ আনীত হয়, লেয়স দেশের কোন২ স্থানে যে এক প্রকার অসভ্য লোকের বসতি আছে, তাহারা কৃষি কর্ম্ম করে না এবং ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে, ইহারদিগের কোন শাস্ত্র কিম্বা ধর্ম্ম প্রকাশক অথবা কোন দেবালয় নাই, কিন্তু সেই অসভ্যদিগের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট লোক তাহারা কেবল এক ঈশ্বরকে মান্য করে এবং নহংশব্দদ্বারা ঈশ্বরকে বোধ্য করায়, উক্ত অসভ্য লোকেরা র ও ল অ অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না, উক্ত দেশে মন্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পীড়া বিশেষের চিকিৎসা করে, তন্নিমিত্তে সকলেই উক্ত বিদ্যাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, এই দেশের ভাষা ইউরোপীয় কোন লোক শিক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং কেহ সেই দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। ৪৩৯॥

লোন্তারপিউলো॥ ভারতবর্ষের সমুদ্র মধ্যে লোন্তার পিউলো নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই স্থান এক অপ্রশস্ত খাঁড়ি দ্বারা মালাকা উপদ্বীপের সহিত পৃথক্ হইয়াছে, এই লোন্তার পিউলো ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তি কোন২ উপদ্বীপের লোক ইফথিও ফাগি নামে খ্যাত আছে, কিন্তু মালাই জাতীয় লোকেরা ইহার দিগকে ওরাঙ্গ নাট অর্থাৎ সমুদ্রের মনুষ্য কহে যেহেতু ইহারা

সর্ব্বদা সমুদ্র তীরে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম করত প্রতিপালিত হয়, এই জাতীয় লোকেরা নির্ব্বিরোধী ও এক রীতি ক্রমে চলে কিন্তু ইহারা কৃষি কর্ম্মের রীতি অবগত নহে অতএব মালাই জাতীয় দিগকে মৎস্য প্রদান করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে তণ্ডুল প্রাপ্ত হয়, ইহারদিগের আচর্য্য ধর্ম্ম নিশ্চয় জানা যায় নাই, উক্ত লোকদিগের আহারাদির দোষে সর্ব্ব গাত্রে কচ্ছু, অর্থাৎ খসুরোগ হয়, তৎপ্রযুক্ত মালাই জাতীয় মনুষ্যাপেক্ষা ইহার দিগের সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ৪৪০ ॥

শতদ্রু ॥ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে শতদ্রু নাম্নী এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই নদী তথাহইতে দক্ষিণ দিগে গমন পূর্ব্বক লাহোর দেশের পূর্ব্ব দিগ ও বিলাসপুর দিয়া হিন্দু স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত নদী তথাকার প্রথম প্রবেশ স্থানে শুষ্ককালে ও ২০০ শত হস্ত বিস্তৃত থাকে, এই নদীর মধ্যভাগে অর্থাৎ দীর্ঘতার অর্দ্ধ পরিমিত স্থানে বেয়া নদী আসিয়া পতিতা হইতেছে, ঐ শতদ্রু নদী মুলতানের প্রায় ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে সিন্ধু নদেতে যুক্তা হইয়াছে, উক্ত নদীর তাবৎ বক্রতা যুক্তা দীর্ঘ পরিমাণ ৬০০ ক্রোশ। ৪৪১ ॥

শালসতি ॥ ভারতবর্ষীয় সমুদ্রের পশ্চিম তীরে আও রঙ্গাবাদ প্রদেশে শালসতি নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই নাম ইংলণ্ডীয় লোকেরা ব্যক্ত করেন কিন্তু উক্ত উপদ্বীপস্থ লোকেরা ইহাকে ষালটা ও শাস্ত্র কহে, পুর্ব্বকালে এই উপদ্বীপ টানা নামক এক দুর্গের সম্মুখবর্ত্তি ৪০০ হস্ত প্রশস্ত কোন এক খাড়ি দ্বারা রোম্বাই দেশ হইতে পৃথক্ ছিল, কিন্তু ইং ১৫০৮ বাং ৯১৫ শালে জঙ্ক্যান সাহেব উক্ত খাড়ির উপর দিয়া এই উপদ্বীপ অবধি

বোম্বাই পর্য্যন্ত এক বৃহৎ পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই উপ দ্বীপের দীর্ঘতা ১৮ ক্রোশ ও প্রাশস্ত্য সর্ব্ব শুদ্ধা ১৪ ক্রোশ, পূর্ব্ব কালাবধি এই উপদ্বীপে যে এক পুষ্করিণী ও লোকালয়ের যে সকল চিহ্ন আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং ইহার হ্রাসাবস্থা হইয়াছে, এ উপদ্বীপের কেনিরি নামক স্থানে বিস্তর অদ্ভুত সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে গহ্বর তাহাতে বৌদ্ধাবতারের দুই বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার প্রত্যেক মূর্ত্তির ঊর্দ্ধ্বতা প্রায় সাড়ে তের হস্ত হইবেক, এই উপদ্বীপের সমুদ্র তীরে কৃত্রিম খাতে জোয়ার জল উত্থিত হয় পশ্চাৎ ভাঁটা সময়ে সেই জল নিঃসৃত হইলে সূর্য্যোত্তাপে খাত সকলের আর্দ্রা মৃত্তিকা শুষ্ক হওয়াতে অতি উত্তম লবণ প্রস্তুত হয়, এই উপদ্বীপ বহুকাল পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীসদিগের অধীনে ছিল, পরে ইং ১৭ ৫০ বাং ১১৫৭ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহারদিগের নিকট হইতে অধিকার করিল, কিন্তু ইং ১৭৭৩ বাং ১১৮০ শালে এই উভয় জাতীয় লোকদিগের পরস্পর যুদ্ধ কালীন ইংলণ্ডীয় দিগের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা গমন পূর্ব্বক উক্ত উপদ্বীপের কতিপয় দেশ অধিকার করিল, পরে ইং ১৭৭৬ বাং ১১৮৩ শালে পুরন্দর নামক স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ঐ মহারাষ্ট্রীয় দিগের সন্ধি হওয়াতে তাহারা এই উপদ্বীপের তাবৎ স্থান ইহার দিগকে অর্পণ করিয়াছে, তাহাতে বোম্বাই ও শালসতি উপ দ্বীপের মহনার তাবৎ ক্ষুদ্র উপদ্বীপ ও ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে। ৪৪২ ॥

শাহনুর ॥ বিজয়পুর প্রদেশে দারওয়ার নামক স্থানের ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে শাহনুর নামে এক রাজ্য ও এক নগর আছে, এই নগর বৃহৎ নহে এবং উত্তম নির্ম্মিত ও নহে, এই

স্থানের যে রাজগৃহ তাহার পতিতাবস্থা হইয়াছে, উক্ত নগর এক খাত ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ঐ প্রাচীরের দক্ষিণ দিগে এক জলা আছে, আর তুম্বদ্রু নদী অবধি এই নগর পর্য্যন্ত যে উর্ব্বরা ভূমি তাহার স্থানেং কৃষি কর্ম্ম হয়, ইং ১৩৯৭ বাং ৮০৪ শালে ভামিনী বাদশাহ কর্তৃক এই নগর হিন্দু রাজা হইতে অধিকৃত হয়, পশ্চাৎ তথা পাঠান জাতীয়দিগের রাজধানী হইয়াছিল, ইহারদিগের উত্তরাধিকারিরা নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্বংশীয় সপ্তম নবাব আবদুল হাকিম খাঁ রাজ্য করত টীপু শাহকে রাজকর প্রদান করিতেন ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রয় পাইয়া পূর্ব্বে টীপু শাহকে যে কর প্রদান করিতেন তাহা বন্ধ করিলেন, তাহাতে উক্ত ব্যক্তির সৈন্যেরা আগমন পূর্ব্বক এ রাজ্যের বাঁকা পুর নামক দুর্গ ভঙ্গ করিল, এবং তথা রাজগৃহ প্রভৃতি যে সকল উত্তমং গৃহ ছিল সে সমুদয়েতে অগ্নি প্রদান করিয়া দাহ করিল পরে তাবৎ ছিন্ন ভিন্ন করত কিছুকাল পর্য্যন্ত এ স্থান আপন অধীনে রাখিয়াছিল, পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা টীপু শাহের নিকট হইতে অধিকার করত উক্ত নবাবকে পুনঃপ্রাপ্ত করাইল ইদনীং এ রাজ্য পেশওয়ার অধীন হইয়াছে, উক্ত নবাবের পরিবারেরা পেশওয়া নিকট এ স্থানের উপস্বত্ব হইতে বেতন প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু সে বেতন প্রাপ্তির এতাদৃশ বিশৃঙ্খলতা ছিল যে ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে তাহারা ছিন্নবস্ত্র পরিধানে প্রায় উলঙ্গ ন্যায় হইয়া ক্ষেত্রের শস্যাদি উৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ করত কালক্ষেপ করিয়াছিল, ইহারদিগের এই দুরাবস্থা নিবারণার্থে ফ্লেচি সাহেব পূর্ণা নামক স্থানের রাজ সংক্রান্ত বিচার স্থলে আবেদন করিয়া রাজ্যের দক্ষিণ দিগস্থ নিষ্কর ভূমি 'ভোগিদিগের

নিকট হইতে কিঞ্চিৎ২ মাথট করত তাহার দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৪৩॥

শাহরণপুর॥ দিল্লি প্রদেশে যথা যমুনা ও গঙ্গা এই উভয় নদী পরস্পর ৫৫ ক্রোশ অন্তর বর্ত্তিনী হইয়া সমরেখাতে গমন করিয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে শাহরণপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে শিবালিক পর্ব্বত ও নেপালীয় গুড়খালি রাজার রাজত্বাধীন শ্রীনগর দেশ, ঐ শাহরণপুর দেশের উর্ব্বরা ভূমিতে চিনি নীল কার্পাস তাম্রকূট ও শস্য জন্মে, তথাকার সম্মুখ স্থান অবধি উক্ত পর্ব্বত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নিম্ন ভূমি, এই দেশে সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য প্রযুক্ত বৎসরের অধিকাংশ কাল ব্যাপিয়া তথাকার লোকেরা গ্রীষ্মেতে ক্লিষ্ট হয়, এবং তথা শীতকালে ও অতিশয় শীত হইয়া থাকে, ইহার প্রধান নগরের নাম শাহরণপুর তথা নজিবউদ্দৌলার অধিকার ছিল, এই ব্যক্তি কাবুলের আহম্মদ আবদুল্লা কর্ত্তৃক আফগান জাতীয় শাহ আলমের প্রধান অমাত্যের পদে নিয়োগ হইয়া এই শাহরণপুর দেশ ও সরহিন্দ ও দিল্লির পার্শ্ববর্ত্তি কএক দেশ স্বাধীনে রাখিয়াছিল, পরে ইহার পুত্র জাবেতা খাঁ উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৭৮৫ বাং ১১৯২ শালে পরলোক গমন করাতে গোলাম কাদের খাঁ নামক এক নীচ জাতীয় ব্যক্তি তৎপদ প্রাপ্ত হইল, এই গোলাম ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে শাহআলম বাদশাহের চক্ষুরুৎপাটন করত নানা ক্লেশ প্রদান করিয়া পশ্চাৎ নষ্ট করিয়াছিল, এবং তাহার পরিবারস্থ অনেক মনুষ্যের মস্তকচ্ছেদন করিল, কিয়ৎকাল পরে মাধজী সিন্ধিয়া ঐ দুরাত্মার অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিয়া তাহাকে বহু ক্লেশ দিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, আঁওরঙ্গজেব বাদশাহের বংশীয়দিগের

এই শাহরণপুর নগরে অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল, তৎকালে এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষণমাত্র ও যুদ্ধ ভয় হইতে বিমুক্ত ছিল না, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি মহারাষ্ট্রীয়াধীন নানা স্থান তদ্ভিন্ন এই শাহরণপুর দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইলে পর বৎসরে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে ঐ দক্ষিণ খণ্ডের অধিকাংশ মিরুট নগর ভুক্ত হইয়াছে। ৪৪৪ ॥

শাহাবাদ ॥ বাহার দেশে শাহাবাদ নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে গঙ্গা, দক্ষিণ দিগে রহতাস ও বাহার, পূর্ব্ব দিগে বাহার, পশ্চিম দিগে চুনার ও রহতাস, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ঐ দেশের চতুরস্রীয় ভূমি ১৮৬৯ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহার নিকটবর্ত্তি অন্যান্য দেশ সকল তাহাতে যুক্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত পরিমাণের বাহুল্য হইয়াছে, শাহাবাদ দেশে অনেক বসতি ও ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা বিশেষতঃ উত্তর দিগস্থ শোণ ও গঙ্গার নিকটস্থ ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলি কর্ত্তৃক এই স্থানের কালেক্টরেরা জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর লিখিয়াছিলেন তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে যে এ স্থানে ২০ লক্ষ লোক আছে, তন্মধ্যে বিংশতি অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন জাতি, এ দেশের প্রধান নগর বক্সার ভোজপুর ও আরা এবং তথা শোণ গঙ্গা ও কর্ম্মনাশা প্রভৃতি প্রধান ২ নদ নদী আছে, ।৪৪৫॥

শিবগঙ্গা ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে ও মাদুরা হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে শিবগঙ্গা নামে এক দেশ আছে, ইহার প্রাচীন নাম ক্ষুদ্র মারওয়ার, এ দেশে ক্রমাগত

৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এক স্ত্রী লোকের রাজ্য হইয়াছিল, পরে কোন নীচ জাতীয় মরুদ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি আপনার ভ্রাতা সমভিব্যাহারে এ দেশ আক্রমণ করিল, তৎকালীন ইহারদিগের দেওয়ান উপাধি ছিল, পশ্চাৎ ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইহারা সেই সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক আপনারদিগের পাণ্ডীয় উপাধি প্রচার করিল, তৎপরে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্য গণের সহায়তা দ্বারা আড়কটের নবাব ঐ দুই ভ্রাতাকে সিংহাসন হইতে নিরাকরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহারদিগকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রমাগত রাজকর না দেওয়াতে উক্ত সৈন্যেরা ঐ দেশ আক্রমণ করিল, তাহাতে ঐ দুই ভ্রাতা স্বস্ব রক্ষা হেতুক কানরকাইল নামক দুর্গে গিয়া পঞ্চ মাস বাস করিয়াছিল, কিন্তু ইহারা কিয়দ্দিবস পরে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয়দিগের হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল, শিবগঙ্গা দেশের ঐ মৃত স্ত্রীর পরিবারস্থ কোন কন্যা সন্তান না থাকাতে ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহার কোন আত্মীয় লোককে এ স্থান অর্পণ করিয়াছেন। ৪৪৬॥

শিবালিকা॥ দিল্লি রাজ্য শিবালিকা নামে এক পর্ব্বত আছে তদ্দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের শ্রীনগর হইতে উক্ত রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, এই পর্ব্বত হিমালয় পর্ব্বতাপেক্ষা ক্ষুদ্র এমত জ্ঞান হয় কিন্তু অন্যান্য পর্ব্বত হইতে উচ্চ, তন্মধ্যে লালডাং নামক স্থানের কএক ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি কোদাওয়ারা গ্রামে ইহার উচ্চতা অধিক নহে, ঐ গ্রামে নিবিড় বন আছে ও তাহার মৃত্তিকা ঈষৎ রক্তিমা বর্ণ এবং তাহার স্থানে ২ বৃহৎ ২ ঝোপ আছে, উক্ত নিবিড় বন মধ্যে যথেষ্ট হস্তী বাস করে কিন্তু এই দেশের সমুদ্র তীরস্থ স্থানের হস্তির ন্যায় সেহস্তী দীর্ঘাকার নহে। ৪৪৭॥

শিরধুনা ॥ দিল্লি প্রদেশে ও দিল্লি নগর হইতে ৩৭ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দিগে মিরট দেশাধীন শিরধুনা নামে এক নগর আছে, তাহার দীর্ঘতা প্রায় ২০ ক্রোশ এবং প্রস্থতা ১২ ক্রোশ হইবেক, এই নগরে কার্পাস চিনি তামুকূট ও নানা প্রকার শস্য জন্মে, ওয়াণ্টর রেইনহার্ড নামে এক ব্যক্তি যিনি নব্যকালে ফ্রান্স জাতির অধীনে সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আপনার সমর নাম ব্যক্ত করাতে হিন্দুস্থানের লোকেরা তাঁহাকে সমরু বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল, তিনি বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক চন্দ্র নগরস্থ উক্ত ফ্রান্সদিগের সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবস কর্ম্ম করত তাহারদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানের শুজা উদ্দৌলার পিতা সেফদর জঙ্গের নিকট কিছুকাল থাকিয়া অল্প দিবস পরে সে কর্ম্ম ও পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে নানা দেশ ভ্রমণ করত বঙ্গদেশের নবাব কাসিম আলি খাঁর প্রিয় পাত্র আরমানী জাতীয় গ্রীগোরি নামক এক ব্যক্তির অধীনে পুনর্ব্বার সৈন্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে পাটনা নগরের কারাগার মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় লোক ছিল তাহারদিগের সমুদয়কে নষ্ট করিল, পরে পুনর্ব্বার উক্ত শুজা উদ্দৌলার ও জয় নগরের রাজার এবং জাট জাতীয় রাজা জওয়া হের সিংহের নিকট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অবশেষে এই জাট জাতীয় রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নজীফ খাঁর অধীনে সৈন্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া ইং ১৭৭৬ বাং ১১৮৩ শালে উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই শিরধুনা নগর প্রাপ্ত হইলেন, ঐ শালে সমরুর মৃত্যু হওয়াতে তাহার সৈন্যেরা হিন্দুস্থানে এই মৃত ব্যক্তির এক পুত্র ও জেবউলনসা নাম্নী একপ্রিয়তমা উপপত্নীর নামে খ্যাত হইয়াছিল, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে ঐ স্ত্রী দিল্লি নগরে

বাস করত আপনার বহুধন কলিকাতাতে ইংলণ্ডীয়দিগের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিলেন, এই শিরধুনা নগর যৎকালীন স্বাধীন রাজ্য ছিল তখন এ নগরে কামান যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্যে এক গৃহ ও অন্যান্য যুদ্ধ সজ্জার এক গৃহ ছিল, কিন্তু বহু কাল হইল সে তাবৎ লোপ হইয়াছে, এই দেশে নানা প্রকার শস্য ও তুলা এবং চিনি জন্মে। ৪৪৮॥

শিরা ॥ মহিসূর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৮৪ ক্রোশ উত্তর দিগে শিরা নামে এক নগর আছে, এই অঞ্চল ব্যাপিয়া শস্যোৎপত্তি যোগ্য বর্ষা প্রায় হয় না, কিন্তু যে বৎসর সুবৃষ্টি হয় সেই বৎসরে যথেষ্ট শস্যোৎপন্ন হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে, এ নগরের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য নারিকেল, তথাকার ব্যব সায়িরা নিজামের দেশে মহারাষ্ট্রে বেদনোরে শ্রীরঙ্গপত্তনে ও বাঙ্গালোরে গিয়া বাণিজ্য করে, ইং ১৬৪৪ বাং ১০৫১ শালে বিজয়পুরের জবনগণ কর্ত্তৃক এ নগর প্রথম অধিকৃত হয়, পুনর্ব্বার কিয়ৎকালের নিমিত্তে ইহার পুর্ব্বাধিকারির অধিকার হইয়া নিকটবর্ত্তি অনেক স্থান তাহাতে ভুক্ত হওয়াতে তাহার সীমাবৃদ্ধি হইয়াছিল, পরে দেলাওয়ার খাঁর রাজ্যকালে যখন ইহার আর উন্নতি হইল তখন হয়দর শাহ্ আসিয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন, ব্যক্ত আছে যে তৎকালে এই শিরা নগরে ৫০০০০ সহস্র গৃহস্থ ছিল, কিন্তু টীপুশাহ্ ও মহারাষ্ট্রীয় দিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা উক্ত সংখ্যার মধ্যে কেবল ৩০০০ গৃহস্থ ছিল, যে অবধি ইংলণ্ডীয় লোকেরা অধিকার করিয়াছেন তাহার পূর্ব্ব সময়ে তথাকার লোকেরা পরস্পর সকলের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত এবং তথাকার স্ত্রী লোকেরা যুদ্ধ কালীন উচ্চ স্থান হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করত সামান্য শত্রু দল

হইতে আপনারদিগের গ্রাম রক্ষা করিত। ৪৪৯॥

শুণ্ডা ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগন্থ ঘাট নামক পর্ব্বতের উত্তর দিগে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারস্থ উত্তর কর্ণাটের কিঞ্চ দংশে শুণ্ডা নামে এক ক্ষুদ্র দেশ ও তাহার এক নগর ঐ নামে খ্যাত আছে, এই নগর ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এ দেশের পশ্চিম দিগে কৃষক গণেরা যে সকল উদ্যান প্রস্তুত করে তন্মধ্যে গোলমরিচ তাম্বূল এলাইচ কদলীফল ও গুবাক যথেষ্ট জন্মে, এবং উক্ত দেশের পূর্ব্ব দিগে যে ক্ষেত্রে ধান্য জন্মে সেই ভূমিতে ইক্ষু ও হইয়া থাকে, আর এই দেশের পশ্বাদি কঙ্কনা অর্থাৎ হৈয়গ দেশীয় পশ্বাদি অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার বন মধ্যে বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্র অনেক আছে, যৎকালীন এ স্থানে তদ্দেশীয় রাজার রাজ্য ছিল তখন উক্ত নগরের পরিসর তিন ক্রোশ ও চতুর্দ্দিগে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, তৎপরে এই দেশে হয়দর শাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করাতে মহোপদ্রব উপ স্থিত হইয়া সমুদয় দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তথাকার লোকদিগের বসতির অল্পতা হইয়াছে, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে হয় দর শাহ কর্ত্তৃক এই শুণ্ডা দেশের ইরোদি নামক শেষ রাজা রাজ্য চ্যুত হইয়া গোয়া নগরে গমন পূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তিকে আপ নার ঘাট পর্ব্বতের উত্তর দিগের তাবৎ অধিকার প্রদান করি য়াছিলেন এবং আপনার ব্যয়ের কারণ মাসে২ যৎকিঞ্চিৎ টাকা লইবেন এমত স্থির করিলেন, পরে ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে এই দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে। ৪৫০॥

শ্যাম ॥ গঙ্গাতীত ভারতবর্ষ মধ্যে শ্যাম নামে এক রাজ্য আছে, ইহার উত্তর সীমা ব্যক্ত নাই, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র ও মালাই

উপদ্বীপ, পূর্ব্ব দিগে কোচিন চাইনার কএক দেশ, পশ্চিম দিগে বর্ম্মা জাতিদিগের রাজ্য, এই শ্যাম রাজ্য বর্ম্মাদিগের অধিকারের প্রাক্কালে ইহার দীর্ঘতা ৩৬০ ক্রোশ ও প্রস্ততা ৩০০ ক্রোশ ছিল, এই স্থানে সমুদ্র মহনার উপরে অত্যল্প লোকের বসতি আছে, পূর্ব্ব কালে উক্ত রাজ্য বৃহৎ ছিল এবং তথাকার লোক দিগের ভাষা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র ছিল, বঙ্গ দেশের ন্যায় ঐ রাজ্য বন্যা জলে প্লাবিত হইয়া থাকে তখন সেতু বন্ধ করিয়া গ্রাম সকল রক্ষা করিতে হয়, শ্যাম রাজ্যে ধান্য গোধূম গাছড়া কার্পাস জন্মে ও তৈল মোম লাক্ষা ও বার্ণিস প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন সেখানে লৌহকাষ্ঠ বলিয়া যে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে তদ্দ্বারা চীন ও মালাই লোকেরা জাহাজের নঙ্গর নির্ম্মাণ করে, উক্ত রাজ্যে মিনাম নদীর সন্নিকটে ইউরোপীয়দিগের যে সকল বসতি আছে সেই স্থানের নিম্ন ভূমি প্রযুক্ত তথা বন্যা জল উত্থিত হয়, এবং সেই জল শুষ্ক হইলে এতাদৃশ পীড়া কর স্থান হয় যে তাহাতে বিষমজ্বর প্রভৃতি নানা রোগ জন্মে, শ্যাম রাজ্যের বন মধ্যে ব্যাঘ্র গণ্ডার ও হরিণ প্রভৃতি পশু এবং কপোত ময়ূর কাদাখোচা তিতর ও তোতা পক্ষী যথেষ্ট আছে, এবং এই স্থানে গাভীর দুগ্ধাপেক্ষা মাহিষদুগ্ধ যথেষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তথাকার লোকেরা নবনীত প্রস্তুত করিতে জানে না, শ্যাম রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ পর্ব্বতে হিন্দুস্থানীয় হীরক অপেক্ষা এক প্রকার অপকৃষ্ট হীরক জন্মে, তদ্ভিন্ন তথাকার কোন ২ নির্ঝর হইতে স্বর্ণ ও পাওয়া যায়, এবং সেই রাজ্যে লৌহ টিন সীসা ও তাম্র উৎকৃষ্ট রূপ জন্মে, উক্ত মিনাম নদী সমুদ্রের যে মহনাতে মিলিতা হইয়াছে সেই মহনা দিয়া এ রাজ্যে আগমনের এক পথ আছে দক্ষিণ বায়ুর প্রাবল্য কালীন সেই পথ দিয়া গমনে উত্তম

শুভিতা হয়, ঐ মিনাম নদী ও সমুদ্র মহনা এই উভয়ের সান্নিধ্য বাণকাক ও বাণকাশী এই দুই নামে খ্যাত বাণিজ্যের এক প্রধান নগর আছে, তথাকার বাদশাহ্ তাবৎ বাণিজ্য কর্ম্ম করেন, এবং লোকদিগের প্রতি টিন হস্তিদন্ত সীসা ও কাষ্ঠের বাণিজ্য করিতে ঐ বাদশাহের নিষেধ আছে, ইং ১৭৫০ বাং ১১৫৭ শালে ফ্রান্স জাতীয় কোন ব্যক্তি শ্যাম রাজ্যে ১৯০০০০০ লক্ষ গৃহস্থ গণনা করে সে সমগ্র মনুষ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত অর্থাৎ থাই ও থাইঝাই, পূর্ব্বকালে এই থাইঝাই শ্রেণীতে অনেক মনুষ্য অতিশয় বিদ্বান ছিল, বর্ম্মাদিগের ন্যায় এই শ্যামীয় লোকদিগের অনেক ব্যবহার আছে উক্ত দেশের অধিকাংশ স্ত্রী লোকেরা ক্ষেত্রকর্ম্ম ও বনের কাষ্ঠাহরণ প্রভৃতি নানাবিধ পরিশ্রমের কর্ম্ম করে, আর তথাকার লোকেরা দাড়ি ক্ষৌর হয় কিন্তু চীন জাতির ন্যায় নখ বৃদ্ধি করে, এবং টীকটীকী মূষিক প্রভৃতি নানা কদর্য্য কীট ভক্ষণ করে কিন্তু এই জাতিরা এতাদৃশ অসভ্য হইয়াও স্বর্ণ মণ্ডিত শিল্প কর্ম্ম অতি পারিপাট্য রূপে করিতে পারে, ব্যক্ত আছে যে ইহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ইং ১৬৬২ বাং ১০৬৯ শালে ফ্রান্স জাতিরা জাহাজ দ্বারা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া প্রথমতঃ এই শ্যাম রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল তৎপরে এ রাজ্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। ৪৫১ ॥

শ্রবণবেলগুলা ॥ মহিসুর রাজ্যে ও শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে শ্রবণবেলগুলা নামে এক গ্রাম আছে. ইহার নিকটে যে দুই পর্ব্বত আছে তাহার এক পর্ব্বতোপরি ইন্দ্রবেটা নামে এক দেবালয় মধ্যে গৌতম রায়ের প্রতি মূর্ত্তি আছে সেই মূর্ত্তির উচ্চতা ৪৭॥ হস্ত হইবেক, শ্রবণবেলগুলা গ্রাম জৈন জাতীয়দিগের তীর্থ স্থান, ইহারা হিন্দুজাতি কিন্তু ইহার

দিগের কোন ২ ব্যবহার হিন্দুর সহিত অনৈক্য হয় এবং উক্ত জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণেতে বিভক্ত আছে, নানা কারণে ইহারদিগকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী জানা গিয়াছে যেহেতুক তাহারদিগের ন্যায় এই জেন জাতীয়েরা মনুষ্যের অর্চনা পূর্ব্বক তাহাকে দেবাংশ জ্ঞান করে ও বেদমান্য করে না, এবং ইহারদিগের মধ্যে যাহারা দীক্ষাগুরু রূপে প্রসিদ্ধ তাহারা ভ্রমণ কালে পদাঘাতে জীব হিংসা হইবার আশঙ্কায় সংমার্জ্জনী দ্বারা পথ সকলকে পরিষ্কার করিয়া গমনাগমন করে হিন্দুস্থানের লোকেরা ইহারদিগকে যতি বলিয়া ব্যক্ত করে, উক্ত জাতীয়দিগের পারসনাথ নামে এক দেবতা আছেন এই পারসনাথ বারাণসীর নিকটস্থ কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক এক শত বৎসর বয়স্ক সময়ে বাহার ও বঙ্গ দেশীয় শামেত পর্ব্বতের পারস নামক স্থানে কাল প্রাপ্ত হয়েন, ঐ জেন জাতীয়েরা বাহার দেশে রাজগৃহ নামক স্থানের নিকটস্থ পাপা পুরী ও ভাগলপুরের নিকটস্থ চাম্পাপুরী এবং বারাণসী হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরে চন্দ্রবতী তদ্ভিন্ন দিল্লির হস্তিনাপুর নামক কোন প্রাচীন স্থান এবং হিন্দুস্থানের শত্রুঞ্জয় ইত্যাদি স্থানকে তীর্থ স্থান বলিয়া মান্য করে, উক্ত দেশে ইহারদিগের যে সংখ্যক লোক আছে তাহারা বাণিজ্য কর্ম্ম করে, কর্ণাট দেশে এই জাতি অধিকাংশ আছে। ৪৫২ ॥

শ্রীনগর ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে শ্রীনগর নামে এক দেশ আছে ইহার প্রাচীন নাম গড়ওয়াল, উক্ত দেশের উত্তর দিগে পর্ব্বত ও বদরিকাশ্রমের কোন অব্যক্ত স্থান, দক্ষিণ দিগে অযোধ্যা ও দিল্লি, পূর্ব্ব দিগে এক উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী ও গগরা নদী, পশ্চিম দিগে যমুনা, ইহার দীর্ঘতা ১৪০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০

ক্রোশ হইবেক, এ দেশের সম্মুখের পর্ব্বত শ্রেণীর কোন২ স্থানে নিবিড় বন আছে আর কোন২ স্থান কেবল পুস্তরময় তথা পশু পক্ষী মাত্র নাই, লালডাং অবধি গঙ্গা পর্য্যন্ত এ দেশে যে সকল পর্ব্বত আছে সেই সকল পর্ব্বতে অত্যন্ত নিবিড় বন দ্বারা গমনা গমনের পুতিবন্ধক হইয়াছে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দুই পর্ব্বতের অন্তরালে নিবিড় বন থাকাতে লোকালয়ের অল্পতা আছে, সেই বনে অনেক হস্তী জন্মে কিন্তু সে সকল চট্টগ্রামের হস্তির ন্যায় বৃহৎ ও উত্তম হয় না তন্নিমিত্তে লোকেরাও তাহারদিগকে পালন করে না, শ্রীনগর দেশের পূর্ব্ব দিগস্থ পর্ব্বতে যখন অতিশয় শিশির পতিত হয় তখন তথাকার লোকেরা তাহার নিম্ন ভাগে আসিয়া বাস করে, এই দেশ ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালের যে সময়ে তদ্দেশীয় অধি পতির অধীনে ছিল তখন তথাকার শস্য ও স্বর্ণখনির ও দ্রব্যাদি আয় ব্যয়ের শুল্কদ্বারা পাঁচ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত, তদ্ভিন্ন উক্ত শ্রীনগর দেশে ভূতান দেশীয় সৈন্ধবলবণ ও সোহাগা এবং বৈদ্যনাথের সান্নিধ্য স্থানের মৃগনাভি চৌরি বাজপক্ষী ও অযোধ্যা হইতে নানা প্রকার সূত্রবস্ত্র ও লাহোর দেশ হইতে যথেষ্ট লবণ এ দেশে আনীত হইত, এই শ্রীনগর দেশে বৃহৎ২ ছাগ ও মেষ জন্মে তদ্দ্বারা এখানকার লোকেরা দ্রব্যাদি বহন করে, আর সেই মেষীয় লোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে, শ্রীনগর দেশের কর্ণ প্রয়াগ পাইনকুণ্ড দেবপ্রয়াগ বিকরকেস ও লাকড়ি ঘাট এই কএক স্থানে স্বর্ণ জন্মে, এই দেশের নানা স্থানে লৌহের আকর আছে, এবং তদ্দেশীয় শ্রীনগর নামে যে নগর আছে তাহার উত্তর পূর্ব্ব দিগের নাগপুরে ও ধনপুরে তাম্রের খনি এবং পূর্ব্ব দিগে দেশৌলি নামক স্থানে সীসার খনি আছে,

অলকনন্দার জল বৃদ্ধি হইয়া উক্ত শ্রীনগর দেশ প্রতি বৎসর প্লাবিত হয়, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে এই দেশে এতা দৃশ ভূমিকম্প হইয়াছিল যে তাহাতে তথাকার তাবৎ গৃহাদি ভগ্ন হইয়া লোকদিগকে ঘোর আপদে মগ্ন করিয়াছিল, এই বিঘটনেতে এবং ঐ শালে নেপালীয় লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই দেশের অতিশয় হ্রাসাবস্থা হইয়াছিল, উক্ত শ্রীনগর দেশে যে সকল লোক আছে তাহার প্রায় অনেকে দোয়াব ও অযোধ্যা হইতে আগমন পূর্ব্বক বাস করিয়াছে, উক্ত দেশের এক নদী তীরে রাণীহাট নামক গ্রামে ঈশ্বর নামক এক রাঁজার স্থাপিত দেবালয় মধ্যে নর্ত্তকীদিগের বসতি আছে, তথাকার যদি কোন স্ত্রী ঐ নর্ত্তকী সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার বাসনা করে তবে এই দেবালয়ের সম্মুখে যে এক প্রদীপ আছে তাহার তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে জাতিভ্রষ্টা হইয়া আপনার পরিবার হইতে ত্যজ্যা হয়। ৪৫৩॥

শ্রীরঙ্গপত্তন॥ মহিসুর রাজ্যে চারি ক্রোশ দীর্ঘ ও তিন ক্রোশ প্রস্থ পরিমিত উপদ্বীপের এক পার্শ্বে শ্রীরঙ্গপত্তন নামে এক রাজধানী নগর আছে, এই উপদ্বীপ কাবেরী নদী দ্বারা বেষ্টিত তথা এই নদী অতিশয় বেগবতী ও তাহার প্রাশস্ত্য অধিক, উক্ত উপদ্বীপের মধ্য ভাগের অতিশয় উচ্চ ভূমি কিন্তু তথা হইতে উত্তর দিগ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে, শ্রীরঙ্গপত্তন নগরের কএক ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি নানা ঝিল কাবেরী নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে ইহারদিগের জল অতিশয় উত্তম, উক্ত নগরের নিকটস্থ গ্রাম সকলের কোন ২ ক্ষেত্র ভূমিতে পুষ্করিণীর ও ঝিলের জল সেচন করিতে হয়, তথাকার ভূমির রাজস্ব অধিক তন্নিমিত্তে রাজ ব্যয় দ্বারা এই সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার

হইয়া থাকে, মহিসুর দেশে শ্রীরঙ্গপত্তনের নাম পাটনা ব্যক্ত আছে, উক্ত উপদ্বীপের পশ্চিম দিগে এক ক্রোশ ব্যাপিয়া শ্রীরঙ্গ পত্তনের দুর্গ আছে, এই শ্রীরঙ্গপত্তনের উত্তম২ সমাজ গৃহের ব্যয়ার্থে ইংলণ্ডীয়েরা বৎসর২ অনেক টাকা প্রদান করিয়া থাকেন, তথাকার বাদশাহের যে এক পুরী আছে তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকেরা বাস করেন এবং তাঁহারা তথা এক চিকিৎসালয় করিয়াছেন, শ্রীরঙ্গপত্তনের তাবৎ পথ বক্র ও অপ্রশস্ত, টীপুশাহের রাজ্য কালে এই স্থানে ১৫০০০০ মনুষ্য ছিল কিন্তু তাঁহার পরে উক্ত সংখ্যার অনেকানেক লোক মহিসুর দেশে গিয়া তথাকার রাজবাটীর সন্নিকটে বাস করিয়াছে, এবং নিম্ন কর্ণাট হইতে যে জবনেরা এই নগরে প্রথমতঃ বাস করিয়াছিল তাহারাও হয়দরের মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার কর্ণাটে গিয়া বসতি করিয়াছে, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে লার্ড করণওয়ালিশ ২৮০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ৫৯০০ এতদ্দেশীয় সৈন্য সহিত রাত্রি কালে শ্রীরঙ্গপত্তন নগরস্থ টীপু শাহের শিবির আক্রমণ করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় কতিপয় সৈন্য নষ্ট হইলে উক্ত নগর ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিলেন, তখন টীপু শাহ তিন লক্ষ টাকা ও আপনার রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি করিয়াছিলেন, ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে টীপু শাহ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আকাঙ্খিত হইলে জেনেরেল হারিস অধীন সৈন্যেরা জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ দিবসে দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে এই নগরে আগমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল, পশ্চাৎ এই স্থানের দুর্গে যে ৮০০৪ সহস্র সৈন্য ছিল তাহার অধিকাংশ হত হইল এবং তৎকালীন টীপু শাহ প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এই বাদশাহ অতি বিজ্ঞ ছিলেন

এবং সর্ব্বদা আপনার দিগের শাস্ত্রানুশীলন করিতেন তন্নি মিত্তে জবনেরা তাঁহাকে এতাদৃশ স্নেহ করিত যে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাহারা শোকেতে পরিতপ্ত হইয়া সম্বলাভাবে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইল তথাচ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে কেহ কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিল না, ঐ যুদ্ধে ইংলণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়া এই নগর মান্দরাজ ভুক্ত করিয়াছিল, শ্রীরঙ্গপত্তন নগর মান্দরাজ হইতে ২৯০ ক্রোশ, ও হয়দরাবাদ হইতে ৪০৬ ক্রোশ, পুণ্য হইতে ৫২৫ ক্রোশ, বোম্বাই হইতে ৬২২ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৭২৭ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে ১১৭০ ক্রোশ, এবং দিল্লি হইতে ১৩২১ ক্রোশ অন্তর। ৪৫৪ ॥

শ্রীরঙ্গাম ॥ কর্ণাট দেশে ত্রিচিহ্নপল্লির সন্নিকটে কাবেরী নদী দুই ধারা হইয়া গমন করাতে তন্মধ্যভাগে শ্রীরঙ্গাম নামে এক উপদ্বীপ হইয়াছে, উক্ত দুই ধারা ২৩ ক্রোশ অন্তরে পুনর্ব্বার যুক্তা হইয়া ক্রমেতে সমুদ্রে পতিতা হইতেছে এই ধারার নাম কোলরুন ব্যক্ত আছে, এবং উক্ত উপদ্বীপের দক্ষিণ দিগের যে আদি ধারা সে কাবেরী নামে খ্যাতা আছে, এই উপদ্বীপের পশ্চিম দিগ হইতে এক ক্রোশ অন্তরে সপ্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এক দেবালয় ও তাহার পূর্ব্ব দিগ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে কাবেরীর নিকট আর এক দেবালয় আছে তাহার মধ্যে শেষোক্ত দেবালয়ের নাম জাম্বিকৃষ্ণ তথা হিন্দুস্থানের লোকেরা গমন পূর্ব্বক দর্শনাদি করে, ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ত্রিচিহ্নপল্লির অধ্যক্ষদিগের সহিত শ্রীরঙ্গামের অধিপতিদিগের যুদ্ধারম্ভ হইলে ঐ ত্রিচিহ্নপল্লির শাসন কর্ত্তারা উক্ত উপদ্বীপ অধিকার করিল, তৎপরে ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে মেজর লারেন্স অধিকার করাতে এই উপদ্বীপ ইংলণ্ডীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৫৫॥

শ্রীরামপুর ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ডেন্মার্ক দেশীয় মনুষ্যদিগের অধীনে শ্রীরামপুর নামে এক নগর আছে, গঙ্গা হইতে ইহার অত্যন্ত শোভা দৃষ্ট হয়, উক্ত নগর দীর্ঘে এক ক্রোশের অধিক প্রস্থে তদপেক্ষা ন্যূন হইবেক যৎকালীন এই প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন কলিকাতাস্থ বাণিজ্য ব্যবসায়িরা উক্ত নগরাধ্যক্ষদিগের অধীনে বাণিজ্য করাতে তাহার দিগের পক্ষে এই শ্রীরামপুর লাভজনক স্থান হইয়াছিল, গঙ্গাতে কোন্ ২ স্থানে চড়া আছে তন্নিমিত্তে ভারযুক্ত জাহাজ সেই স্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না, বহুকালাবধি এই নগর অন্যান্য দেশীয় ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম অধমর্ণদিগের বিশ্রাম স্থান হই য়াছে অর্থাৎ এই স্থানে গিয়া বাস করিলে তাহারদিগের ঋণ পরি শোধ করিতে হয় না, ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষের লোক দিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত করিবার জন্যে স্বদেশ হইতে প্রেরিত হইয়া প্রথমে এই শ্রীরামপুরে আগমন পূর্ব্বক এক ছাপাখানা স্থাপন করেন তাহাতে আপনারদিগের ধর্ম্মানুযায়িক পুস্তক সকল নানা ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৫৬ ॥

শ্রীহট্ট ॥ বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর অবধি পূর্ব্ব দিগ পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী আছে তন্মধ্যে অনেক বন্য মনুষ্যেরা বাস করে, দক্ষিণ দিগে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ, পশ্চিম দিগে ও ময়মনসিংহ, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে শ্রীহট্ট দেশের চতুরস্রীয় ভূমি ২৮৬১ ক্রোশ পরিমিত হইয়া ছিল, এবং তাহাতে ২৩৩৯২৪ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত, এই দেশে অনেক ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, ও ইহার সম্মুখ স্থান অত্যন্ত নিম্ন তৎপ্রযুক্ত সূর্ম্মা ও পূর্ণা প্রভৃতি নদীর জলেতে প্লাবিত

হইয়া ঢাকা অবধি এই দিগ পর্য্যন্ত উত্তম নৌকা পথ হয় কিন্তু শুষ্ককালে জলমাত্র থাকে না ঐ জল শুষ্ক হইলে সেই সকল ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত ধান্য জন্মে, এ স্থানে পূর্ব্বকালে ঢাকার রাজ সৈন্যদিগের নিমিত্তে নৌকা প্রস্তুত হইত, এইক্ষণে উক্ত শ্রীহট্ট দেশে যথেষ্ট চুনাক প্রস্তুত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রেরিত হয়, এবং তদ্দেশ জাত কমলালেবুও নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তথা মুসব্বর জন্মে ও মগুয়া ধুতি প্রস্তুত হয়, আর এ দেশে যে সকল হস্তী ধৃত হয়, তাহারা সমুদ্রতীরস্থ হস্ত্যপেক্ষা অপকৃষ্ট, এ দেশের প্রধান নগরের নাম শ্রীহট্ট ও আজমিরিগঞ্জ এবং প্রধান নদী মেঘনা ও সূর্ম্মা, হিন্দুস্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্যা ধীনে যে সকল দেশ আছে তাহার সকল হইতে এই শ্রীহট্ট অতি পূর্ব্ব দিগস্থ, মোগলদিগের রাজ্য কালে উক্ত দেশে তাহার দিগের এক সৈন্যাগার ছিল। ৪৫৭॥

সম্বলপুর॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে সম্বলপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার রাজধানী নগরের ও নাম সম্বলপুর, উক্ত দেশের পশ্চিম দিগে রত্নপুর ও বুড়াসম্বর, পূর্ব্ব দিগে বিম্বরি লণ্ডকোলি ও বোদ, দক্ষিণ দিগে পাটনা ও কুন্দন, এবং উত্তর দিগে গাং পুর ও সরগুজা নামক স্থান, সম্বলপুর দেশে অনেক বন আছে, তথাকার বায়ু শীতকালাবধি গ্রীষ্মঋতুর আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত পীড়া দায়ক হয়, এ দেশের পর্ব্বতস্থ উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তম রূপে নানা শস্য জন্মে, এবং তাহার ১৩ ক্রোশান্তরে হেবী ও মহা নদীর যুক্ত স্থানের পর্ব্বত হইতে যে জল নিম্ন ভাগের হেবী নদীতে পতিত হইতেছে সেই জলে এতদ্দেশীয়েরা বালুকামিশ্রিত স্বর্ণকণা ও হীরক প্রাপ্ত হয়, এই হীরক কোন স্থানের রক্তবর্ণ মৃত্তিকাতে জন্মে, এ দেশের লোকেরা নির্দ্দয় খল ও অলস স্বভাব

বিশিষ্ট এবং তথাকার রাজার নিকট প্রায় সর্ব্বদা দণ্ড প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বকালে এই সম্বলপুর দেশ গড়া নামক স্থানের কিয়দংশে ব্যাপ্ত থাকিয়া গণ্ডওয়ানা রাজ্যের হিন্দুদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে মোগলদিগের অধীনে আলাহাবাদ ভুক্ত হইয়াছিল, তৎপরে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হয়, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয় লোকেরা ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উক্ত দেশ ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য নগর অধিকার করেন ইং ১৮০৬ বাং ১২১৩ শালে ঐ নাগপুরের রাজা ইহারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সম্বলপুরে এলিয়ট সাহেবের সমাজ আছে, হেষ্টিং সাহেব আপন পুস্তকে উক্ত সাহেবের মৃত্যু বিষয়ে অনেক আক্ষেপ বাক্য লিখিয়াছেন। ৪৭৮॥

সরহিন্দ॥ দিল্লি প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগ ব্যাপিয়া সরহিন্দ নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, উক্ত সরহিন্দ দেশের যে খণ্ড হান্সি হিসার ও কারনোল নামক স্থানের সম্মুখে তথাকার মরুভূমি প্রযুক্ত তাহাতে কেবল ক্ষুদ্র ২ বৃক্ষ জন্মে, ও কোন ২ স্থানে অত্যন্ত জল কষ্ট আছে, ইং ১৩৫৭ বাং ৭৬৪ শালে তৃতীয় ফিরোজশাহ এ দেশের ভূমি উর্ব্বরা করণার্থে খাত খনন করাইয়া যমুনা ও শতদ্রু নদী হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তথা এক দুর্গ করিয়াছিলেন তথাচ ইহার উন্নতি হয় নাই, বহু দিবস হইল সে সকল কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে, ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে বান্দ নামক স্থানের বৈরাগীয় সিক উপাধি বিশিষ্ট লোকেরা আগমন পূর্ব্বক এই দেশ ছত্র ভঙ্গ করত ঐ বাদশাহের গৃহ ও তাবৎ দেবালয় ভঙ্গ করিয়াছিল, সরহিন্দ দেশের তাবৎ নগর অপেক্ষা পেটীয়ালা নগর অতিশয় বৃহৎ

এবং থানেশ্বর নামে যে আর এক নগর সে উক্ত নগরের তুল্য হইবেক, এ অঞ্চল দিয়া সরস্বতী নদী বহমানা হওয়াতে সে স্থান হিন্দুদিগের এক তীর্থ হইয়াছে। ৪৫৯ ॥

সাগর ॥ বঙ্গদেশে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন স্থলে সাগর নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই স্থানে গঙ্গার দ্বারা আর এক উপদ্বীপ সহিত সাগর উপদ্বীপ পৃথক হইয়াছে, তথা গঙ্গার প্রাশস্ত্য অধিক এই নিমিত্তে তীর হইতে অনেক দূরে জাহাজ রক্ষিত হয়, এই সাগর উপদ্বীপের নিকট সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হওয়াতে গঙ্গাসাগর নামে মহাতীর্থ হইয়াছে, পূর্ব্বকালে অনেকানেক যাত্রিরা এই গঙ্গাসাগরে গমন করিয়া কেহ২ আত্ম হত্যা করিত কেহ বা আপন সন্তানকে তথাকার জলে নিঃক্ষেপ করিত, ব্যক্ত আছে যে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রকারে তথা ২৩ জন মনুষ্য নষ্ট হয়, ইহার পর বৎসরে মারকুইস ওএলিসলি সেই নিরর্থক প্রাণি নষ্ট বারণ করিয়া দিয়াছেন, সাগর উপদ্বীপের নিবিড় বন মধ্যে অতি ভয়ানক ব্যাঘ্র থাকে, এবং তথাকার জলে বৃহৎ২ কুম্ভীর ও আছে। ৪৬০ ॥

সাতারা ॥ বিজয়পুর মধ্যে কৃষ্ণা ও তওর্ণা এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে সাতারা নামে এক নগর আছে, এই নগরের যে দুর্গ সেও তন্নামে খ্যাত হইয়াছে, উক্ত নগর যে পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত আছে সেই পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘে ৮ ক্রোশ, তাহার সর্ব্বোর্দ্ধ্ব ভাগে ঐ সাতারা নামক দুর্গ তথা গমনে এতাদৃশ অপ্রশস্ত পথ যে তাহা দিয়া একেবারে দুই লোক গমনাগমন করিতে পারে না, ইং ১৬৫১ বাং ১০৫৮ শালে বিজয়পুরের বাদশাহ হইতে শবজী নামক

মহারাষ্ট্রীয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সাতারা নগর অধিকৃত হইয়া ছিল ও এই শিবজী দ্বারা স্বজাতীয়দিগের উন্নতি হয়, তৎপরে পেশোয়া এই শিবজীর বংশোদ্ভবদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া ছিলেন, তৎপরে এ স্থানে যে এক সেনাপতির রাজত্ব হয় তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে শিবজীর বংশোদ্ভব ব্যক্ত হওয়াতে পেশোয়ারা তাঁহাকে ও কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ৪৬১॥

সারণ॥ বাহার দেশে সারণ নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে গোরকপুর ও বেতিয়া, দক্ষিণ দিগে গঙ্গা, পূর্ব্ব দিগে বেতিয়া ও হাজিপুর, পশ্চিম দিগে দেয়া অর্থাৎ গগরা নদী, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল কর্ত্তৃক ঐ দেশের ও বেতিয়ার চতুরস্রীয় ভূমি ৫১০৬ ক্রোশ পরিমিত হয় তন্মধ্যে কেবল সারণ দেশের ভূমি সংখ্যা ২৫০০ ক্রোশ ছিল, এই দেশে গঙ্গা ও গণ্ডকী এই দুই নদীর জল ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন এ স্থানে নানা ক্ষুদ্র নদী ও আছে, ইহার ভূমি উর্ব্বরা তাহাতে নানা শস্যোৎপন্ন হয়, এবং এ দেশে ও হাজিপুরে যে যবক্ষার জন্মে সে দক্ষিণ দেশে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়, এই সারণ দেশের বলদ উত্তম হইয়া থাকে, ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারস্থ সমুদয় দেশের মধ্যে এই দেশ উত্তম, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে এ স্থানে ১২০৪০০০ লোক সংখ্যা হয়, তন্মধ্যে চারি অংশ হিন্দু ও একাংশ যবনজাতি ছিল। ৪৬২॥

সিংহল॥ বঙ্গদেশীয় মহনার পশ্চিম ভাগে সিংহল নামে এক উপদ্বীপ আছে, এই উপদ্বীপ সিলোন নামে ব্যক্ত কিন্তু জবন জাতীয়েরা ইহাকে সরন্দিব কহে, সিংহলী উপদ্বীপের প্রায় তাবৎ ভূমি বালুকা মিশ্রিত কিন্তু ইহার দক্ষিণ পশ্চিমের

কলম্বো নগরের নিকটস্থ ভূমি উর্ব্বরা তথা দারুচিনি জন্মে, এই উপদ্বীপে যে ধান্যোৎপন্ন হয় তাহাতে ভাবল্লোকের ভক্ষ্যোপযোগী না হওয়াতে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য দেশ হইতে আনীত হয়, সিংহল উপদ্বীপে নানা প্রকার ধাতু ও বহুমূল্য প্রস্তর যথেষ্ট প্রাপ্য হয়, এবং পূর্ব্বকালে ওলন্দাজেরা এ স্থানে পারা প্রস্তুত করিত এই উপদ্বীপে নানা জন্তু আছে, এ স্থানের পর্ব্বতে বিংশতি হস্ত পর্য্যন্ত পরিমাণের দীর্ঘাকার সর্প যথেষ্ট আছে, তাহারা ছাগ প্রভৃতি পশ্বাদি আহার করিতে পারে, এই উপদ্বীপের অধিকাংশ লোকে সিঙ্গালি জাতি এবং যে সকল লোক পল্লিগ্রামে বাস করে তাহারা কাণ্ডিয়া জাতি, সিংহল উপদ্বীপের ভাবল্লোকেই তাম্বূল ভক্ষণ করে, উক্ত উপদ্বীপস্থ নিবিড় বন মধ্যে বাঙ্গাস জাতীয় কতিপয় মনুষ্য আছে ইহারদিগের গৃহাদি নাই তন্নিমিত্তে তাহারা বৃক্ষমূলে ও শাখাতে শয়ন করিয়া থাকে, উক্ত জাতীয়েরা এতাদৃশ ভয়শীল যে যৎকালে তাহারা নিদ্রিত থাকে তখন অল্পতম শব্দাদি দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বানরের ন্যায় মূল হইতে বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, ইহারা মৃগয়া দ্বারা প্রাপ্ত পশ্বাদি এবং ফল মূলাদি ভক্ষণ করত কাল যাপন করে, তন্মধ্যে কেহ২ নগরবাসি লোকদিগকে হস্তিদন্ত মধু মোম ও হরিণ প্রদান করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে বস্ত্র লৌহ ও ছুরিকা গ্রহণ করে, এই বন্য মনুষ্যদিগের পালিত কুক্কুর আশ্চর্য্য রূপ সুশিক্ষিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে, ইং ১৫০৫ বাং ৯১২ শালে এই সিংহল উপদ্বীপে পোর্ত্তুগীস জাতির আগমনের প্রাক্ কালাবধি এ স্থানের বৃত্তান্ত অত্যল্প ব্যক্ত ছিল, উক্ত শালে ঐ জাতীয়দিগের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক তথা

কার রাজার সমীপে কহিল যে যদি আমারদিগকে কর প্রদান কর তবে আমরা আরব্য জাতীয়দিগের সহিত তোমার যুদ্ধ কালে সাহায্য করিব তাহাতে সিংহলের রাজা ইহারদিগকে ২৯৩১।৫ দারুচিনি রাজকর স্বরূপ প্রদান করিলেন, তত্রাপি ইহারা সিঙ্গালি লোকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল পরে ওলন্দাজেরা অতিশয় দৃঢ়তা পূর্ব্বক পোর্তুগীসদিগের অধিকার হস্তগত করণে মানস করিয়া ইং ১৬৩২ বাং ১০৩৯ শালে এ স্থানের কাণ্ডি নামক রাজধানীর রাজার নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করিল যে তুমি ঐ পোর্তুগীসদিগের সহিত যুদ্ধ কর, পরে ইং ১৬৫৬ বাং ১০৬৩ শালে ওলন্দাজেরা ঘোরতর যুদ্ধ করত তাবৎ স্থান জয় করিয়া ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে পুনর্ব্বার এতদ্দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করত জয়ী হইল এই কালাবধি ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত সিংহল উপদ্বীপ ইহারদিগের অধীনে থাকিয়া ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে ইংলণ্ডীয়েরদিগের রাজ্যাধীন হইয়াছে। ৪৬৩॥

সিদ্ধৌত॥ ঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশে সিদ্ধৌত নামে এক দেশ আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে নিবিড় বন, এ দেশের প্রধান নগর উদয়গিরি এবং উক্ত দেশ দিয়া পেনার নামে এক প্রধান নদী গমন করিয়াছে ইং ১৬৫০ বাং ১০৫৭ শালে মিরজুমলা কর্তৃক সিদ্ধৌত ও গুঞ্জিকোটা এই উভয় স্থানের দুই দুর্গ অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি গোলকন্দা অর্থাৎ হয়দরাবাদের কোতব শাহ বংশোদ্ভব যে সোলতান আবদুল্লা তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিয়া ছিলেন, উক্ত সিদ্ধৌত দেশে ও ইহার নিকটস্থ স্থানে যে হীরকের প্রসিদ্ধ খনি ছিল তাহাতে বিস্তর টাকা উৎপন্ন হইত কিন্তু ইদানীং সে সকল স্থানে হীরক জন্মে না। ৪৬৪॥

সিন্ধু ॥ হিন্দুস্থানে সিন্ধু নদের উভয় তীর ব্যাপিয়া সিন্ধু নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৩০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব স্তর্দ্ধা ৮০ ক্রোশ হইবেক, যৎকালে টাটা দেশ এই সিন্ধু দেশের অন্তঃপাতি ছিল তৎকালে ইহার উত্তর দিগে মুলতান ও আফগানিস্থান, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র ও কচদেশ, পূর্ব্ব দিগে আজমিয়ার সাণ্ডিডীজার্ট ও কচদেশ, পশ্চিম দিগে সমুদ্র ও বলোচস্থানের পর্ব্বত এই রূপে সীমা নিরূপণ হইয়া ছিল, ঐ সিন্ধু দেশের তাবৎ স্থানে সিন্ধু নদের জল দ্বারা কৃষি কর্ম্ম হয়, উক্ত দেশ ও তাহার উত্তর দিগে বাহাওয়ালা খাঁর এক দেশ এই উভয় দেশের মধ্য ভাগে যে দেশ তাহাতে অনেক প্রধান ২ লোকের অধিকার আছে, তাহার প্রায় সকলেই সিন্ধু দেশীয় আমিরদিগকে কর প্রদান করে, সিন্ধু নদের পূর্ব্ব তীর হইতে উত্তর দক্ষিণে ভুংবাড়ি দুরিলি লোহরি খয়রপুর ও পহলানি প্রভৃতি নগর আছে এবং উক্ত খয়রপুর হইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে সিন্ধু দেশের দক্ষিণে দিনগড় নামে এক দুর্গ আছে, সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরস্থ এই সিন্ধু দেশের উত্তর দিগে সেকারপুর এই সেকারপুরের দক্ষিণ দিগস্থ অধিকাংশ স্থান সিন্ধু দেশীয় লোকের অধীনে আছে, এই দেশের পশ্চিম দিগের অধিকাংশ মরুভূমি কিন্তু সিন্ধু নদের তীরস্থ ভূমিতে যথেষ্ট শস্য জন্মে, এই টাটা দেশ অবধি সিন্ধু নদের ফলালি নাম্নি যে এক শাখা আছে উক্ত নদের জল বৃদ্ধিকালে ঐ ফলালির ও জল বৃদ্ধি হইয়া তাহার তীরস্থ ভূমি সকল প্লাবিত হয়, পশ্চাৎ সেই জল শুষ্ক হইলে ভূমি উর্ব্বরা হইয়া তাহাতে নানা প্রকার শস্য জন্মে, এবং অন্যান্য ভূমি বৃষ্টি জলে আর্দ্র হইলে তাহাতে নীল ইক্ষু ও হরিদ্রা জন্মে, সিন্ধু দেশে তণ্ডুল ঘৃত চর্ম্ম হাঙ্গরের কানুকা

জটামাংসী নীল এবং টাটা দেশীয় বস্ত্র ও ঘোটক নানা স্থানে প্রেরিত হয়, এবং মুলতান ও তাহার উত্তর দিগ হইতে ফটকিরি মৃগনাভি ও ঘোটক প্রথমতঃ এ দেশে আনীত হইয়া পশ্চাৎ দেশান্তরে প্রেরিত হয়, এবং দক্ষিণ দেশহইতে টীন লৌহ সীসা হস্তিদন্ত চন্দনকাষ্ঠ ও ইউরোপীয় নানা দ্রব্য এ দেশে আনীত হইয়া থাকে অপর হিন্দুস্থানের জবন জাতিরা লাহোর ও অটক দেশে আগমন করণের পূর্ব্বে এই সিন্ধু দেশ আক্রমণ করিয়াছিল অর্থাৎ খালেফ আলির নিকট হইতে এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ এ দেশে প্রেরিত হইয়াছিল তৎকর্ত্তৃক ইহার নিকটস্থ স্থান অধিকৃত হয়, তৎপরে মোয়াবে কর্ত্তৃক হামির নামক আর এক সেনাপতি দুই বার এ দেশে প্রেরিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত পশ্চাৎ নিরস্ত হইল, হিজরি ৯৯ শালে খালেফ ওয়ালেদের অধীন মহম্মদ কাশিম আগমন পূর্ব্বক সিন্ধুদেশ জয় করিল, এই ব্যক্তির স্বকীয় রাজ্য হইতে সিন্ধু দেশ অতিশয় দূর তন্নিমিত্তে এই দেশে ব্যাপক কাল ইহার রাজত্ব ছিল না, পরে উক্ত দেশে রাজপুত জাতীয় এক রাজা ও এক জবনের অধিকার হইয়াছিল তন্মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি হিন্দু জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জবন জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু ঐ উভয়েতেই জাম উপাধি পাইয়াছিলেন, অনন্তর নানরা নামক রাজপুত জাতীয় লোকেরা পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, পরে তোরকানি জাতীয় মেজা ইসার অধিকার হইয়াছিল, এই বাদশাহ মুলতান দেশীয় সুবাদারের বিপক্ষে পোর্ত্তুগীস জাতীয় দিগের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করাতে তাহারা এ দেশে আগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ টাটা দেশের এক নগর লুট করিল, তৎকালীন এই সিন্ধুনগর উক্ত দেশের রাজধানী ছিল, ঐ তোরকানি

লোকেরা কিছুকাল রাজত্ব করিলে আকবর শাহের সৈন্যেরা আসিয়া সিন্ধু দেশ জয় করিল, এইকাল অবধি উক্ত দেশ দিল্লির বাদশাহের অধীন হইয়া সুবাদার দ্বারা তাহার রাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত উক্ত অধ্যক্ষেরা মুলতান ও টাটা দেশে অবস্থিতি করিয়াছিল, ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে মহম্মদ আব্বাসি কালোরি নামক এক ব্যক্তি উক্ত দেশীয় সুবাদারের নিকট আসিয়া তিন লক্ষ টাকা বৎসর২ কর দিতে স্বীকার করত ঐ দেশের অধিকার প্রার্থনা করিল তাহাতে ঐ সুবাদার তাহাকে সিন্ধু দেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি দেশাধিকারী হইয়া অবধি অঙ্গীকৃত কর প্রদান করিলনা, তন্নিমিত্তে ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে নাদের শাহ ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ আব্বাসকে পরাভব করিয়া অমরকোট নামক স্থানের দুর্গ মধ্যে বদ্ধ করিলেন, তৎপরে তাহার সহিত কর প্রদানের নিশ্চয়তা হইলে এ দেশ তাহাকে পুনর্ব্বার প্রদত্ত হইল, ইং ১৭৭১ বাং ১১৭৮ শালে এই মহম্মদআব্বাসি কালোরি লোকান্তর গমন করিলে তাহার বংশীয়েরা ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া তালপুরি জাতি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াতে কাবুলের তৈমুর সাহের শরণাগত হইল তাহাতে এই বাদশাহ ইহারদিগকে পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্ত করণের নিমিত্ত ঐ তালপুরি জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে তাহারা বৎসর২ বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিল তন্নিমিত্তে উক্ত বাদশাহ যুদ্ধে বিরত হইলেন, এবং তাহারা ও রীত্যনুসারে এই বাদশাহের যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজকর দিয়া ছিল, পরে উক্ত সংখ্যার ন্যূনতা হইয়া সাত লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এ দেশের রাজকর হইলে ঐ বাদশাহের বংশীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল,

তখন তাহারদিগের এই অনৈক্য দেখিয়া সিন্ধু দেশীয়েরা সাহস পূর্ব্বক তাহার নিকটস্থ তাবৎ স্থান অধিকার করিতে লাগিল, এবং বলোচস্থানাধ্যক্ষের নিকট হইতে কোরাচি নগর অধিকার করত সেকারপুর ও আজমিয়ার দেশের দিগে এই সিন্ধু রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিল, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে যশোবন্ত রাও হুলকরের সন্নিধান হইতে এই দেশে এক সম্বাদ প্রেরিত হয়, তাহার অভিপ্রায় এই যে পারস্য দেশীয় বাদশাহের সহিত এই দেশীয়দিগের যাহাতে বন্ধুতা হয় ও ফ্রান্স জাতির সহিত ইংলণ্ডীয়েরদিগের বিপক্ষতা হয় এমত করণে হুলকরউদ্যোগী আছেন, এই কথা সিন্ধু দেশীয়েরা গ্রাহ্য করিলনা। ৪৬৫॥

সিন্ধু॥ এই ভারতবর্ষ মধ্যে সিন্ধু নামে এক প্রধান নদ আছে, হিন্দুস্থানের লোকেরা ব্যক্ত করে যে এই নদ ঝাড়খণ্ডী নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিগে চারি পাঁচ দিবসীয় পথের অন্তর কাশগর নগরের নিকটে উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু মহা বিচক্ষণ মেং কোলব্রুক সাহেব অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়া ছেন যে হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে এই সিন্ধু নদ আরম্ভ হইয়া উত্তর দিগে গমন পূর্ব্বক লাঢক দেশে প্রবেশ করিয়াছে, হিন্দুস্থানে যে স্থানে অটক নদী অর্থাৎ কাবুলের নদী পশ্চিম দিগ হইতে আসিয়া উক্ত নদে যুক্তা হইয়াছে সেই স্থল হইতে সিন্ধু নদ হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত নদের তীরস্থ ভূমিতে লবণ ও ফটকিরি যথেষ্ট জন্মে, সমুদ্র হইতে ১৭০ ক্রোশান্তরে এই নদ দুই ধারাতে গমন করিয়াছে, তাহার এক ধারা ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গমন করিয়া সমুদ্রের যত নিকট গামিনী হইয়াছে তত নানা দিগে বহুমুখ হইয়া গমন করিয়াছে এবং সমুদ্র হইতে হয়দরাবাদ পর্য্যন্ত তাবৎ স্থানে সিন্ধু নদের

প্রস্থতা ১ ক্রোশ, এই সিন্ধু নদ মুলতানের দক্ষিণ দিগে অটক নামে খ্যাত আছে, অপর হিন্দুস্থানের পূর্ব্বকালের লোকেরা কর্ম্মনাশা নদীর জল স্পর্শন করতোয়া নদীতে স্নান গণ্ডকীতে সন্তরণ এবং অটক নদীর পারে গমন প্রভৃতি চারি কর্ম্ম উক্ত চারি নদীতে নিষেধ করিতেন। ৪৬৬॥

সিমোগা॥ মহিসুর রাজ্যে সিমোগা নামে এক নগর আছে ইহার চতুর্দ্দিগ উত্তম রূপে বদ্ধ, উক্ত নগরের পূর্ব্ব দিগ দিয়া তুঙ্গা নদী বহমানা হইয়াছে, তথাকার ভূমি উর্ব্বরা ও গো মহিষ ইত্যাদি পশু উত্তম হইয়া থাকে, আর এ নগরের অন্তঃপাতি স্থানে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এই নগরের সান্নিধ্য এক মাঠে মহম্মদ রেজা ও পরশুরাম ভৌ এই উভয় ব্যক্তিতে যুদ্ধোপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা অক্ষম হওয়াতে কাপ্তেন লিটীলের অধীন বোম্বাই নগরীয় সৈন্যগণের সহিত উক্ত রেজার যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন সিমোগা নগরে ছয় সহস্র গৃহ ছিল তাহার তাবৎ গৃহ মহারাষ্ট্রীয়েরা ভগ্ন করত তথাকার সুন্দরী স্ত্রীলোক দিগকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্ত্রী দিগকে বলাৎকার করিয়াছিল এবং পুরুষ দিগকে নষ্ট করিল, আর যাহারা ইহারদিগের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহারা ও অনাহারে কাল প্রাপ্ত হইল, উক্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কুদালি স্বামী নামক গুরু যাঁহাকে ইহারা অবতার বলিয়া মান্য করে তাঁহাকে ও তৎকালে নষ্ট করিল, পরে এ নগরের চৌবাটী সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা এই দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শাপ প্রদান করিতে লাগিল তাহাতে ইহারা ঐ ব্রাহ্মণদিগকে ৪০০০০০ লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করিল, তাহার অর্দ্ধেক টাকা টীপুশাহ গ্রহণ পূর্ব্বক লার্ড

করণওয়ালিসকে দান করিল, যেহেতুক তিনিশ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধি কালীন তাহার নিকট ঋণী ছিলেন, ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালে এই নগর পুনর্ব্বার অপহারিত হইয়া তৎপরে ইহার উন্নতির আরম্ভ হইয়াছে। ৪৬৭॥

সুমাত্রা॥ পূর্ব্ব সমুদ্রে যে কএক ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপ শুণ্ডা নামে খ্যাত তাহার পশ্চিম দিগে সুমাত্রা নামে এক বৃহৎ উপদ্বীপ আছে, ঐ শুণ্ডা এক সোঁতা দ্বারা যাবা ও এই উপদ্বীপ হইতে স্বতন্ত্র আছে, সুমাত্রা উপদ্বীপের উত্তর দিগে বঙ্গদেশীয় সমুদ্র মহনা, দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ভারতবর্ষীয় মহাসমুদ্র, পূর্ব্ব দিগে চীন দেশ এবং পূর্ব্ব সমুদ্র দ্বারা বোর্ণিও প্রভৃতি নানা উপদ্বীপ এই সুমাত্রা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, ইহার দীর্ঘতা ১০৫০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্বশুদ্ধা ১৬৫ ক্রোশ, এই উপদ্বীপে যে এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহার যে শৃঙ্গ অতি উচ্চ তাহার নাম মৌণ্ট ওফর এবং সে ঊর্দ্ধে ৯১৭৮ হস্ত হইবেক, ঐ পর্ব্বতের কোন স্থান হইতে কখন২ অগ্নি উদ্ভব হইয়া সেই স্থানের সকল বনকে দগ্ধ করে, এবং তথা যথেষ্ট গন্ধক ও যবক্ষার জন্মে তন্নিমিত্তে সে স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সুমাত্রার দক্ষিণাংশে নিবিড় বন ও পশ্চিম ভাগের ভূমি ঈষৎ রক্ত বর্ণ কিন্তু স্থানে২ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাও আছে; উক্ত উপদ্বীপের পূর্ব্ব ভাগে এবং তাহার পশ্চিম সমুদ্র তীরে পুষ্করিণী ও অনেকানেক ক্ষুদ্র২ নদী আছে, এই উপদ্বীপে যথেষ্ট ধান্যোৎপন্ন হয়, তথাকার ক্ষেত্র ভূমি যদ্যপি কিয়দ্দিবস পতিত থাকে, তবে অল্পকালের মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া সে স্থান এতাদৃশ বনময় হয় যে তাহাতে বন্য পশ্বাদি সকল আসিয়া বাস করে, পরন্তু ভূমণ্ডলকে উত্তর দক্ষিণে সম রেখায় বিভাগ করিতে হইলে যে রেখা পাত করা যায় সেই রেখা

সুমাত্রা উপদ্বীপের উপরে বক্র ভবে পতিত হইয়াও তাহাকে সমান অংশে বিভাগ করে, সুমাত্রা উপদ্বীপে বজ্রপাত বিদ্যুৎ ও ভূমি কম্প সর্ব্বদা হয় কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন প্রাণির হানি হয় না, আর যে বৃক্ষ দ্বারা কর্পূর প্রস্তুত হয় সেই বৃক্ষ উক্ত উপ দ্বীপে যথেষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন যে আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহাকে বিষবৃক্ষ বলে কিন্তু ইহার শাখাতে পক্ষিরা ও তাহার ছায়াতে মনুষ্যেরা বাস করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আয়াস প্রাপ্ত হয় না, এই স্থানের লোকেরা মাহিষদুগ্ধ হইতে যথেষ্ট নবনীত প্রস্তুত করে, এবং তাহারা সেই মহিষের মাংস ভক্ষণ করে, এই উপদ্বীপের ঘোটক সকল ক্ষুদ্র ২ কিন্তু অতিশয় বলশালী হয়, এখানকার বন মধ্যে যে সকল হস্তী বাস করে তাহার অধিক সংখ্যক হস্তী ধৃত হইয়া আচিন দেশীয় বাদশাহের নিকট প্রেরিত হয়, এবং সেই সকল বনে এক ও দুই শৃঙ্গবন্ত অনেক গণ্ডার আছে তাহারদিগের শৃঙ্গের গুণশক্তি দ্বারা বিষ সকল তেজো ভ্রষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে সুমাত্রা উপদ্বীপে যথেষ্ট গোলমরিচ জন্মিয়া ইংলণ্ডীয়লোক কর্তৃক দেশান্তরে প্রেরিত হইত ইদানীং তাহার ন্যূনতা হইয়াছে, এখানকার লোকদিগের কোন এক ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার পরিবারস্থ সকলে ঋণী হয় অর্থাৎ তন্মধ্যে অংশী ও নিরংশী বিশেষ নাই, এবং কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রেরা সকলে পিতৃধনের সমানাংশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ মধ্যমাদির ন্যূনাধিকাংশ নাই, এই উপদ্বীপের লোকদিগের হস্তপদাদি ক্ষুদ্র ২ ও পিঙ্গল বর্ণ ইহারা দীর্ঘ নখ রক্ষা করে ও স্বর্ণ দ্বারা দন্ত মণ্ডিত করিয়া থাকে, এই স্থানে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই বৃদ্ধাবস্থাতে প্রায় চিকিৎসা করে কিন্তু তথা শাস্ত্রানুযায়ী ঔষধ নাই কেবল মুষ্টিযোগ করিয়া

পীড়া শান্তি করে, উক্ত মনুষ্যদিগের কোন শাস্ত্র নাই এবং তাহারা দেবাদির অর্চ্চনা করে না, এই উপদ্বীপে ইংলণ্ডীয় লোকের দ্বারা প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বন করে নাই, ইং ১৬০০ বাং ১০০৭ শালে ইহার পূর্ব্ব ভাগের অনেকানেক লোক ফ্রান্স জাতীয়দিগের উপদেশানুসারে সেই ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ছিল কিন্তু ক্রমেতে তাহারদিগের সেই ধর্ম্ম বিষয়ে কোন অনুষ্ঠান ছিল না; উক্ত উপদ্বীপে বিবাহ করণার্থে স্ত্রী লোক ক্রয় করিতে হয় কিন্তু পশ্চাৎ সেই স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে পারে। ৪৬৮ ॥

সুরাষ্ট্র ॥ গুজরাট প্রদেশে তপতী নদীর দক্ষিণ দিগে এবং উক্ত নদী যে স্থানে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছে তথা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরে সুরাষ্ট্র নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এই নগর যদ্যপি হিন্দুস্থান মধ্যে বৃহৎ রূপে গণ্য নহে তথাপি অন্যান্য স্থানের নগরাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নগরে যে রূপ বাণিজ্য হইত এইক্ষণে তাহার অল্পতা হওয়াতে নগরের ও হ্রাসতা হইয়াছে, ইংলণ্ড হইতে কেপ আফ গুডহোপ নামক স্থানদিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ প্রকাশ হওয়াতে ইউরোপীয় লোকেরা জাহাজ দ্বারা সর্ব্বদা এই সুরাষ্ট্রে আগমন পূর্ব্বক এ স্থান হইতে হীরক মুক্তা মৃগনাভি সুগন্ধি দ্রব্য স্বর্ণ পট্টবস্ত্র মসলা কাষ্ঠ নীল ও যবক্ষার ইত্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করিত এবং পূর্ব্বকালে স্থানান্তর হইতে যথেষ্ট কার্পাস এই নগরে প্রেরিত হইয়া পশ্চাৎ এখান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হইত, এইক্ষণে তাহা না হইয়া প্রথমতঃ বোম্বাই দেশে আনীত হয় পুনর্ব্বার সে স্থান হইতে অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, সুরাষ্ট্র নগর হইতে অনেক জবন তীর্থ যাত্রিরা জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক আরব দেশে গমন করে যেহেতু হিন্দুস্থানের জবনেরা উক্ত নগরকে

মক্কা তীর্থের এক দ্বার বলিয়া মান্য করে, ইং ১৬১২ বাং ১০১৯ শালে কাপ্তেন বেষ্ট শাহেব ইংলণ্ডাধিপতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এই নগরে এক বাণিজ্যাগার করিলেন, এবং ইং ১৬১৭ বাং ১০২৪ শালের প্রাক্কালে ওলন্দাজ ও ফ্রান্সেরা এ নগরে আগমন করিয়াছিল, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে শিবজী অধীন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা আগমন পূর্ব্বক সুরাষ্ট্র নগর আক্রমণ করাতে এ স্থানের লোকেরা ইহার নিকটবর্ত্তি দেশে পলায়ন করিল, এবং তৎকালে যে ব্যক্তি এই নগরের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ স্থানের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বদ্ধ করিলেন, তখন ইংলণ্ডীয়দিগের সর জান অক্সিডন সাহেব উক্ত বাণিজ্যাগারের বিষয় রক্ষার্থে জাহাজীয় নাবিকগণ নিকটে সহায়তা প্রার্থনা করাতে তাহারা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধ করিয়া তাবৎ বিষয় এবং সুরাষ্ট্র নগর শত্রু হইতে রক্ষা করিল, ইং ১৬৭০ বাং ১০৭৭ শালে পুনর্ব্বার উক্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা এ নগরে আগমন পূর্ব্বক লুট করিয়াছিল, ইং ১৭০১ বাং ১১০৮ শালে ফ্রান্সদিগের বাণিজ্যে অনেক ধনাপচয় হওয়াতে ইহারা এই নগরস্থ লোকের নিকটে ঋণী হইয়া এই স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সেইণ্ট মালুস নামক স্থানে উপস্থিত হইল এবং পুনর্ব্বার বাণিজ্য করণার্থে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক এই সুরাষ্ট্রের মহাজন কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত ঋণের পরিশোধার্থে বন্ধী হইয়াছিল, ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে ও তাহার পর ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার লুট করিয়া পরে পরাভব হইল তাহাতে এ স্থানে আর অধিক অত্যাচার হইতে পারিল না, অপর সুরাষ্ট্র নগরের নবাবদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মৈনদ্দি নামে এক ব্যক্তি নানা দেশ পর্য্যটন করত

ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালে এই নগর অধিকার করিলেন, পরে ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে তাহার উত্তরাধিকারি কুতবউদ্দিন ও ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে নিজামউদ্দিন এবং ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে নাসেরউদ্দিন এই তিন ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়দিগের সহায়তা দ্বারা উক্ত নগরের অধিপতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত নাসেরউদ্দিন নবাবের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হইয়া এই স্থির হইয়াছিল যে তিনি এই সুরাষ্ট্রের রাজ্যশাসন ও রাজস্ব গ্রহণাদি তাবৎ রাজকীয় কর্ম্ম ইংলণ্ডীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারদিগের নিকট হইতে বৎসর ২ তথাকার তাবৎ রাজকার্য্য বিষয়ের ব্যয় ব্যতিরেকে যে উপস্বত্ব উদ্বর্ত্ত হইবেক তাহার পঞ্চমাংশ এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক প্রাপ্ত হইবেন, ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে সুরাষ্ট্র দেশের লোক সংখ্যা ৮ লক্ষ স্থির হইয়া ছিল, আবুল ফজলের লিখনানুসারে প্রকাশ হইতেছে যে তৎ কালে ইহার অন্তঃপাতি ৩১ গ্রাম ও তাহার ভূমি পরিমাণ ১৩১২৩১৫ বিঘা ছিল সেই সমুদয় গ্রামের রাজকর ১৯০৩ ৫১৭৭ দাম নামক মুদ্রা উপস্বত্ব হইত এবং সেই সময় অগ্নু পাসকেরা পারস্য দেশ হইতে পলায়ন করত এই সুরাষ্ট্রে আসিয়া বাস করে, আকবর শাহের রাজ্য কালে তাঁহার কোন দৌরাত্ম্য না থাকাতে ঐ স্থানের মনুষ্য সকল নিরুপদ্রবে স্বীয় ২ ধর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করত কালযাপন করিয়াছিল, উক্ত বাদশাহের রাজত্ব সময়ে এই স্থানের সুবাদার ও তাহার সৈন্যদিগের নিরুদ্যোগিতা হেতুক দামান সরজান তারাপুর মাহিম ওঁবাসিন প্রভৃতি বাণিজ্য স্থল ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল,

সুরাষ্ট্র নগর বোম্বাই হইতে ১৭৭ ক্রোশ, পুণ্য নগর হইতে ২৪৩ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ৩০৯ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ৭৫৬ ক্রোশ, এবং কলিকাতা হইতে নাগপুর দিয়া ১২৩৮ ক্রোশ অন্তর। ৪৬৯॥

সেরঞ্জ॥ মালোয়া প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগের রাজ্য মধ্যে চাতরপুর হইতে ১৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সেরঞ্জ নামে এক বৃহৎ নগর আছে, পূর্ব্বকালে ইহার যে উন্নতি ছিল ইদানীং তাহার অল্পতা হইয়াছে, এ স্থানে যে এক হট্ট আছে তাহার চতুর্দ্দিগ প্রাচীর ও স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত এবং এই নগরে এক সরাই আছে, উক্ত নগরের দক্ষিণ দিগে যে দেশ তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত কোন বন্ধ নাই ও তাহার সকল গ্রাম মহারাষ্ট্রীয় দিগের দৌরাত্ম্য হেতুক দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেরঞ্জ নগরের পার্শ্ববর্ত্তি দেশ ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে হুলকর কর্তৃক আমির খাঁকে প্রদত্ত হয় তখন তাহাতে পঞ্চ লক্ষ টাকা বৎসর ২ উৎপন্ন হইত, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা তথা হইতে ঐ আমির খাঁকে দূরীকরণ করিয়া সেরঞ্জ নগর অধিকার করিল, এই নগর উজ্জয়িনী হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিগে ১৬৫ ক্রোশ, আগরা হইতে ২৫৮ ক্রোশ, বারাণসী হইতে ৩৮৯ ক্রোশ, বোম্বাই হইতে ৫৯৫ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে বারাণসী দিয়া ৮৪৯ ক্রোশ, এবং নাগপুর হইতে ২৯৫ ক্রোশ অন্তর। ৪৭০॥

হয়দরাবাদ॥ দক্ষিণ দেশে হয়দরাবাদ নামে এক বৃহৎ দেশ আছে এই দেশকে সচরাচার নিজামের রাজ্য কহা যায়, ইহার উত্তর দিগে গোদাবরী দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণা নদী পূর্ব্ব দিগে গণ্ডওয়ানা দেশ পশ্চিম দিগে বিদর ও আওরঙ্গাবাদ, ঐ

দেশ দীর্ঘে ১৮০ ক্রোশ পুস্থে সর্ব্বশুদ্ধা ১০০ ক্রোশ হইবেক, ইহার সম্মুখে যথেষ্ট পর্ব্বত আছে, এবং সে স্থান অতিশয় উচ্চ ও তথা অত্যন্ত শীত হইয়া থাকে, হয়দরাবাদের সমুদয় ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং সর্ব্বত্র জল অত্যন্ত সুলভ কিন্তু অধিপতি দিগের শাসনাভাবে কথন তাহার উন্নতি হয় নাই, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালের প্রাক্‌কালে ইংলণ্ড হইতে নিজামের এই বৃহৎ রাজ্যে বৎসর২ দুই লক্ষ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইত, উক্ত দেশের প্রধান নগরের নাম হয়দরাবাদ গুলকন্দা বারঙ্গল মেডক এবং নীলখণ্ড এই দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইয়াও তাহাতে কৃষি কর্ম্ম অল্প হইয়া থাকে, এবং বসতির শৃঙ্খলতা নাই, এই স্থানে জবন জাতীয়দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দশাংশের একাংশ হিন্দু ও নয় অংশ জবন গণিত হইয়াছে; উক্ত দেশ জবন কর্ত্তৃক প্রথমতঃ অধিকৃত হয়, পরে ইহার কিয়দংশ দক্ষিণ দেশীয় ভামিনিদিগের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল, অনন্তর এই রাজ্যের ধ্বংস হইলে গুলকন্দা নগরে কুলি কোতব শাহের অধিকার হয়, এই বাদশাহ্ ইং ১৫১২ বাং ৯১৯ শালাবধি রাজত্ব করিয়া ইং ১৫৫১ বাং ৯৫৮ শালে গুপ্তা ঘাতে হত হইলেন, পরে জমসেদ কোতব শাহ সাত বৎসর রাজ্য করেন, পশ্চাৎ এব্রেহেম কোতব শাহ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে পরলোক গমন করিলেন, তৎকালীন কোরলি কোতব শাহ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৫৮৬ বাং ৯৯৩ শালে কাল প্রাপ্ত হইলেন, এই বাদশাহ্ হয়দরা বাদ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্তানাদি না থাকাতে তাহার ভ্রাতা আহম্মদ শাহ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এই ব্যক্তির রাজত্বের পরে তাহার উত্তরাধিকারি আবদুল্লা

কোতব শাহ মোগল জাতীয় শাহ জাঁহান বাদশাহকে কর প্রদান করত ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, তৎপরে আবু হোসেন নামক এক বাদশাহ আওরঙ্গ জেব কর্তৃক ধৃত হইয়া দৌলতাবাদের দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন বন্ধন দশাতে কাল যাপন করত ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে পরলোক গমন করিলেন, পরে মোগল জাতির রাজ্য ধ্বংস হইলে নিজাম উলমুল্ক ইং ১৭১৭ বাং ১১২৪ শালে দক্ষিণ দেশের জবন জাতির তাবৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালের চৈত্র মাসে উক্ত ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে গাজিউদ্দিন নাসেরজঙ্গ সেলাবতজঙ্গ নিজামআলি বসালতজঙ্গ এবং মোগলআলি প্রভৃতি তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে নাসেরজঙ্গ নামক পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ইং ১৭৫০ বাং ১১৫৭ শালে গুপ্তাঘাতে কাল প্রাপ্ত হইলেন, পরে নিজাম উলমুল্কের পৌত্র মোজাফ্ফরজঙ্গ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ঐ রূপে কাল প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর সেলাবতজঙ্গ ফ্রেঞ্চজাতীয়দিগের সহায়তা দ্বারাসিংহা সন প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করণানন্তর কারাগৃহে আপন ভ্রাতা নিজামআলি কর্তৃক হত হইলেন, পরে উক্ত নিজামআলি সন্ধি দ্বারা আপনার সমুদয় রাজত্ব ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিয়া ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শাল পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের অধীনে বাস করত কাল প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেরজা সেকন্দর শাহ রাজ্য করিতে লাগিলেন, হয়দরাবাদ কলিকাতা হইতে উত্তর সরকার দিয়া গমনে ৯০২ ক্রোশ অন্তর, নাগপুর দিয়া ১০৪৩ ক্রোশ বোম্বাই হইতে ৪৮০ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ৩৫২ ক্রোশ, দিল্লি হইতে

৯২৩ ক্রোশ, নাগপুর হইতে ৩২১ ক্রোশ, পুণ্য হইতে ৩৮৭ ক্রোশ. এবং শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৪০৬ ক্রোশ অন্তর। ৪৭১॥

হরদ্বার॥ দিল্লি প্রদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হরদ্বার নামে এক তীর্থ ও এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগের পর্ব্বত হইতে গঙ্গা নির্গতা হইতেছেন, ঐ হরদ্বারের নাম গঙ্গাদ্বার এবং স্কন্দপুরাণাদিতে ইহাকে হরিদ্বার বলিয়া ও লিখিয়াছেন, এ স্থানের গঙ্গা দিয়া উত্তর ও পশ্চিম দিগস্থ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দোয়াবের প্রধান নগরে ও দিল্লিতে ও লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হয়, এবং হরদ্বারে বিক্রয়ার্থে নানা দেশ হইতে প্রকৃত ও জারজ ঘোটক উষ্ট্র তাম্রকূট অঞ্জন হিঙ্গু ও নানাবিধ ফল শালবস্ত্র উষ্ণিক দর্পণ ও নানা প্রকার ধাতুদ্রব্য আনীত হয়, এবং তীর্থ দর্শনার্থে ও বাণিজ্য করণার্থে এই দেশে অন্যান্য দেশ হইতে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এই তীর্থবাসি কোন২ যোগিদিগের মৃত্যু হইলে তাহার সমভিব্যাহারি অন্যান্য যোগি গণ তাহার সেই মৃতদেহ দগ্ধ না করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে সংস্থাপন করে, হরদ্বারের গঙ্গাতে যে তিন খাড়ি আছে তাহার প্রধান খাড়ির নাম চণ্ডানিঘাট সে পশ্চিম দিগে গমন করিয়াছে, হর দ্বারের নিকটস্থ পর্ব্বতের বৃক্ষাদি ক্ষুদ্র২ ও তথা ফলকন্দাদি অত্যল্প জন্মে, এই স্থানের নিম্নভাগে নেপালীয় গুড়খালি রাজার থানা আছে, এবং এই পর্ব্বত হইতে তিন বৎসর অবধি ৩০ বৎসর বয়স্ক মনুষ্য বিক্রয়ার্থে আনীত হয়, হরদ্বার নগর কলি কাতা হইতে মোরসিদাবাদ দিয়া ১০৮০ ক্রোশ, বীরভূমি দিয়া ৯০৫ ক্রোশ এবং দিল্লি হইতে ১১৭ ক্রোশ অন্তর। ৪৭২॥

হরপোনলি॥ তুম্বদ্রা নদীর উত্তর দিগে হরপোনলি নামে এক দেশ আছে, ইহার অন্তর্গত তাবৎ গ্রামে উত্তম বসতি

ও ইহার নিকটবর্ত্তি দেশে যে প্রকার পর্ব্বত আছে এ দেশে তদ্রূপ নাই, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত এ স্থানের রাজা স্বাধীনত্ব রূপে রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু এই শালে হয়দর শাহ কর্ত্তৃক এই দেশ অধিকৃত হইয়া কর নিশ্চিত হইল, তৎপরে টীপু শাহ এই রাজাকে তথা হইতে শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রেরণ করিলেন, তথাকার রাজ্য ধ্বংস হওয়াতে এই হরপোনলি দেশ ইংলণ্ডীয়দিগের অধীন হয়, তখন উক্ত রাজার উত্তরাধিকারী আপন ভরণ পোষণার্থে এই দেশ প্রাপ্ত হইলেন, পরে নিজাম কর্ত্তৃক ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে পুনর্ব্বার এ দেশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হওয়াতে মান্দরাজ দেশ ভুক্ত হইয়াছে। ৪৭৩॥

হরিহর॥ বালাঘাট মধ্যে চিতলদুর্গ হইতে ৪৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে তুম্বদ্রা নদীর পূর্ব্ব তীরে হরিহর নামে এক নগর আছে, ইহার দুর্গ মধ্যে একশত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও এক দেবালয় নগরের অন্তঃপাতি স্থানে অপর জাতীয় প্রায় এক শত গৃহস্থের অধিক আছে, উক্ত নগর হইতে কার্পাস ও সূত্র দেশান্তরে প্রেরিত হয়, এ স্থানের রামরাজার মৃত্যুর পরে এবং বিজয় নগরের ধ্বংস হইলে বিজয়পুরের আদেলশাহি বংশোদ্ভবদিগের এই নগরে রাজ্য হইয়াছিল, পরে দক্ষিণ দেশ মোগল জাতি কর্ত্তৃক জিত হইলে নবাব দলিল খাঁ এই স্থানে রাজ্য করেন, তৎপরে তৈমুরের বংশীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে ইকরি নামক স্থানের রাজা অধিকার করিলেন, পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা এই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করত শেষে হয়দরকর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইল, তৎপরে ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে মহারাষ্ট্রীয় পরশুরাম ভৌ নামক এক ব্যক্তির অধিকার হইয়াছিল। ৪৭৪॥

হিজলি ॥ বঙ্গদেশে কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ৫৫ ক্রোশান্তরে অথচ গঙ্গার পশ্চিম তীরে হিজলি নামে এক নগর আছে, মোগল জাতির রাজ্য কালে এই নগরে তাহারদিগের সৈন্যাগার ছিল ও ইহার বিস্তার ১০৯৮ ক্রোশ পরিমাণ হইয়া ছিল, শাহ জাঁহান বাদশাহের রাজ্যকালে এই নগর উড়িস্যা দেশ হইতে পৃথক্ হইয়া বঙ্গদেশ ভুক্ত হয়, উক্ত নগরের উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট শস্য জন্মে, তদ্ভিন্ন উত্তম লবণ ও প্রস্তুত হইয়া থাকে, হিজলির যে অংশ উত্তম রূপে বদ্ধ আছে তাহাতে বন্যা জল উত্থিত হইতে পারে না, তদ্ভিন্ন অনেক স্থান জোয়ার জলে প্লাবিত হয় এই নিমিত্তে সেই স্থানের ভূমিতে লবণ জন্মে, ইং ১৬৮৭ বাং ১০৯৪ শালে ইংলণ্ডীয় লোকেরা আওরঙ্গ জেব বাদশাহকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই নগর অধিকার করিয়া ছিলেন, এবং ইহারা ঐ বাদশাহের যুদ্ধ করণীয় বাইশ জাহা জের ও অধিক নষ্ট করেন তৎপরে বঙ্গদেশীয় নবাবকেও পরাভব করিয়াছিলেন। ৪৭৫ ॥

হিন্দুস্থান ॥ জবন জাতীয়েরা দিল্লি রাজ্যাধীন তাবৎ দেশকে হিন্দুস্থান বলিয়া ব্যক্ত করে, তিব্বৎ দেশীয়েরা এই হিন্দু স্থানকে জাম্বু নামে খ্যাত করিয়াছে, ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালে আকবর বাদশাহ কর্তৃক উক্ত স্থান লাহোর মুলতান আজমিয়ার দিল্লি আগ্রা আলাহাবাদ বাহার অযোধ্যা বঙ্গদেশ মালোয়া ও গুজরাট এই একাদশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, তৎ পরে কাবুল দেশ ও সিন্ধু নদের নিকটস্থ অনেকানেক স্থান যুক্ত হওয়াতে দ্বাদশ খণ্ড গণিত হয়, এবং উক্ত বাদশাহ দক্ষিণ দেশ জয় করিলে বেরার খান্দেশ ও আহম্মদ নগর অর্থাৎ আওরঙ্গা বাদ এই তিন দেশ হিন্দুস্থান ভুক্ত হইয়াছে, ও তাহার উত্তর

দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী এই পর্ব্বত এই স্থানের সিন্ধু নদের তীর হইতে আরম্ভ হইয়া কাশ্মীরের উত্তর দিগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা হইয়াছে, উক্ত স্থানের দক্ষিণ দিগে সমুদ্র পশ্চিম দিগে সিন্ধু নদ পূর্ব্ব দিগে ত্রিপুরার পর্ব্বত ও ঢাকার এক বৃহৎ বন আছে, এই সীমাবচ্ছিন্ন ভূমি প্রায় ১০২০০০০ ক্রোশ, সে ইদানীং চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উত্তর হিন্দুস্থান ইহার পশ্চিম দিগে কাশ্মীর ও পূর্ব্ব দিগে ভূতান এই উভয় দেশের মধ্যস্থলে যে সকল পর্ব্বতীয় দেশ আছে তাহারদিগের পর্ব্বত দিল্লি অযোধ্যা বাহার ও বঙ্গদেশের সম্মুখস্থ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম প্রধান হিন্দুস্থান তাহার দক্ষিণ দিগে নর্ম্মদা নদী এই নদীর নিকট হইতে দক্ষিণ দেশ আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দুস্থানের মধ্যে উক্ত খণ্ডঅতিশয় ধনাঢ্য স্থান তথা হিন্দু ও জবন গণেরা প্রখ্যাত রূপে রাজত্ব করিয়াছে, তথাকার লোকেরা রূপ ও গুণ ও বলশালী এবং অতিশয় সভ্য, হিন্দুস্থানের তৃতীয় খণ্ডের নাম দক্ষিণ দেশ তাহার উত্তর দিগ দিয়া নর্ম্মদা নদী বহমানা হইয়া গঙ্গার পশ্চিম শাখার ন্যায় সমরেখাতে গমন করিয়াছে, এই খণ্ড মধ্যে আওরঙ্গাবাদ খান্দেস বিদর হয়দরাবাদ নান্দিয়ারউত্তর সরকার বেরার গণ্ডওয়ানা ও বিজয়পুরের অধিকাংশ এবং উড়িস্যা প্রভৃতি দেশ আছে, উক্ত খণ্ড দিয়া কৃষ্ণা ও মানপুরবা নদী গমন করিয়াছে, বোধ হয় যে জবনজাতীয় কর্ত্তৃক প্রধান হিন্দুস্থান আক্রান্ত হওনের অনেক কাল পরে ঐ আওরাঙ্গাবাদ ইত্যাদি দেশ তাহারদিগের অধিকার হয়, যেহেতুক উক্ত জাতীয়দিগের অল্পকাল অধিকার থাকাতে তথাকার হিন্দুদিগের রীত্যাদি উত্তম রূপ আছে, হিন্দুস্থানের যে

চতুর্থ খণ্ড যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগ ব্যাপিয়া আছে, এই খণ্ডের আকার ত্রিকোণ তাহার উত্তর দিগে কৃষ্ণানদী ও করমেণ্ডল নামক স্থান, এই খণ্ড মধ্যে বিজয়পুরের কিয়দংশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বালাঘাট ও মধ্যমকর্ণাট মহিসুর মালাবার বারমহল কৈম্বিটুর ডিণ্ডিগল শালেম কৃষ্ণাগিরি কোচিন ত্রেবেঙ্কর ইত্যাদি স্থান আছে, এই তাবৎ স্থানে জবনদিগের অচিরকাল আগমন হইয়াছিল তন্নিমিত্তে তাহার অন্তঃপাতি কোন২ স্থানে উক্ত জাতীয়েরা আপনাবদিগের রাজত্বের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারে নাই, হিন্দুস্থানের প্রধান নদ শোণ ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু এবং তথা গঙ্গা শতদ্রু কৃষ্ণা গোদাবরী যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী গগরা তপতী মহানদী মেঘনা চম্বল বেয়া গণ্ডকী ও ইরাবতী প্রভৃতি অনেক নদী আছে, নানা কারণে বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানে হিন্দু জাতীয় অনেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিল, এবং গ্রীক ও রোমেন মনুষ্যেরা হিন্দুস্থান হইতে মসলা গাছড়া বহুমূল্য প্রস্তর মুক্তা ও রেশম স্ব২ দেশে লইয়া যাইত, হিন্দুস্থানের অনেকানেক লোক মৃত্তিকাতে আপনারদিগের ধন গোপন করিয়া আসন্নমৃত্যু সময়েও সেই গুপ্ত ধন কাহাকেও প্রকাশ করে না সুতরাং উক্ত প্রকারে তাহারদিগের অনেক ধনাপচয় হয়, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক জাতীয়েরা ভারতবর্ষে আগমন করে তৎকালীন এই স্থানে যে কোন ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা কিছুই ব্যক্ত নাই এবং এমন কোন গ্রন্থ ও নাই যে তাহাতে বিশেষ বোধ হইতে পারে, কিন্তু কারণানুসন্ধানে বোধ হয় যে তথা সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় ত্রিহুত এবং উড়িষ্যা দেশীয় ভাষা ইত্যাদি পঞ্চগৌড় নামক ভাষা তদ্ভিন্ন দ্রাবিড় কিম্বা তামুল মহারাষ্ট্রীয় কর্ণাটীয় তৈলঙ্গীয় ও গুরর্জরা প্রভৃতি পঞ্চদ্রাবিড় সংজ্ঞক ভাষা প্রচলিত ছিল, জবনদিগের কোরাণ অর্থাৎ ধর্ম্ম

পুস্তকে লিখিত আছে যে উপদেশ ছলে কিম্বা অস্ত্রাদি দ্বারা শাসন করিয়াও অন্যান্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে স্বধর্ম্মাবলম্বন করা ইবেক, এই নিমিত্তে জবনেরা হিন্দুস্থানের কোন ২ হিন্দুদিগকে আপনারদিগের ধর্ম্মাক্রান্ত করাইতে চেষ্টা করিলে তাহারা অস্বীকার করাতে ক্রোধিত হইয়া অনেকের মস্তক ছেদন করিয়াছিল, হিন্দুস্থানের অন্যান্য বৃত্তান্ত ও রাজাদি কথন তাহার অন্তঃপাতি দেশ বিবরণে ব্যক্ত আছে। ৪৭৬ ॥

হিমালয় ॥ হিন্দুস্থানের উত্তর দিগে হিমালয় নামে এক বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী আছে, এই পর্ব্বত উক্ত স্থানের উত্তর সীমা এমত নির্দ্ধারিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তিব্বত দেশ হিন্দুস্থান হইতে পৃথক্ হইয়াছে, এই হিমালয় শ্রেণী উত্তর দিগে কাশ্মীর দেশীয় পর্ব্বতের সহিত মিলিত আছে এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ভূতান দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উক্ত দেশকে তিব্বত দেশ হইতে পৃথক্ করত আরো পূর্ব্ব দিগে আশাম দেশের উত্তরে পরিশেষ হইয়াছে, এই হিমালয়ের উচ্চতার পরিমাণ অদ্যাবধি নিশ্চয় হয় নাই কোন সময় বিশেষ বিবেচনা করিয়া রোহেলখণ্ড হইতে তাহার উচ্চতা ১৪০০০ হস্ত স্থির হইয়াছে, এই পর্ব্বত শ্রেণির দক্ষিণ দিগ একেবারে নিম্ন হইয়াছে এবং অযোধ্যা বঙ্গ ও দিল্লির সীমাতে উক্ত পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতার নিয়ম নাই কিন্তু তথা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমান ভূমি, এই পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে নানা নদীর উৎপত্তি হইয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলন হইয়াছে, যে সকল বিজ্ঞ লোকেরা তীর্থ দর্শনার্থে কিম্বা কোন কর্ম্মানুরোধে হিমালয়ে গমন করিয়াছেন তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে হিমালয়ের উত্তর দিগের মানসরোবরের পূর্ব্ব ভাগে শতদ্রু ভিন্ন আর কোন নদী নাই, এই নদী তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে যামত্রী নামক স্থান

দিয়া গমন করিয়াছে, এই মিহালয় পর্ব্বত নানা দেশে ব্যাপ্ত থাকাতে নানা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হিমালয় অতি প্রসিদ্ধ নাম এই নাম সচরাচর ব্যক্ত আছে। ৪৬৮ ॥

হুগলি ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কলিকাতার ২৬ ক্রোশ উত্তরে হুগলি নামে এক প্রাচীন নগর আছে, মোগল দিগের রাজ্যকালে এই নগর অতি গণ্য ছিল এবং তথা ফ্রান্স ওলন্দাজ ও পোর্ত্তুগীস এবং ডেন এই কএক জাতীয়দিগের এক২ বাণিজ্যাগার ছিল, ইহারা মোগলাধ্যক্ষ কর্তৃক এক২ নগরে বাস করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু এই মোগলেরা সর্ব্বদা উক্ত ব্যবসায়িদিগের নিকট হইতে বলাৎকার করত ধনাপহরণ করাতে বাণিজ্যের হ্রাস হইতে লাগিল, ইদানীং এই হুগলি নগর তাদৃক্ প্রসিদ্ধ নাই কিন্তু তথা অনেক বসতি আছে, ইং ১৬৩২ বাং ১০৩৯ শালে ইংলণ্ডীয়লোকের সহিত মোগলদিগের অনুরার প্রথম সূত্র হইল তখন এই হুগলি নগর পোর্ত্তুগীসদিগের অধীনে ছিল, উক্ত মোগলেরা এই নগরে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত সাড়ে তিন মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ হইতে লাগিল, তৎকালে পোর্ত্তুগীসেরা মোগলদিগকে অনেক অনুনয় করিয়া সুনিয়ম ক্রমে কর প্রদান করিতে স্বীকার করিল তথাচ মোগলেরা যুদ্ধে নিরস্ত না হইয়া তাহার অনেক লোককে নষ্ট করিল এবং কতিপয় লোক জাহাজ দ্বারা পলায়ন করত জলমগ্ন হইল, তদ্ভিন্ন উক্ত পোর্ত্তুগীসদিগের মনুষ্য সহিত চৌষট্টিখান জাহাজ মোগলেরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল তথাচ তাহারদিগের যে ৫৭ খান ক্ষুদ্র জাহাজ ও ২০০ খান সুলুপ উক্ত নগরের সম্মুখে ছিল সে সমুদয়ের মধ্যে কেবল এক ক্ষুদ্র জাহাজ ও দুই সুলুপ মোগলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে এই

নগরের হট্টে তিন জন ইংলণ্ডীয় সৈন্যের সহিত নবাবের ভৃত্যগণের বিরোধ হইয়া উক্ত তিন ব্যক্তি আঘাতী হইল তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যাগারস্থ ইংলণ্ডীয় লোকেরা এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন, এই যুদ্ধে নবাব সৈন্যেরা পরাভব হইয়া অনেকে আঘাতী ও ৬০ জন হত হইল, তখন কাং নিকলসনের অধীন সৈন্যেরা হুগলি নগরের ৫০০ পাঁচ শত গৃহ দাহ করিল, তৎপরে মোগলদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হইয়াছিল কিন্তু উক্ত নগর ভিত্ত্যাদি দ্বারা সুবদ্ধ নহে এই জন্যে ইংলণ্ডীয়দিগের তথাকার প্রধান ব্যক্তি সুতানুটীতে আসিয়া বাস করিলেন, বঙ্গদেশে ইহারদিগের এই প্রথম যুদ্ধ হইল। ৪৬৯॥

হেব্রিউরু॥ মহিসুর রাজ্য মধ্যে বেদবতী নদীর পূর্ব্ব দিগে হেব্রিউরু নামে এক নগর আছে, চিতলদুর্গ রাজার রাজত্ব সময়ে এই নগর মধ্যে দুই সহস্র গৃহ ও এক দুর্গ এবং নগরের বহির্দ্দেশে অন্য দুই দুর্গ ছিল, হয়দরশাহের রাজ্যকালে মহা রাষ্ট্রীয়েরা এই নগর অধিকার করিলে তথাকার লোকেরা দুর্ভিক্ষ্যাদিতে নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া অনেকে কালপ্রাপ্ত হইয়াছিল পরে পরশুরাম ভৌ এ স্থান একবার লুট করেন, যখন ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্যেরা শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তখন এই নগরে অনুমান যাইট ঘর গৃহস্থ মাত্র ছিল, ঐ সৈন্যগণের সমভিব্যাহারি অন্যান্য লোকেরা এই নগরে আগমন পূর্ব্বক উক্ত দুর্ভাগ্য গৃহস্থদিগের বিষয়াদি লুট করিতে লাগিল ইতোমধ্যে উক্ত সৈন্যেরা সমাগত হইয়া তাহারদিগকে অভয় প্রদান করিল, তৎপরে হেব্রিউরু নগরের উন্নতি হইয়া তাহাতে প্রায় তিন শত গৃহস্থের ও অধিক হইয়াছে। ৪৭০॥

সমাপ্তঃ